চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 202 Thursday, 22 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২০২ সংখ্যা ❋ ৬ আষাঢ়, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ২২ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বড়বাজারে একটি ছাতার দোকান এবং তসংলগ্ন গোডাউনে আগুন লাগল। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বুধবার মালদহের পুরাতন মালদা এবং মোথাবাড়ি এলাকায় বাজ পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ২ যুবকের। ঘটনায় আহত আরো একজন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

আগামী ১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, তার আগে পুণ্যার্থীদের অভয় দিলেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর ডিআইজি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

গতকাল ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে রোনাল্ডো খেললেন ২০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। উপলক্ষটা স্মরণীয় করে রেখেছেন গোল করে দলকে জিতিয়ে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

কলকাতার ট্রাম নিয়ে উদ্বেগ প্রধান বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ গায়ে ঐতিহ্যের গন্ধ। আজও যেন শতক পুরনো কলকাতার গল্প বলে ট্রাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৈর্ঘ্যে কমেছে সেই ট্রামের পথ। একাধিক রুট, ট্রামডিপো আজ শুধুই ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শহরের বুকে। সেই ঐতিহ্যবাহী ট্রাম নিয়েই এবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। যেভাবে একের পর এক ট্রামডিপো বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি। অবিলম্বে ‘হেরিটেজ’ রক্ষা করার কথা বলেছেন তিনি। ট্রামওয়েজের যে সব জমি বা সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষেত্রেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এক আরটিআই-এর ভিত্তিতে ট্রাম নিয়ে মামলা করেছিলেন সুলগ্না মুখোপাধ্যায় নামে এক মহিলা। বুধবার সেই মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। আরটিআই করে ওই মহিলা জানতে পারেন, ট্রামওয়েজের জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ট্রাম রুটের দৈর্ঘ্য ১১৬ কিলোমিটার থেকে কমে ৩৩ কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে বলেও জানতে পারেন তিনি। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই মামলা করেন। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জমি বা সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না। সরকারি কাজ বা সাধারণ মানুষের কোনও কাজে লাগবে না, এটা নিশ্চিত হওয়ার পরই সরকারি জমি বিক্রি করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি। ট্রাম রক্ষায় রাজ্যকে নতুন কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সরকারি আধিকারিক, বিশেষজ্ঞ ও মামলাকারীর প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ‘দুর্গা পূজা’র সঙ্গেও ট্রামের তুলনা করেছেন প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম। তিনি বলেন, ‘‘হেরিটেজ রক্ষার দায়িত্ব

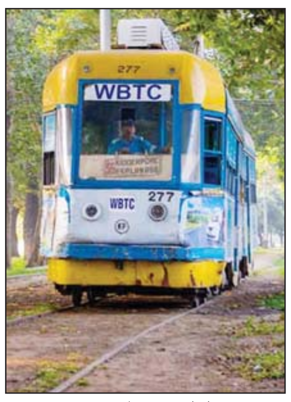

সরকারের। দুর্গা পূজা ইউনেস্কোর তরফ থেকে হেরিটেজ তকমা পাওয়ায় রাজ্যের মানুষ যেমন গর্বিত, ট্রাম মসৃণভাবে, আধুনিকতার সঙ্গে চললেও মানুষ গর্ববোধ করবেন।'' ট্রামওয়েজের জমি যখন বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করা হয়েছিল, তখন কেউ কেন প্রতিবাদ করেননি, সেই প্রশ্নও তুলেছেন প্রধান বিচারপতি। মামলাকারী জানিয়েছেন, আগে ট্রাম প্রায় ১১৬ কিমি পথ চলত, এখন সেটা কমে হয়েছে প্রায় ৩৩ কিমি। আগে ২০টি রুটে ট্রাম চলত, এখন কার্যকর রয়েছে মাত্র ৩টি রুট। শহরে অবস্থিত ৬টি ট্রাম ডিপোর মধ্যে মাত্র ২টি চালু আছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মামলাকারী আরও জানান, বেলগাছিয়া ও টালিগঞ্জের ট্রামডিপো বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করা হয়েছে, সেখানে নির্মাণকাজও শুরু হয়েছে গিয়েছে। সব শুনে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতির পরামর্শ, বর্তমানে ৮টি বাতানুকুল ট্রাম চালু আছে, সেটা বাড়িয়ে ২০টি করা যেতে পারে। বাড়ানো যেতে পারে ভাড়াও। বিশেষ পরিষেবা চালু করা যেতে পারে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘‘ট্রাম পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের। এসব পদক্ষেপ করলে আরও পর্যটক আসবে।'' নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে শুনে বিচারপতি বলেন, ‘‘পুরনো জিনিস বা হেরিটেজ রক্ষা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইট, কাঠ, লোহা দিয়ে ২০ তলা একটা বহুতল তো বানানো যেতেই পারে। কিন্তু তাতে লাভ কী?''

পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বিচারপতি সিনহার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ মনোনয়ন পর্বেই রাজ্যের একাধিক প্রান্ত থেকে এসেছে অশান্তির খবর। ভোটের আগে এত হিংসার অভিযোগে বিরক্ত আদালত। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিনহার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, এত হিংসা হলে নির্বাচন বন্ধ করা উচিত। আইনজ্ঞদের অভিমত, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাঝে বিচারপতির এহেন মন্তব্য যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত, মনোনয়ন জমা ও প্রতীক নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পরও মঙ্গলবার থেকে নির্বাচনের ওয়েবসাইটে নাম নেই কয়েক প্রার্থীর। অভিযোগ তুলে ভাঙড়ের কয়েকজন প্রার্থী আদালতের দ্বারস্থ হন। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই বিচারপতি সিনহা এই মন্তব্য করেন। এদিনের সওয়াল জবাবের সময়ে মামলাকারীদের আইনজীবী মনোনয়ন পর্বে সন্ত্রাস ও মনোনয়নপত্র চাপ দেওয়ার সংক্রান্ত অভিযোগ ও হিংসার এমন কিছু নথি দেখান, তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে যান বিচারপতি। তখনই বিচারপতি সিনহা মন্তব্য করেন, সামান্য পঞ্চায়েত নির্বাচনেই যদি এত রক্তপাত, এত হিংসার ঘটনা ঘটে, তাহলে এই ভোট করানোর প্রয়োজন কী? ভোট বন্ধ করে দেওয়া হোক। এটা রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার। মামলাকারীদের তরফে আদালতে উল্লেখ করা হয়, ১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রার্থীদের নাম তালিকায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই ২০ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে সাইটে আর তাঁদের নাম দেখা যাচ্ছে না। সেটা কীভাবে সম্ভব, সেই প্রশ্নই তোলেন মামলাকারীদের আইনজীবী। বিচারপতি তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের কয়েকজন প্রার্থী আবার মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি বলে অভিযোগ। বিচারপতি বলেন, যদি আইন-শৃঙ্খলার এই অবস্থা হয় যে প্রার্থীরা সময় মতো মনোনয়ন পেশ করতে পারছেন না, তাহলে তাঁদের অতিরিক্ত সময় তো দিতেই হবে। রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ভাঙড়ের ৮টা ব্লকে অশান্তি হয়েছে, বাকি শান্তিপূর্ণ। রাজ্য এক্ষেত্রে অতীতের কয়েকটি নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে। সে সময়ে বিচারপতি বলেন, ১৯৯৯ সালে কী হয়েছিল, ২০০৩ সালে কী হয়েছিল, সেসব কথা বলবেন না। ভাঙর ২ নম্বর মনোনয়ন জমা নিয়ে মামলা বৃহস্পতিবার শুনবেন বলে জানিয়ে দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এদিন অন্য একটি মামলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একটি বিশেষ মামলায় বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই নির্দেশ দেন। এক বিডিও-র বিরুদ্ধে নির্বাচনী নথি বিকৃত করার অভিযোগের একটি নির্দিষ্ট মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেন তিনি। জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত উলুবেড়িয়ার এক নম্বর ব্লকের বিডিও। ৭ জুলাই অর্থাৎ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক এক দিন আগেই তদন্তের রিপোর্ট পেশ করবে সিবিআই। এই মামলা প্রসঙ্গে বিচারপতি সিনহার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, যেখানে রাজ্যের নির্বাচনে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠছে সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধেই, সেখানে কোনও ভাবেই পুলিশ কিংবা সিআইডি দিয়ে তদন্ত করানো যাবে না। এর তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে দেন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন উলুবেড়িয়ার কাশ্মীরা বিবি ও ওমজা বিবি। তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমাও দিয়ে দেন। অভিযোগ, স্ক্রুটিনির পর দেখা যায়, তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে। এরপর তাঁরা উলুবেড়িয়া এক নম্বর ব্লকের বিডিও-র কাছে অভিযোগ করেন। মামলাকারীদের অভিযোগ, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানানোর পরও কোনও কাজ হয়নি। আরও অভিযোগ, সময়ের মধ্যে দুজন প্রার্থী কাস্ট সার্টিফিকেট জমা করলেও রেজিস্টারে নথিভুক্ত করেননি বিডিও।

‘এত হিংসা হলে নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া উচিত’, পঞ্চায়েত-অশান্তিতে ক্ষুব্ধ আদালত

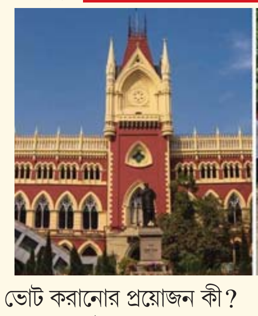

নজর বিরোধী দল বৈঠক, মমতার সঙ্গে পাটনায় যাচ্ছেন অভিষেকও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ বিরোধী বৈঠকে যোগ দিতে পাটনায় যাচ্ছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাটনায় যাচ্ছেন তিনিও। বৃহস্পতিবারই পাটনায় পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। আগামী শুক্রবার বৈঠক। এই বৈঠকের দিন ঘোষণা নিয়ে প্রথম থেকেই জলঘোলা তৈরি হয়েছিল। কথা ছিল ১২ জুন, কিন্তু তা পিছিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে বৈঠকের দিন ধার্য হয়েছে ২১ জুন। প্রথমে এই বৈঠকের দিন ধার্য হয়েছিল ১২ জুন। কিন্তু সে সময়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী থাকতে পারবেন না বলে বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়। শেষ অবধি বিরোধী দলগুলির সম্মতিতেই ১২ জুনের বদলে ২৩

জুন বৈঠকের দিন স্থির করা হয়। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমারের উদ্যোগেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। বৈঠকের একমাত্র লক্ষ্য, আগামী চব্বিশের নির্বাচনে বিজেপির বিরোধী একটি শক্তিশালী জোট গড়ে তোলা। এখন থেকেই সলতে পাকাতে শুরু করেছেন বিরোধীরা। মে মাসে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও মল্লিকার্জুন খাড়্গের সঙ্গে বৈঠকের পরই বৈঠকের দিন স্থির হয়। মে মাসেই দিকেই আবার কলকাতায় আসেন নীতীশ কুমার ও তেজস্বী যাদব। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। বৈঠকের পর নবান্নে আবার নীতীশ ও তেজস্বীকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করেন মমতা। পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অ-বিজেপি শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

‘স্পর্শকাতর’ ৬ জেলায় বাড়তি নজরদারি, কেন্দ্রের বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্যের বিশেষ বাহিনীও দিল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ কেন্দ্রীয় বাহিনী তো আসছে রাজ্যে, কিন্তু ২২ কোম্পানি বাহিনী দিয়ে আদৌ বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন করানো সম্ভব? ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন বিরোধীরা। ২২ কোম্পানি বাহিনী চাওয়ায় কি চাপে কমিশন? বাহিনী আদৌ বাড়বে কিনা, তা এখনও পর্যন্ত কমিশনার স্পষ্ট করেননি। তবে হিংসা কবলিত ৬ টি জেলায় কমিশন বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। ৬ টি জেলাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি বাড়তি এক কোম্পানি রাজ্যের বিশেষ বাহিনীও দেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। এই ছ'টি বিশেষ জেলা হল, বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর। আপাতত ২২ কোম্পানির জওয়ানরা এরিয়া ডোমিনেশন, রুট মার্চ করবেন। ভোটারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন। এদিকে, প্রার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এই ৬ জেলা ছাড়া কমিশন যদি মনে করে, আরও কোনও এলাকায়, জেলায় বাড়তি কোম্পানি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, সে বিষয়ে ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে আরও যদি বিশেষ বাহিনীর প্রয়োজন হয়, তাহলে কমিশন চিঠি লিখবে রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্য সরকার সেখানে বাহিনী দেবে। আপাতত নথিভুক্ত এই ৬টি জেলা থেকে কোথাও না কোথাও থেকে অশান্তির খবর এসেছে। কোথাও বোমাবাজি, কোথাও থেকে গুলিচালনার অভিযোগ এসেছে। সেখানে কেন্দ্রের এক কোম্পানি ও রাজ্যের ‘স্পেশালাইজড ফোর্স’ মোতায়েন করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও বিরোধীদের একটাই প্রশ্ন, বাংলার সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করাতে এটা কি যথেষ্ট পরিমাণ বাহিনী?

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আদালতের নির্দেশ

৮২ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখতে হবে

চাপ রাখতে না পারলে ছেড়ে দিন, রাজ্যপাল নতুন কমিশনার নিয়োগ করবেন

রাজীব সিনহাকে তীব্র ভর্ৎসনা প্রধান বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে একের পর এক মামলায় ভর্ৎসনার মুখে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এবার খোদ কমিশনারকেই কড়া বার্তা দিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি এদিন কমিশনারের উদ্দেশে বলেন, ‘‘চাপ রাখতে না পারলে ছেড়ে দিন, রাজ্যপাল নতুন কমিশনার নিয়োগ করবেন।'' পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ মামলা হয় হাইকোর্টে। বুধবার সেই মামলার শুনানিতেই প্রধান বিচারপতি কড়া ভাষায় বার্তা দেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়ার পর রাজ্য ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছে। সেই অনুরোধ মেনে বাহিনী পাঠানোর কথা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এদিন মামলাকারীর তরফে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার আদালতে বলেন, ‘‘কমিশন কেন এভাবে চোখ বুজে থাকছে? মাত্র ১৭০০ জওয়ান চাওয়া হয়েছে। তারা ৬ জুলাই থেকে কাজ করবে।'' মামলাকারী মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০১৩ সালে পাঁচ দফায় পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিল, সেখানে ১৭টি জেলার জন্য ৮২ হাজার জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছিল। এই বক্তব্য শুনে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম কমিশনকে বলেন, ‘‘হাই কোর্টের নির্দেশ ছিল গোটা নির্বাচন নিয়ে। শুধুমাত্র নির্বাচনের দিন নিয়ে নয়।'' একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘শুরু থেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনারা নিরপেক্ষ। আপনাদের অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। শেষ সিদ্ধান্ত আপনাদের নিতে হবে।'' প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, ২২টি জেলার ভোটের জন্য ১৭০০ জওয়ান পর্যাপ্ত নয়। একদিনে নির্বাচন সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। অন্য রাজ্য থেকে ভোটের মাত্র দুদিন আগে পুলিশ আসবে কেন? সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘আমাদের কি কমিশনকে সন্দেহ করতে হবে? চাপ রাখতে না পারলে ছেড়ে দিন, রাজ্যপাল নতুন কমিশনার নিয়োগ করবেন।'' কমিশনের পক্ষ থেকে কেউ আদালতে আসেন না বলে মন্তব্য করে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘খুব দুর্ভাগ্যজনক। তারা কি এত ব্যস্ত! ছেড়ে দিন আমরা নিজেরাই নির্দেশ দিচ্ছি। কোনও রাজ্যের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, কমিশনেরই দায়িত্ব। সব শোনার পর এটা বুঝতে পারলাম আমাদের নির্দেশ কার্যকর হয়নি।'' প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘২০১৩ সালে পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিল ৫ দফায়। তখন মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার রাজ্য পুলিশ ও ৮২ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গের জেলা ছিল ১৭টি। এখন তা বেড়ে হয়েছে ২২টি। সুতরাং সেই হিসাবে এবার পঞ্চায়েত ভোটে ৮২ হাজারের বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে।'' সাধারণ হিসাবে ৮২ হাজার বাহিনী মানে প্রায় ৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু এদিন বিচারপতি তাঁর রায় ঘোষণার সময়ে বলেছেন, প্রতি কোম্পানিতে ৮০ জন অ্যাক্টিভ পার্সোনেল থাকে। সেটা মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ এবার পঞ্চায়েত ভোটে প্রায় ১ হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার কথা বলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে থাকবে রাজ্য পুলিশ। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাইকোর্টের রায় বলবৎ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে।

নির্বাচন কমিশনের সামনে ব্যাপক উত্তেজনা, কংগ্রেস কর্মীদের চ্যাংদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তুলল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ ভোটের বাকি দিন কুড়িরও কম সময়। পেরিয়ে গিয়েছে মনোনয়ন প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সময়সীমা। এদিকে এরইমধ্যে এবার কংগ্রেসের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে। রাজ্যের নানা প্রান্তে দলীয় কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগেই মনোজ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এদিন নির্বাচন কমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। দীর্ঘসময় পুলিশের সঙ্গে চলে তুমুল ধস্তাধস্তি। রাস্তাতেই বসে পড়তে দেখা যায় বহু কংগ্রেস কর্মীকে। চলতে থাকে স্লোগান। মুহূর্তেই কার্যত রণক্ষেত্রেই চেহারা নেয় গোটা এলাকা। কংগ্রেসের বহু কর্মীকেই এদিন টানতে টানতে প্রিজন ভ্যানে তুলতে দেখা যায় পুলিশকে। কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়া হয় চ্যাংদোলা করে। যদিও তখনও চলতে থাকে বন্দেমাতরম স্লোগান। বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মী-সহ আটক করা হয় কংগ্রেসের বহু কর্মী-সমর্থককেই। যদিও প্রিজন ভ্যানে উঠেও তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন। ভোটমুখী বাংলায় কেন এত হিংসা, কেন বারবার প্রশ্নচিহ্নের সামনে পড়ছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন কংগ্রেস কর্মীরা। এদিকে ভোটের আগে লাগাতার হিংসায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্টও। এত হিংসা হলে নির্বাচন বন্ধ করা উচিত। এটা রাজ্যের পক্ষে লজ্জার। ইতিমধ্যেই এ মন্তব্য করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। প্রসঙ্গত, ভাঙড় থেকে ইন্দাস, ক্যানিং থেকে মুর্শিদাবাদ, চোপড়া সহ একাধিক জায়গায় মনোনয়ন পর্বে ধরেছে রক্ত। দেখা গিয়েছে তুমুল অশান্তি। অসমর্থিত সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রাক-ভোটের হিংসার বলি হয়েছে ৭ জন। অন্যদিকে ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়েও দড়ি টানাটানি চলছিল। কলকাতা হাইকোর্ট বাহিনী নামানোর নির্দেশ দিলেও তাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। যদিও সেখানে শেষ পর্যন্ত তাদের বড় ধাক্কা খেতে হয়।

ভোটের কাজে নিরাপত্তা চেয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শিক্ষকদের একাংশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঠিক নিরাপত্তা চেয়ে ফের মামলা। হাইকোর্টের দ্বারস্থ শিক্ষা অনুরাগী ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। এই সংগঠনের ৮০০ সদস্য। পোলিং অফিসার হিসেবে থাকছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, প্রত্যেকের নাম ও ফোন নম্বরের তালিকা ছড়িয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন তাঁরা। রাজ্যের ৬১ হাজার বুথে ২২ কেন্দ্রীয় বাহিনী কি হবে ? প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন সংগঠনের সদস্যরা। কেন্দ্রীয় বাহিনী না দিলে, ভোটের কাজে যেতে চাইছিলেন না শিক্ষকদেরই একাংশ। রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে নিরাপত্তা আশ্বাস দিলেও, তাঁরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে সরব ছিলেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে কমিশনকে চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমেও রীতিমতো সরব হয়েছে শিক্ষক মহল। বাংলায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য ও রাজ্য সরকার কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নাগারত্নাও হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখেন। অর্থাৎ বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেন তিনি। সেক্ষেত্রে বাংলায় ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের তরফ থেকে চাওয়া হয়। কিন্তু বিরোধীদের পাশাপাশি শিক্ষক মহলেরও একাংশের অভিযোগ, এই ২২ কোম্পানি দিয়ে আদৌ গোটা রাজ্যে কীভাবে নির্বাচন করানো সম্ভব? এবার সঠিক নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শিক্ষা অনুরাগী ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন।

‘মেরে ফেলব মোদি-শাহ-নীতীশ কুমারকে’, ফোন আসতেই শোরগোল দিল্লি পুলিশে

নয়াদিল্লি, ২১ জুনঃ বুধবারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর শুরু করেছেন নরেন্দ্র মোদি। একই দিনে দেশে তাঁকে ফের হত্যার হুমকি দেওয়া হল। তবে শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই নন, একইসঙ্গে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকেও। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার তাদের এক আউটার ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুমে দুটি ফোন কল এসেছে। প্রথম ফোন কলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। একটু পরেই আসে আরও এক ফোনকল। সেটিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এরপরই দিল্লি পুলিশ এই বিষয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ জানিয়েছে ওই দুই হুমকি কলই করেছে একই ব্যক্তি। তাকে ইতিমধ্যেই শনাক্তও করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সঞ্জয় ভার্মা নামে এক যুবক ওই হুমকি ফোনকল দুটি করেছে। সে দিল্লির মাদিপুর এলাকার বাসিন্দা। তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল পুলিশ। তাঁরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে সঞ্জয় প্রচুর মদ্যপান করেছে। এমনকি রাতে সে বাড়িও ফেরেনি। সঞ্জয়ের খোঁজে জায়গায় জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। তাকে শিগগিরই গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। এটা শুধুই মাতলামি না, এর পিছনে সত্যিকারের কোনও হুমকি রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। একইসঙ্গে, কোনও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সঞ্জয় ভার্মার যোগ আছে কিনা, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিহার পুলিশকে সতর্কও করেছে দিল্লি পুলিশ। প্রধানমন্ত্রী মোদি বর্তমানে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আমেরিকায় আছেন। সেখানে স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ বা এসপিজি তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। একই সঙ্গে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আছেন দিল্লিতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে দিল্লি পুলিশ ও সিআরপিএফ। প্রোটোকল মেনে তাঁকে জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে বিহার পুলিশের এসএসজি বা স্পেশাল সিকিউরিটি গ্রুপ। প্রোটোকল অনুযায়ী তিনি জেড প্লাস নিরাপত্তা পান। কাজেই তিনজনেরই নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নেই বললেই চলে। এর আগেও মে মাসের শেষেও প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে একটি ফোনকল করা হয়েছিল দিল্লি পুলিশকে। সেই ফোনকল ট্রেস করে, দিল্লির প্রসাদ নগর এলাকার করোলবাগ থেকে, হেমন্ত নামে ৪৮ বছরের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। সে দিল্লির য়ারগড়পুরার বাসিন্দা বলে জানিয়েছিল পুলিশ। তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছিল, মদ্যপ অবস্থায় সে ওই হুমকি ফোনকল করেছিল। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নয়ে সত্যিকারের কোনও ঝুঁকি ছিল না। অন্যদিকে, মার্চ মাসের শেষে হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি দেওয়া হয়েছিল নীতীশ কুমারকে। তদন্তে নেমে বিহার পুলিশ জানতে পেরেছিল, প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিলেন অঙ্কিত মিশ্র নামে গুজরাটের এক বাসিন্দা। পরে বিহার এবং গুজরাট পুলিশের এক যৌথ অভিযানে সুরাট থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

জগন্নাথপুর রথযাত্রায় রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যপাল

রাঁচি, ২১ জুন ঃ রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন রাঁচির জগন্নাথপুর রথযাত্রার শুভ মুহূর্ত উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।রাজ্যপাল মঙ্গলবার বলেছিলেন, রাজ্যের মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি দেওয়ার জন্য ভগবান জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করা হয়। এছাড়াও সকলের ইচ্ছা পূরণ করুন।

স্থানীয় সরকারকে মেনে চলা ছাড়া টুইটারের কাছে কোনও বিকল্প নেই ঃএলন মাস্ক

নিউইয়র্ক, ২১ জুন ঃস্থানীয় সরকারকে মেনে চলা ছাড়া টুইটারের কাছে কোনও বিকল্প নেই। এই মন্তব্য করলেন টুইটার ও স্পেসএক্স-এর সিইও এলন মাস্ক। তিনি বলেছেন, আমরা যদি স্থানীয় সরকারের আইন না মানি, তাহলে আমরা বন্ধ হয়ে যাব। এলন মাস্কের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, এলন মাস্ক যা বললেন, তাতে ভারতের নেতৃত্ব এবং প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়।সম্প্রতি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছিলেন টুইটারের প্রাক্তন সিইও জ্যাক ডোরসে। তিনি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে টুইটার ও স্পেসএক্স-এর সিইও এলন মাস্ক বলেছেন, স্থানীয় সরকারকে মেনে চলা ছাড়া টুইটারের কাছে কোনও বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর এই মন্তব্য করেছেন এলন মাস্ক। তিনি আরও বলেন, আমরা যদি স্থানীয় সরকারের আইন না মানি, তাহলে আমরা বন্ধ হয়ে যাব, তাই আমরা যা করতে পারি তা হল যে কোনও দেশে আইন মেনে কাজ করা, এর চেয়ে বেশি কিছু করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আইনের অধীনে যেটা সম্ভব বাক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।মাস্কের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, বিশ্বের বড় বড় ব্যক্তিত্বরাও এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসা করছেন...প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমেরিকা সফর সবেমাত্র শুরু হয়েছে, এবং অনেক কিছু ঘটতে চলেছে...এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে চলেছে।

মনীশ জৈনকে ফের তলব সিবিআই-এর, শুক্রবার নিজাম প্যালেসে হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ২১ জুন ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তকালীন শিক্ষা সচিব মণীশ জৈনকে ফের তলব করল সিবিআই। শুক্রবার, ২৩ জুন নিজাম প্যালেসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে এর আগে গত ১৫ জুন মণীশ জৈনকে প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। এরপর ফের তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে আগামী ২৩ জুন।সিবিআই সূত্রে খবর, বিগত কয়েক মাসের তদন্তে মণীশের সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেগুলির ভিত্তিতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে তাঁকে। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বহু বার প্রকাশ্যেই দাবি করেছেন যে, তিনি শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী ছিলেন মাত্র। কিন্তু নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নিতেন না। সিবিআই সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, তৎকালীন শিক্ষাসচিব তাঁর কাছে নিয়োগ সংক্রান্ত যে ফাইল পাঠাতেন, তাতে তিনি সই করে দিতেন। কাদের নির্দেশ ফাইলে সই করতে বলতেন মণীশ জৈন? সেই সব কিছু জানতে চাইছে সিবিআই।

মোদীজির নেতৃত্বে সুশাসন ও গরিব কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিজস্ব ক্ষমতা উপলব্ধি করেছে ভারতঃপীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ বিগত ৯ বছরে মোদীজির নেতৃত্বে সেবা, সুশাসন ও গরিব কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিজস্ব ক্ষমতা ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছে ভারত। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা পীযূষ গোয়েল। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পীযূষ গোয়েল বলেছেন, মোদী সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে দরিদ্র, যুব সমাজ, মহিলা এবং দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের রূপান্তর ঘটেছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, ভারত বিগত ২ বছরে বৃদ্ধির হারের পাশাপাশি রফতানিতেও ইতিহাস রচনা করেছে। গোয়েলের কথায়, বর্তমানে ১০০টিরও বেশি ইউনিকর্ন এবং প্রায় ১ লক্ষ স্টার্টআপ ভারতকে গর্বিত করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এখন ভারতে। গোয়েল আরও বলেছেন, হতাশা, মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতির বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, ভারত একটি শক্তিশালী অর্থনীতি বজায় রেখেছে। এমনকি উন্নত দেশগুলির অর্থনীতিগুলি যখন সংগ্রামী পরিস্থিতিতে, ভারত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং রেকর্ড রফতানি উপলব্ধি করছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সমর্থনের কথা জানালেন উদ্ধব, একইসঙ্গে বিঁধলেন কেন্দ্রকেও

মুম্বই, ২১জুন ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সমর্থনের কথা জানালেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। একইসঙ্গে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় সরকারকেও। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোডকে সমর্থন করি, কিন্তু যারা এটা আনছে তাঁদের এটা ভাবা উচিত

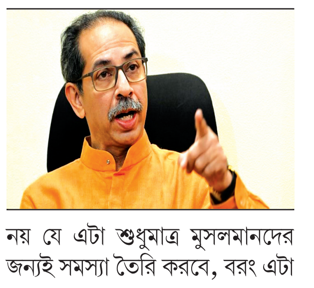

নয় যে এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই সমস্যা তৈরি করবে, বরং এটা হিন্দুদের জন্যও সমস্যা তৈরি করবে এবং অনেক প্রশ্ন উঠবে।মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে আরও বলেছেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত গরু জবাই নিষিদ্ধ করুন, কারণ গরু জবাই নিষিদ্ধ নয়। গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিকর নিজেই বলতেন, রাজ্যে গরুর অভাব হলে আমরা সেগুলি আমদানি করব।উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আর এক বছরও বাকি নেই। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় আইন কমিশন নতুন করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার তপরতা শুরু করেছে, তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছে বিরোধীরা। কিন্তু, উদ্ধব ঠাকরে জানালেন, তিনি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা, অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা, এবিভিপির বিক্ষোভে উত্তেজনা

আগরতলা, ২১ জুনঃ ছাত্রীর শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার ঘটনায় এবিভিপির বিক্ষোভে উত্তেজনা ছ।িয়েছে ত্রিপুরা কেনদ্রীয়য বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগে আমতলি থানা অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। এবিভিপির দাবি, অভিযুক্ত অধ্যাপককে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন, তদন্ত কমিটি ঘটনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।সোমবার ত্রিপুরা কেঃদ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ের মৌখিক পরীক্ষায় চতুর্থ সেমিস্টারের জনৈক ছাত্রী শারীরিক এবং মানসিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ-বিষয়ে এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত সাহা বলেন, দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ভুপেশ দেববর্মা জনৈক ছাত্রীকে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা করেছেন। দর্শনের মৌখিক পরীক্ষা চলাকালীন ওই ঘটনা ঘটেছে। তাতে ওই ছাত্রী অসুস্থ হয়ে প।েছেন। ফলে, প্রথমে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কেঃদ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে চিকিসক তাঁকে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।সঞ্জিতের বক্তব্য, ওই ঘটনায় উপাচার্যের কাছে অভিযুক্ত অধ্যাপকের বরখাস্তের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে এবিভিপি বৃহত্তর আঃেদালনে নামবে। তিনি বলেন, ওই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। উপাচার্যের কাছে মেমোরেন্ডাম জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, অভিযুক্ত অধ্যাপক জঘন্য অপরাধ করে দিব্যি রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোরাফেরা করছেন এবং ক্লাস নিচ্ছেন। যা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই, তাঁর বরখাস্তের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন এবিভিপির বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলেছেন। অপরাধ বরদাস্ত করা হবে না, সেই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবে তদন্ত কমিটির সম্মুখে সকলের বক্তব্য রেকর্ড করার পরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে গতকাল রাতেই নির্যাতিতা ছাত্রী এবং তাঁর পরিবারের সাথে কথা বলেছি। ওই ঘটনা তদন্ত কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কমিটি উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর পর্যবেক্ষণ দেবে এবং এর পরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, কেঃদ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নিয়ম রয়েছে। ফলে, তা মেনে চলতেই হবে। তবে, অপরাধ ক্ষমা করা হবে না।এদিকে, নির্যাতিতা ছাত্রীর লিখিত অভিযোগে ত্রিপুরা কেঃদ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ভুপেশ দেববর্মার বিরুদ্ধে আমতলি থানায় পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪(এ) এবং ৫০৯ ধারায় মামলা রুজু করেছে। তবে, এখন পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কোনও সংবাদ নেই।

হিমাচলের আবহাওয়া প্রতিকূলই, ২৪ জুন বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি

শিমলা, ২১ জুন ঃ পাহা।ড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া প্রতিকূলই! হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আগামী ২৪ জুন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেই দিন প্রবল বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৪ জুনের মধ্যে মধ্যবর্তী পাহাড়ের কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।উঁচু পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন জায়গায় হালকা বৃষ্টি অথবা তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে। ঝড়-বৃষ্টির কারণে যানজট, দৃশ্যমানতার অভাব এবং বিদ্যুত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, পাশাপাশি ফসল, ফলের গাছ এবং ক্ষতি হতে পারে, তাই কৃষকদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা এবং সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৪৭তম আন্তর্জাতিক সংগ্রহালয় দিবস উদযাপনে ' আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'

নয়াদিল্লি,২১জুনঃ৪৭তম আন্তর্জাতিক সংগ্রহালয় দিবস উদযাপনে ' আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর অঙ্গ হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম এক্সপো-র আয়োজন করা হয়েছে। এ বছরের থিম - ' সাসটেনেবিলিটি অ্যান্ড ওয়েলবিইং'।সমাবেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সংগ্রহালয় দিবস উপলক্ষে সকলকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন ভারত স্বাধীনতার ৭৫ বছরে অমৃত মহোসব পালন করছে, তখন ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম এক্সপো-তে প্রযুক্তির ব্যবহারে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় জীবন্ত হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, যখন আমরা মিউজিয়ামে প্রবেশ করি তখন অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরি হয় এবং মিউজিয়াম আমাদের সামনে তথ্য ও সাক্ষ্য-নির্ভর বাস্তবকে তুলে ধরে, অতীত থেকে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগায়। তিনি বলেন যে এবারের থিম - ' অ্যান্ড ওয়েলবিইং' আজকের বিশ্বের অগ্রাধিকারকে তুলে ধরছে এবং এই অনুষ্ঠানকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলছে। শ্রী মোদী আশা প্রকাশ করে বলেন যে আজকের প্রয়াসে তরুণ প্রজন্ম আরও ভালোভাবে ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।প্রধানমন্ত্রী আজকের অনুষ্ঠানস্থলে আসার আগে মিউজিয়াম পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করেন এবং দর্শকদের মনে বড় ছাপ ফেলতে যে পরিকল্পনা এবং কার্যকরী প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তার প্রশংসা করেন। শ্রী মোদী বলেন, তাঁর বিশ্বাস যে আজকের এই অনুষ্ঠান ভারতের মিউজিয়ামগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।দাসত্বকালে দেশের শত শত বছরের অনেক ঐতিহ্যই নষ্ট হয়ে গেছে যখন প্রাচীন পুঁথি এবং গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে - একথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা শুধুমাত্র ভারতের ক্ষতি নয়, এতে সমগ্র বিশ্বই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি খেদ প্রকাশ করে বলেন, স্বাধীনতার পরে উপযুক্ত প্রয়াসের অভাবে দেশের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য রক্ষা করা যায়নি এবং পুনরুদ্ধারও করা যায়নি। বিশেষ করে, নাগরিকদের মধ্যে এই সম্পর্কে সচেতনতার অভাব একটি বড় কারণ হয়ে উঠেছে। ' আজাদি কা অমৃতকাল'-এ দেশ যে পাঁচটি সঙ্কল্প - ' নিয়েছে সে কথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নিজ ঐতিহ্যের জন্য গর্বের ওপর জোর দেন এবং বলেন, দেশে নতুন সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, এই প্রয়াসে যে কেউ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পাশাপাশি দেশের হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য খুঁজে পাবেন। তিনি জানান, সরকার প্রতিটি রাজ্যের এবং সমাজের সকল শ্রেণীর ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় এবং গ্রামীণ সংগ্রহালয়গুলির সংরক্ষণে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী সমাজের অবদানকে মনে রাখতে দশটি বিশেষ সংগ্রহালয় তৈরি করা হচ্ছে যা সারা বিশ্বে আদিবাসী বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে একটি অভিনব উদ্যোগ। দেশের ঐতিহ্য রক্ষার উদাহরণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ' পথ'-এর উল্লেখ করে বলেন, যেখানে মহাত্মা গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহের সময় পদযাত্রা করেছিলেন এবং যেখানে লবণ আইন ভঙ্গ করেছিলেন, সেখানে স্মারক গা।ে তোলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দিল্লির ৫ আলিপুর রোডে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ স্থলকে জাতীয় স্মারক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং মউ, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, লন্ডন, যেখানে তিনি থাকতেন, নাগপুর, যেখানে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল এবং মুম্বাইয়ের চৈত্য ভূমি, যেখানে তাঁর সমাধি আছে - সেগুলিকে ' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি সর্দার প্যাটেলের স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর সংগ্রহালয়, গুজরাটে গুরু গোবিন্দজির স্মারক, বারাণসীর মন মহল মিউজিয়াম এবং গোয়ার খ্রিস্টিয় শিল্প সংগ্রহালয়ের উদাহরণ দেন। তিনি দিল্লিতে দেশের সকল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কাজ এবং অবদানকে স্মরণ করে গড়ে তোলা ' আজাদি দি কী সংগ্রহালয়'-এরও উল্লেখ করেন এবং অতিথিদের অন্তত একবার ঐ সংগ্রহালয় ঘুরে দেখার অনুরোধ জানান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন কোনও দেশ তার ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে শুরু করে তখন অন্য দেশের সঙ্গেও নৈকট্য গড়ে ওঠে। তিনি ভগবান বুদ্ধের পবিত্র স্মারকের উদাহরণ দেন যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষিত হয়েছে এবং বর্তমানে যা সারা বিশ্বের ভগবান বুদ্ধের অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করছে। তিনি গত বুদ্ধ পূর্ণিমায় মঙ্গোলিয়াতে চারটি পবিত্র স্মারক পাঠানো এবং শ্রীলঙ্কা থেকে কুশিনগরে পবিত্র স্মারক আনার উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী বলেন, একইরকমভাবে গোয়ার সেন্ট কেটেভ্যান-এর স্মারক ভারতে সুরক্ষিত। তিনি জানান যে যখন জর্জিয়ায় ঐ স্মারক পাঠানো হয় তখন সেখানে উৎসাহ ছিল দেখার মতো। তিনি বলেন, আমাদের ঐতিহ্য বিশ্ব ঐক্যের বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেন যে আগামী প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণে সংগ্রহালয়গুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। তাঁর আরও পরামর্শ যে সংগ্রহালয়গুলিতে পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া নানা দুর্যোগের চিহ্ন সংরক্ষণ করা উচিত এবং পৃথিবীর বদলে যাওয়া বৈশিষ্ট্যকে সেখানে তুলে ধরা উচিত।এক্সপো-য় খাদ্য বিষয়ক প্রদর্শনীর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রচেষ্টায় আয়ুর্বেদ এবং শ্রী অন্ন মিলেটের বর্ধিত জনপ্রিয়তার কথা বলেন। তাঁর পরামর্শ, নতুন সংগ্রহালয়গুলি শ্রী অন্ন এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের কথাও তুলে ধরতে পারে।প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এগুলি সবই সম্ভব যখন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সংরক্ষণ কোনও একটি দেশের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। কিভাবে তা সম্ভব তাও বিস্তারিত বলেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, প্রত্যেকটি পরিবারই তার নিজের পরিবারের জন্য একটি পারিবারিক সংগ্রহালয় গড়ে তুলতে পারে। তিনি বলেন, আজ যা খুবই সাধারণ বিষয় তা ভবিষ্য প্রজন্মের কাছে খুবই আবেগের জিনিস হয়ে উঠতে পারে। তিনি বিদ্যালয়গুলি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব সংগ্রহালয় গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি শহরগুলিকেও নিজস্ব সংগ্রহালয় তৈরি করতে বলেন।তিনি বলেন সংগ্রহালয় এখন যুব সমাজের কাছে কর্মসংস্থানের উপায় হয়ে দা।াচ্ছে। তিনি বলেন, যুব সমাজকে শুধুমাত্র সংগ্রহালয় কর্মী হিসেবে দেখলে চলবে না, ইতিহাস এবং স্থাপত্যের বিষয়গুলির সঙ্গে যুব সমাজ বিশ্ব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন, এইসব যুবক-যুবতী দেশের ঐতিহ্যকে বিদেশের কাছে তুলে ধরতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন এবং অতীত সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী চোরাচালান এবং শিল্পকলা পাচারের উল্লেখ করে বলেন, ভারতের মতো প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলি কয়েকশ' বছর ধরে এই সমস্যার মুখোমুখি। তিনি বলেন, এ দেশ থেকে অনেক শিল্পদ্রব্যই অনৈতিকভাবে স্বাধীনতার আগে ও পরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য প্রত্যেককে একসঙ্গে মিলে কাজ করতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্বে ভারতের সুনাম বৃদ্ধি পেতেই অনেক দেশই ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরত দিতে শুরু করেছে। বেনারস থেকে চুরি যাওয়া মা অন্নপূর্ণার মূর্তি, গুজরাট থেকে চুরি যাওয়া মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি, চোল সাম্রাজ্যের সময়ে নির্মিত নটরাজ মূর্তি এবং গুরু হরগোবিন্দ সিং-জির নাম লেখা তরবারির উদাহরণ দেন তিনি। শ্রী মোদী জানান, গত ৯ বছরে প্রায় ২৪০টি প্রাচীন শিল্পবস্তু উদ্ধার করে দেশে ফেরানো গেছে যেখানে স্বাধীনতার পরের কয়েক দশকে ২০টিরও কম শিল্পবস্তু ফেরত পাওয়া গিয়েছিল। তিনি আরও জানান, গত ৯ বছরে ভারত থেকে শিল্পকলা পাচারের ঘটনাও কমে গেছে। শ্রী মোদী সারা বিশ্বের শিল্প রসিকদের, বিশেষ করে যাঁরা সংগ্রহালয়ের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের এই ব্যাপারে সহযো

সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ গঠন করে যোগ, যোগের মাধ্যমেই সমাজের যৌথ শক্তি বৃদ্ধি পায়ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ গঠন করে যোগ, যোগের মাধ্যমেই সমাজের যৌথ শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বুধবার নবম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, যোগের শক্তিই স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্রচারাভিযান এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার মতো অঙ্গীকার উপলব্ধি করতে সাহায্য করার জন্য দেশের যুবসমাজের প্রচেষ্টায় একটি অতুলনীয় গতি সঞ্চার করেছে। বুধবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, এই বছর 'ওশান রিং অফ যোগ'-এর কারণে আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান। 'যোগ-এর বিচার' এবং 'সমুদ্রের বিস্তার'-এর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে 'ওশান রিং অফ যোগ'-এর ধারণা।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যোগ আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করে, যোগ আমাদের সেই চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করে যা আমাদের জীবের ঐক্য উপলব্ধি করে, যা আমাদের জীবের প্রতি ভালবাসার ভিত্তি প্রদান করে, তাই যোগের মাধ্যমে আমাদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে হবে, আমাদের যোগব্যায়াম করতে হবে। যোগের মাধ্যমে আমাদের অচলাবস্থা ও প্রতিরোধও দূর করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, ভারতের আহ্বানে বিশ্বের ১৮০টিরও বেশি দেশ একত্রিত হওয়া সত্যিই ঐতিহাসিক, নজিরবিহীন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মাধ্যমে, যোগ একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, একটি বিশ্ব চেতনায় পরিণত হয়েছে।

সমগ্র বিশ্বে যোগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছেঃমনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ সমগ্র বিশ্বে যোগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। বুধবার সকালে দিল্লির এইমস চত্বরে যোগাভ্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। যোগব্যায়ামের অনুশীলনে যোগ দেন মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি যোগ দিবসের তাপর্য ব্যাখ্যা করেন।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, সমগ্র বিশ্বে যোগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। বিশ্বের সর্বত্র যোগ অনুশীলন করা হয়। পরে তিনি এইমস দিল্লির নিউ মিলেটস ক্যান্টিনে সকালের খাবারও খান। টুইট করে মনসুখ লেখেন, যোগব্যায়াম সমগ্র বিশ্বে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের জীবনে যোগব্যায়াম গ্রহণ করি এবং একটি সুস্থ শরীর গড়ে তুলি।

আগামী বছর ভারতে আসার পরিকল্পনা এলন মাস্কের, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বললেন টুইটারের সিইও

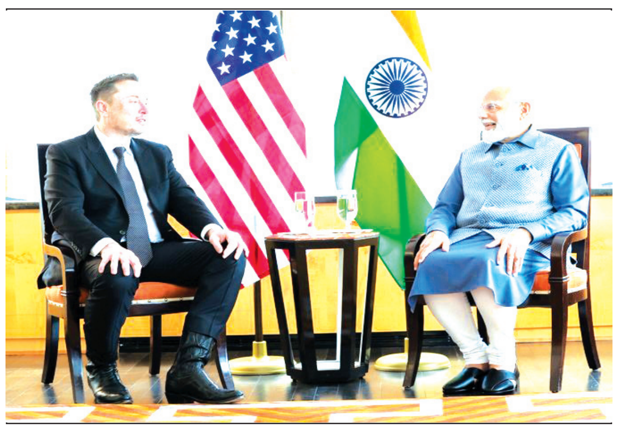

নিউইয়র্ক, ২১ জুন ঃআগামী বছর ভারতে আসার পরিকল্পনা করছেন টুইটার ও স্পেসএক্স-এর সিইও এলন মাস্ক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এমনটাই জানিয়েছেন মাস্ক নিজেই। ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকালে, নিউইয়র্কে টুইটার ও স্পেসএক্স-এর সিইও এলন মাস্কের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করে জানান, এলন মাস্কের সঙ্গে দুর্দান্ত কথা হয়েছে। এনার্জি থেকে আধ্যাত্মিকতা, বিভিন্ন বিষয়ে বহুমুখী কথোপকথন করেছি আমরা।প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এলন মাস্ক বলেছেন, আগামী বছর ভারতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি আমি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে টেসলা ভারতে থাকবে এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানবিকভাবে তা করব। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আশা করছি, আমরা ভবিষ্যতে কিছু ঘোষণা করতে সক্ষম হব। ভারতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে চমকার কথোপকথন হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ওঠানামা করছে কোভিড-সংক্রমণ মৃত্যু গিয়েছে থমকে

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৯২ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৭৮৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। এযাব মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৯৮ জনের।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৯,৯৮৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৩৫৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৪,৯৬৭ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ জুন সারা দিনে ভারতে ৬৯,৬৩৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২জুন বৃহৎবার, ৬ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৬ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে পরিবর্তনহতেপারে

রাশিফল

মেষরাশিঃআধ্যাত্মিকের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা লাভজনক প্রমাণিত হবে। শুভদিন হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনার হতাশা আপনার স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করতে পারে- আপনি অতীতের ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন- তাই নিজেকে যতটা সম্ভব শিথিল করার চেষ্টা করুন। শুভদিন
মিথুন রাশিঃআপনার কাজ করে দেবার জন্য অন্যকে চাপ দেবেন না এবং বাধ্যও করবেন না। ।
কর্কট রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন।
সিংহ রাশিঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য হবে।
কন্যা রাশিঃআপনি খুব আবেগপ্রবণ হবেন- সুতরাং আপনি আঘাত পেতে পারেন এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন।
তুলা রাশিঃঅসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন।।।শুভদিন
ধনু রাশিঃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তি বয়ে আনতে পারে। অমীমাংসিত সমস্যা অস্পষ্ট হবে এবং অর্থব্যয় আপনার মনকে নিরানন্দ করবে।
মকর রাশিঃধ্যান পরিত্রাণ আনবে। অপ্রত্যাশিত রসিদগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে। ।
কুম্ভ রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। বিবাহের যোগ হবে
মীন রাশিঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং আপনার ভবিষ্যতের জন্য আপনার সম্পদের পরিকল্পনা করতে পারেন। যা আস্ত্রীর শরীর একটু খারাপ হতে পারে। বাচ্চারা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে এবং

হাসনাবাদে তৃণমূলের বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ২১ জুন ঃ বৌদি তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্যা, দেওর পঞ্চায়েত ভোটে সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী, সেই বাড়িতেই বোমাবাজির অভিযোগ। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদের আমলানী পঞ্চায়েতের ২৬৫ নম্বর বুথের ঘটনা। আমলানী পঞ্চায়েতের এই এলাকায় বিগত পাঁচ বছর পঞ্চায়েতের সদস্যা ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের হিরন্ময়ী দাশ। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তৃণমূলের টিকিট পাননি তিনি। অপর দিকে তাদের সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করেন তার দেওর সুশান্ত দাশ। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে এই বুথেই সিপিআইএম এর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সুশান্ত। মঙ্গলবার গভীর রাতে তাদের বাড়িতে ই বোমাবাজির অভিযোগ উঠলো। অভিযোগের তীর শাসক দলের দিকে, তবে অভিযোগ অস্বীকার শাসক দলের। সুশান্ত জানান মঙ্গলবার রাত একটা পনেরো নাগাদ তার বাড়িতে বোমাবাজি হয়।সঙ্গে সঙ্গে তারা পুলিশকে বিষয়টি জানালে ঘটনাস্থলে আসে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। তিনি জানান, তাকে নমিনেশন তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিলো, তিনি যেখানে যাচ্ছেন তার পিছনে লোক যাচ্ছে,তিনি আতঙ্ক গ্রস্থ হয়ে আছেন। শাসক দল মনে করছে তারা এই আসন টি ধরে রাখতে পারবে না তাই তারা এই কাজ করছে বলে অভিযোগ সুশান্তর।

হিরন্ময়ী মন্ডলী স্বামী তপন দাশ জানান, তার স্ত্রী এবার তৃণমূলের টিকিট পায়নি, তার ভাই সিপিআইএমের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছে, তার কথায় সে অন্য দল করতেই পারে তবে তারা তৃণমূলেই আছেন। তিনি জানান মঙ্গলবার গভীর রাতে তাদের রান্নাঘরের মধ্যে বোমাবাজি হয়, তারপর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন তারা।তবে তারও অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে হয়ত শাসক দলেরই হাত আছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিআইএম নেতা সুবিদ আলি গাজী জানান গতবার কোনো নির্বাচন হয়নি, এবার সবকটি বুথে আমাদের প্রার্থী আছে,এখানে ওরা পরাজয়ের আতঙ্কে এতটাই সঙ্কুচিত যে তারজন্য ওরা ভয় ভীতি দেখিয়ে চেষ্টা করছে যাতে মানুষ আমাদের পক্ষ না নেয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আসলাম গাজী জানান, তারা এই ঘটনার কথা জানেন ই না, সংবাদ মাধ্যম থেকেই জেনেছেন।এই ঘটনার সঙ্গে শাসক দলের কোনো সম্পর্ক নেই। তার কথায় রাম বাম এক হয়ে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসকে দোষারোপ করার চেষ্টা করছে, এটাও ঠিক তার একটি লক্ষণ। তার কথায় যিনি শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন তার সঙ্গে জনসমর্থন নেই, তিনি একটাও মিটিং করে দেখাতে পারবেনা না। তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কে বদনাম করার জন্য এইসব প্রচার করছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সাড়ম্বরে পালিত হাওড়াতেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সাড়ম্বরে পালিত হাওড়াতেও। হলো একাধিক অনুষ্ঠান। বুধবার ছিল ২১জুন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এই দিনটি। এবার মোট ১২টি জেলা থেকে এই যোগ দিবসে উপস্থিত হন প্রায় ৩০০ মানুষ। ১৪ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সী মানুষ এতে অংশ নেন। এছাড়াও এখানকার ছাত্রছাত্রীরাও এই যোগায় অংশ নেন। যোগা প্রদর্শনী এবং সঙ্গীত সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও এদিন আয়োজন করা হয়। স্বামী বিদ্যাপ্রদানন্দজি মহারাজ বলেন, এই জাগরণ যাতে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে যায় এবং যোগাভ্যাসে যাতে সকলে উদ্বুদ্ধ হন তার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। ওই ইউনিভার্সিটির যোগা টিচার প্রশান্ত সামন্ত এদিনের সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। যোগের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেন। এর পাশাপাশি, এদিন ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে হাওড়ার চামরাইল দেবীর পাড়ায় চামরাইল যোগা সেন্টারের তরফ থেকে যোগ প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। বুধবার সকালে এখানে স্কুলের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা যোগ প্রদর্শনে অংশ নেয়। চামরাইল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডক্টর পঙ্কজ কুমার নস্কর বলেন, যোগ অভ্যাসের ভূমিকা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে তুলে ধরতেই আমাদের এই উদ্যোগ। এই যোগভ্যাসের মাধ্যমে শুধু শারীরিক বা মানসিক গঠন নয়, সমাজের বিকাশেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ছোট ও মাঝারি ফ্ল্যাটের ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ ছোট ও মাঝারি ফ্ল্যাটের ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং তাদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। বড় আবাসনের ক্রেতাদের মতো তাদের রক্ষাকবচের আওতায় আনতে ওই সব ফ্ল্যাটের নির্মাতাদের নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাটকে 'রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি' বা রেরা'য় নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে এতদিন বড়সড় আবাসন কেনার ক্ষেত্রে কিছু রক্ষাকবচ থাকলেও ছোট বা মাঝারি সাইজের ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ছিল না। সম্প্রতি রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,২০০ বর্গ মিটার জমির উপর নির্মাণ বা একত্রে ছ'টি ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হলে রেরা'র তালিকায় নাম তোলা বাধ্যতামূলক। এর আগে ৫০০ বর্গ মিটার বা তার চেয়ে বড় জমিতে কোনও নির্মাণ করলে বা একত্রে কমপক্ষে আটটি ফ্ল্যাট তৈরি হলে রেরায় নাম তুলতে হতো।এর ফলে ওই সব ফ্ল্যাটের ক্রেতারা কোনও সমস্যা বা অভিযোগ থাকলে রেরায় অভিযোগ জানাতে পারবেন। প্রমোটার নিয়ম না মানলে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে সংশ্লিষ্ট প্রোমোটারকে। সেক্ষেত্রে তিন বছর কারাবাস বা মোট প্রকল্প খরচের ১০ শতাংশ জরিমানার সংস্থান থাকছে। ৬ জুন থেকে নতুন এই নিয়ম রাজ্য জুড়ে কার্যকর হয়েছে।

রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় বেণুদা'র সঙ্গীত আসর

বিশ্ব সঙ্গীত দিবস এবং রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত সম্মেলন করলো কলকাতায় অবস্থিত বেণুদা'র আসর। প্রতি রবিবার বহু প্রবীণ এবং বর্তমান যুগের শিল্পীরা মিলিত হয়ে সঙ্গীত আসর এর পরিবেশ তৈরি করেন। প্রতি বছর একটি বার্ষিক সঙ্গীতের আসর হয়। তবে এবারেই প্রথম রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতা থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রেক্ষাগৃহে। সঙ্গীতে গ্রহণ করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রদীপ ব্যানার্জি, ইলা ব্যানার্জি, সৌম্যজিত মুখোপাধ্যায়, ড. শঙ্কর কুমার নাথ, ড. অসীম কুমার সরকার, সুবীর চ্যাটার্জি, রমা চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় সাহা, সীমা দাস, শুভাঙ্গী পাইন, অরূপ ঘোষ, মনিক রায়সহ আরও অনেকে। সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রায়ত শিবলাল চৌধুরীর স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

বর্ষা এলেও বৃষ্টির সেভাবে দেখা নেই, রোদ-মেঘের খেলা দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ বর্ষা এলেও বৃষ্টির সেভাবে দেখা নেই কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় বৃষ্টি হলেও, গরম থেকে রেহাই এখনও মেলেনি। কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলি এখনও গরমে ঘামছে। এখনও স্বাভাবিকের নীচেই নামেনি তিলোত্তমার তাপমাত্রা, বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান এই চার জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলায়। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি

বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে এখনও সেভাবে বর্ষার বৃষ্টি শুরু না হলেও, উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। উত্তরবঙ্গে আগামী কিছু দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির কিছু অংশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পংসহ উপরের দিকে পাঁচ জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নামতে পারে ধস। প্লাবিত হতে পারে নিচু এলাকাগুলি, এই সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

পর্যটকদের সুবিধায় গাইডদের প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ পর্যটকদের সুবিধায় রাজ্য সরকার উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে জেলা স্তরে গাইডদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করতে চলেছে। রাজ্য পর্যটন ক্ষেত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পর্যটন দপ্তর এই বিশেষ পাঠক্রম তৈরি করেছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। সংস্কৃতি, হেরিটেজ ,নদী, বন্যপ্রাণ ও ইকো ট্যুরিজম প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই ক্ষেত্রগুলোর জন্য পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যেই তা চূড়ান্ত করে ফেলা হবে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ৫৪০ জন সক্রিয় গাইড কর্মরত রয়েছেন। এর বাইরেও যারা নতুন ভাবে প্রশিক্ষণ নিতে চান তারাও আবেদন করতে পারেন।

শরৎ সদনের লেকে ভেসে উঠলো মরা মাছ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুন ঃ বুধবার সকালে হাওড়ার শরৎ সদনের লেকে কয়েকটি মাছ মরা অবস্থায় জলে ভাসতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নাকি জলের দূষণের কারণে এই ঘটনা তা জানা যায়নি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক নিরাপত্তারক্ষী বলেন, সকালে এসে দেখলাম এখানে জলাশয়ে কয়েকটি মাছ মৃত অবস্থায় জলে ভাসছে। কি কারণ সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। প্রতিদিনই সকালে প্রচুর মানুষ এখানে আসেন। তারা মাছকে খেতেও দেন। এখন তা থেকেও জলে দূষণ হয়ে থাকতেও পারে। অথবা এই গরমে জল কোনও কারণে নষ্ট হতেও পারে। লোকে মাছকে খাবারও দেয়, আবার সেই জলেই প্লাস্টিক, নোংরা ফেলে যায়। এই সমস্ত কারণে জলাশয়ের জল দূষিত হয়ে থাকতে পারে। জল দূষণের কারণেই মাছের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

দমকলের ছ'টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় বড়বাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ বড়বাজারে একটি ছাতার দোকান এবং তৎসংলগ্ন গোডাউনে আগুন লাগল। বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় ছাতার দোকানটিতে ক্ষয়ক্ষতি হলেও কেউ জখম হননি বলে জানা গিয়েছে।বড়বাজারের মহম্মদ লুহিয়া লেনের একটি ছাতার দোকানে আগুন লাগার খবর সকাল ১১টা বেজে ৩৫ মিনিটে আসে দমকলের কাছে। তার পরে দ্রুত সেখানে পৌঁছে যান অগ্নিনির্বাপণ কর্মীরা। দোকানের পিছন দিকের ইস্পাতের শাটার ভেঙে সেখান থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। ছাতার দোকানে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। পরে দুপুর ১টার কিছু পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানানো হয় দমকলের তরফে। দমকলের তৎপরতায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকেও বাঁচানো গিয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের উদ্যোগে যোগ দিবসে নানা কর্মসূচির আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুন ঃ বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে রাজ্যজুড়ে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ উৎসব। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের উদ্যোগে নানা কর্মসূচির আযোজন করা হয়। কম্যান্ড এলাকার বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে জওয়ান ও তাদের পরিবারের সদস্যরা যোগাভ্যাস করেন। তুলে ধরেন যোগের মাহাত্ম্য। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে যোগ দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নেন পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা এবং তাঁর স্ত্রী তথা আর্মি ওয়াইফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আঞ্চলিক প্রধান নিশা কলিতা। ১২০০ সেনা জওয়ান ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ওই অনুষ্ঠানে যোগ প্রদর্শন করেন। এদিকে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দীঘায় সমুদ্র সৈকতে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশ নেন। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন, চুঁচুড়া কার্যালয়ের পক্ষ থেকে হুগলীর মগরায় আজ সকালে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে একটি যোগ শিবির এর আয়োজন করা হয়।

বলাগড়ের বিধায়ক তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন রাজনীতি তার জন্য নয়

বনস্পতি দে, বলাগড়, ২১ জুন ঃ রাজনীতিতে আবারও তিতিবিরক্ত বলাগড় এর তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী, এর আগেও বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। এবার দলের দেওয়া দু'টি পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক। হুগলি জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কমিটির পদ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ফেসবুকে পোস্ট করে সেই খবর জানিয়েছেন বিধায়ক নিজেই। সম্প্রতি, প্রার্থী তালিকা নিয়ে বলাগড়ে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর একটি মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বলাগড়ের ব্লক সভাপতি সেই সময় অভিযোগ করে বলেছিলেন যে, মনোরঞ্জনের বাড়ির পরিচারিকাকেও টিকিট দেওয়া হয়েছে। এরপর বিধায়ক ব্লক সভাপতির বিভিন্ন দুর্নীতির প্রসঙ্গ সামনে আনেন। বুধবার , ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন যে, দলের তরফ থেকে তাঁকে আরও দু'টি পদ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তিনি কোনটাই নেননি। এমনকী তিনি রাজনীতি করতে চান না বলেও জানিয়েছেন। তাঁর মতো মানুষের জন্য এই রাজনীতি নয়। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, তিনি যে চাকরি করতেন তার পেনশন ও গ্রাচুইটি কিছুই পাননি। পেনশন শুরু হলে বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা দেবেন বলে জানিয়েছেন মনোরঞ্জন। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও মনোরঞ্জন বিভিন্ন বিষয়ে মুখ খুলেছেন। নিয়োগ

দুর্নীতি মামলায় বলাগড়েরই এক নেতার বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন। এবার পদ ছাড়ার জন্য ফেসবুকে পোস্ট করলেন।বিধায়কের ইস্তফা প্রসঙ্গে হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁইন বলেন, আমরা ওনার লেখা চিঠি কিছু পাইনি। ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছেন শুধু। দলকে লিখিত কিছু জানাননি।কী কারণে ইস্তফা দিচ্ছেন জানা নেই। আমাকে ইস্তফা পত্র দিলে আমি দলকে সেটা পাঠিয়ে দেব। দল একটা নিয়মে চলে। ওনার উচিত দলের নিয়ম মেনে চলা। ওনার যদি কোনও অসুবিধা হয়,তাহলে আমাদের সাথে আলোচনা করুক। উনি এটাও বলেছেন উনি সাহিত্যিক মানুষ, রাজনীতি ওনার জন্য নয়। পেনশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কাগজপত্র ঠিক না থাকলে সমস্যা হয়। ইচ্ছা করে আটকে রাখার ব্যাপার নেই। মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলেন, আমি জেলা সভাপতির কাছে ৫০ বার গিয়েছিলাম। পদ নিয়ে কী করব যদি আমায় মর্যাদা না দেয়। সেই সময় যাঁরা আমায় জিতিয়েছিলেন আজ আমি তাঁদের টিকিট দেব না? এক সময় যাঁরা বিজেপির হয়ে কাজ করেছিল তাঁরা টিকিট পাবে আমি বসে দেখব? আমায় দলের তরফে ৬০ থেকে ৭০টি টিকিট দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো কারা পাবেন তাঁদের একটি তালিকাও তৈরি করি। মনোনয়নও জমা দেন তাঁরা। এইসবের পরও ব্লক সভাপতি অতিরিক্ত টিকিট কোথা থেকে পেল যে গোঁজ প্রার্থী ঢুকিয়ে দিল? পানের দোকানে টিকিট বিক্রি করল কীভাবে?

জয়নগরে ৪৪ জন নাম প্রত্যাহার হল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ মঙ্গলবার ছিলো মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। এদিন জয়নগর ২ নং ব্লকের ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম সভায় নাম প্রত্যাহারের সংখ্যা ছিলো- বাইশহাটা পঞ্চায়েতে মোট ৮ জন, বেলে দুর্গানগর পঞ্চায়েতে মোট ৬ জন, চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েতে মোট ১ জন, ফুটিগোদা পঞ্চায়েতে মোট ২ জন,গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতে মোট ৭ জন, মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েতে মোট ৬ জন, নলগোড়া পঞ্চায়েতে মোট ৩ জন,সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতে মোট ১১ জন। এদিন ব্লক নির্বাচন দপ্তর সূত্রে এই তথ্য জানা গেল।

গ্লোবাল সিটি চ্যালেঞ্জ লঞ্চ

২১ জুন ঃটয়োটা মোবিলিটি ফাউন্ডেশন, চ্যালেঞ্জ ওয়ার্কস এবং ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের সাথে অংশীদারিত্বে, বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা সহ শহরগুলিকে ভবিষ্যতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য ৯ মিলিয়ন ডলার গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ লঞ্চ করেছে। শহরগুলি বৃদ্ধি এবং বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে, নির্ভরযোগ্য, দক্ষ এবং অন্তর্ভুক্ত উপায়ে মানুষ এবং পণ্যগুলিকে স্থানান্তরিত করার চ্যালেঞ্জগুলি আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। একই সময়ে, পরিবহন মোড, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিসাইন, অপারেশনস, এনার্জি বিকল্পগুলি এবং সংযুক্ত ডেটা সিস্টেমে অগ্রগতি প্রয়োগ করার সুযোগগুলি আরও আশাব্যঞ্জক হয়ে গেছে। সাস্টেনেবল সিটিস চ্যালেঞ্জের লক্ষ্য হল চাকরি, শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিকে মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের জীবনকে উন্নত করা। এই মোবিলিটি সলিউশনগুলি বাস্তবায়নের জন্য শহর এবং উদ্ভাবকদের একত্রিত করবে যা কার্বন হ্রাস করতে পারে, অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করতে পারে এবং স্থিতিস্থাপক পরিবহন ব্যবস্থা তৈরি করতে ডেটা ব্যবহার করতে পারে। টয়োটা মোবিলিটি ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর অফ প্রোগ্রামস রায়ান ক্লেম বলেছেন,গত এক দশকে আমাদের অভিজ্ঞতা স্থানীয় শহর ।

বসিরহাটে তৃণমূল ও সিপিএম ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন একশত কর্মী

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২১ জুন ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট কাছাড়ি পাড়ায় কংগ্রেসের দলীয় কার্য্যালয়ে ভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রায় একশত কর্মী সমর্থক। এদিন হাসনাবাদ ব্লকের আমলানি পঞ্চায়েত ও ভেবিয়া পঞ্চায়েত থেকে তৃণমূল ও সিপিআইএমের কর্মী সমর্থকরা যোগ দেন কংগ্রেসে। তৃণমূলের দুর্নীতি, অবিচার, স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব সহ বিভিন্ন কারনে ও কংগ্রেসের নীতির প্রতি আস্থা রেখে প্রাক্তন বাম প্রধান সহ তৃণমূল ও সিপিআইএমের প্রায় একশত কর্মী সমর্থকের এই যোগদান জানান বসিরহাট জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অমিত মজুমদার। দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া সিপিএম নেতা প্রাক্তন প্রধান রেজাউল মোল্লা জানান, ভেবিয়া এলাকায় সিপিএমের সেই ভাবে সাংগঠনিক জোর না থাকায় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তিনি। দুর্নীতি গ্রস্থ প্রধানের হয়ে ভোট করা সম্ভব নয়, তাছাড়া স্বচ্ছ ভাবমুর্তি র ছেলেদের তৃণমূলে স্থান নেই, তাই কংগ্রেসে যোগদান এমনটাই জানান আব্দুল মান্নান মন্ডল।

ত্রিফলা আলোর মেইন্টেনেন্স এজেন্সিদের সঙ্গে বর্ষার আগেই এবার বৈঠকে বসল হাওড়া পুরসভা, দুর্ঘটনা এড়াতে নেওয়া হচ্ছে একগুচ্ছ পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুন ঃ ত্রিফলা আলোর মেইন্টেনেন্স এজেন্সিদের সঙ্গে বর্ষার আগেই এবার বৈঠকে বসল হাওড়া পুরসভা। দুর্ঘটনা এড়াতে নেওয়া হচ্ছে একগুচ্ছ পদক্ষেপ। শহরে ত্রিফলা আলোর বাতিস্তম্ভের খোলা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গত বছর দুর্ঘটনার পর এবার আগেভাগেই সতর্ক হল হাওড়া পুরসভা। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে পুরসভার তরফ থেকে হাওড়া পুর এলাকায় সমস্ত ত্রিফলা আলোর মেইন্টেনেন্স এজেন্সিদের সঙ্গে বর্ষার আগেই এবার বৈঠক করা হলো। যে সমস্ত এজেন্সি এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের নিয়ে এক জরুরী বৈঠক করা হয় বলে পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানান। বুধবার দুপুরে সুজয় বাবু এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, যাতে এবার বর্ষায় কোনওরকম দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্যই আগাম পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। আমরা সমস্ত এজেন্সিদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা কয়েকটি বিষয়ে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যেমন ত্রিফলা আলোয় যে আর্থিং থাকে সেটা ঠিকঠাক রয়েছে তারা দেখেছেন। কোনও খোলা তার ঝুলছে কিনা সেটাও তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন। ত্রিফলা আলোর যে লুপ বক্স থাকে সেটাও তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন। বাতিস্তম্ভের উপরে কোন অংশ খোলা রয়েছে কিনা সেইটি তারা নিশ্চিত করেছেন। এরকম বেশ কয়েকটি বিষয় তারা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করে পুরসভাকে রিপোর্ট দিয়েছেন। তাই এবার পুরসভা অনেক বেশি সতর্ক। সুজয় বাবু বলেন, আমরা জানিয়েছি যে যদি কেউ বেআইনিভাবে ত্রিফলা আলোর স্তম্ভ থেকে হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি করে তাহলে তৎক্ষণাৎ ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি বা কারও বিরুদ্ধে এজেন্সি সরাসরি এফআইআর করতে পারবে। সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং এই ব্যাপারে পুরসভার বিদ্যুৎ দপ্তর তাদের পাশে থেকে সর্বদা সাহায্য করবে। এছাড়াও একটি whatsapp গ্রুপ খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে এজেন্সির সঙ্গে পুরসভার বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের সবসময় যোগাযোগ থাকে। যাতে কোনও বিপদ ঘটলে বা সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মেসেজ পাঠানো যায়। এছাড়াও বর্ষায় জল জমলে সেই রাস্তায় ত্রিফলা আলো বন্ধ রাখা হবে। জল নেমে গেলেই লাইন পুনরায় চালু করে দেওয়া হবে। হাওড়া শহরে ৪,৮০০ এর মতো ত্রিফলা আলো রয়েছে। প্রথমেই প্রতিটি ত্রিফলা আলোর উপরের অংশটা ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। যাতে বৃষ্টির জল ত্রিফলা আলোর স্তম্ভে ঢুকতে না পারে। বিদ্যুতের কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে ত্রিফলা আলোর বাতিস্তম্ভগুলি মুড়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হাওড়া পুরসভার সামনের রাস্তা এম জি রোডের ত্রিফলা বাতিস্তম্ভে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৈঠকে এজেন্সিগুলিকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি ত্রিফলা আলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। কোনও জায়গায় যেন বিদ্যুতের তার না বেরিয়ে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সমস্ত ডিপি বাক্সগুলি ঢেকে দিতে হবে। এছাড়াও ত্রিফলা আলোর খুঁটিতে অনুমতি ছাড়া অন্য কোনও তার জড়ানো থাকলে তৎক্ষণাৎ তা কেটে দিতে হবে। এই ব্যাপারে শহরবাসীকেও সচেতন থাকতে হবে। কোথাও কোনও ত্রিফলা আলোর সমস্যা থাকলে তৎক্ষণাৎ তা পুরনিগমের নজরে আনতে অনুরোধ করা হয়েছে।এদিন সুজয় বাবু অন্য প্রসঙ্গে বলেন, হাওড়ার বেলগাছিয়ায় যে ভাগাড় সংলগ্ন যে খালটি রয়েছে খালের সামনে দিয়েই আমাদের পুরসভার একটি জলের পাইপ লাইন গিয়েছে। যেখান দিয়ে বেলগাছিয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জল সরবরাহ হয়। যদি কখনো বর্ষায় ধস নামে তাহলে সেখানে পানীয় জলের সমস্যা হয়ে যাবে। এই কারণেই আমরা সেখানে একটি নতুন পাইপ লাইনের কাজ করছি। আমরা জানি বেনারস রোড দিয়ে যেহেতু প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন তাই সেখানে কাজ হওয়ার ফলে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই কাজ শেষ করতে। আমরা সেই পুরনো কথাতেই বিশ্বাস করি, today's pain, tomorrows gain. সুতরাং এই কাজ শেষ হলে যখন জলের সাপ্লাই আরও ভালো হবে তখন আগামী দিনে মানুষের আর জলের সমস্যা থাকবে না।

উলুবেড়িয়া আশা ভবন সেন্টারের হোমে বিশ্ব যোগা দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২১ জুন ঃ আজকে ২১জুন অর্থাৎ বিশ্ব যোগা দিবস,সেই উপলক্ষ্যে উলুবেড়িয়া আশা ভবন সেন্টারের হোম প্রাঙ্গণের খেলার মাঠে এই দিনটি বিশেষ ভাবে পালন করা হয়,আশা ভবন সেন্টারের হোমের আবাসিকারা,আশা ভবন সেন্টারের ওপেন শেল্টারের ছাত্রীরা এবং আশা ভবন সেন্টারের সকল কর্মচারীরা সকলেই যোগাতে অংশগ্রহণ করেন ওদের সকলকে সহযোগিতা করেন আশা ভবন সেন্টারের যোগার প্রশিক্ষিকা ঋতুব্রিতা মহাপাত্র। আশা ভবন সেন্টারের হোম সুপার অরুনিমা জাশু বলেনশুধু আজকে যোগা দিবস বলেই যে আমরা যোগা করছি তা নয় আমরা আমাদের হোমের আবাসিকাদের নিয়মিত যোগা প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। আর এক ইউনিটের হোম সুপার কৌসুমী ঘোষ বলেনসকল মানুষের উচিৎ নিয়মিতভাবে যোগা করা কারণ যোগাতে মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্য উভয় ভালো থাকে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২০২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ আষাঢ়, ১৪৩০

বিশ্ব যোগ ও সঙ্গীত দিবস

সম্পাদকীয়

বিশ্ব সঙ্গীত দিবস এবং আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবারে একই দিনে পড়ে গিয়েছে। ফলে সবাইকে এখন যোগাভ্যাস করার পাশাপাশি সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করতে হচ্ছে। যারা শরীর চর্চা করে থাকে তারা আজকে দিনে সকাল বেলায় মাঠে গিয়ে যোগাভ্যাস করেছে। যোগ যে শরীর চর্চার একটি বড় অংশ সেটা প্রমাণিত। তবে ভারতীয় যোগকে আন্তর্জাতিক দরবারে নিয়ে গিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি রোজ সকাল বেলায় যোগ চর্চা করে থাকেন। এবারে রাষ্ট্রপুঞ্জ এর সদর দফতর থেকে তিনি সারা বিশ্বকে যোগ দেখালেন। যোগ সাধনার সঙ্গে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যোগ রয়েছে। কোন যোগে কখ ন নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে আর তখন ত্যাগ করতে হবে তা জানার কুবই প্রয়োজন। প্রতিটি যোগের আলাদা রকমের নিঃশ্বাস গ্রহণ করা এবং ত্যাগ করার ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতীয় যোগ আন্তর্জাতিক দরবারে প্রশংসা অর্জন করেছে। ভারতে যোগ সাধনাকে নিয়ে এসেছিলেন ভারতীয় বৌদ্ধ এবং বৈদিক সভ্যতার মানুষেরা। আগেকার দিনে মুনি ঋষিরা যোগ চর্চা করতেন। যোগ চর্চা করে তারা দীর্ঘজীবন লাভ করতেন। যোগ চর্চা করলে শরীর এবং মন সংযত থাকে। লোভ কাম ক্রোধ এবং রিপু থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। যোগ চর্চা করে শরীরকে যেমন ব্যাধি মুক্ত করা সম্ভব আবার সঙ্গীত চর্চা করে পরিবেশকে সৌন্দর্যময় করে তোলা সম্ভব। আগেকার দিনে যখন কোনও পুজার আয়োজন ছিল না তখন সঙ্গীত গেয়ে ঈশ্বরের সাধনা করা হতো। তখন কোনও মন্ত্র ছিল না। পরে মন্ত্র এসে উপস্থিত হয়েছে। রামায়ণ মহাকাব্য হলেও আগে এই মহাকাব্য সঙ্গীত আকারে গাওয়া হতো। গ্রামেগঞ্জে তখন রামায়ণ গান গাওয়া হতো। এই সব রামায়ণ গান বেশ জনপ্রিয় ছিল। মহাভারতের বহু কাহিনী গান আকারে প্রকাশ করা হতো। বাংলার সেরা সঙ্গীত সম্পদ হচ্ছে শ্যামা সঙ্গীত। এছাড়া রয়েছে বিষ্ণুপুরী ঘরানার সঙ্গীত। যদুভট্ট এই সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। আজও বিষ্ণুপুরে রাসের মেলাতে এই সব ঘরানার গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে। ভারতের প্রতি রাজ্যে গানের ধারা একেবারে ভিন্ন বলা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতের গানের সঙ্গে উত্তর ভারতের গানের সুরের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতে বহু গানের ধারা প্রচলিত। এই ধারা আজও বহাল রয়েছে। বহু গান আবার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই সব গান আর আর গাওয়া হয় না। যেমন হাফ আখড়াই। কবিগান গান বলতে গেলে উঠে গিয়েছে। যদি কোথাও কোথাও কখনো মধ্যে কবিগান হয়। তবে সেই আগেকার মতো কবিগান আর নেই। ভোলা ময়রা, হারু ঠাকুর এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি আর নেই। তারা প্রয়াত হওয়ার পর আর কেউ কবিগান নিয়ে চর্চা করে না। বাংলায় বৈঠকি গান ছিল। সেই বৈঠকি গান পরিবেশন করতেন রাম কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রয়াত হওয়ার পরে তাঁর পুত্র যদিও বৈঠকি গান পরিবেশন করেন কিন্তু তাঁর পিতার মতো খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। বাংলার শ্যামা সঙ্গীত সবচেয়ে বেশি নাম করেছিলেন কাজি নজরুল। তিনি নিজে শ্যামা সঙ্গীত লিখ তেন আবার গান গাইতেন। সুর তিনি নিজেই দিতেন। রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা সঙ্গীত বাংলায় বিখ্যাত। তাঁর গান গেয়ে নাম করেছিলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

বিপদের মুখে বড় শহর

উপকূলবর্তী জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে আশঙ্কাজনক পূর্বাভাষে চিন্তা কপালে ভাঁজ ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের উপকূলবর্তী শহরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহরগুলি হল কোচি, চেন্নাই, মেঙ্গালেরু, তিরুঅনন্তপুরম সহ বেশ কয়েকটি শহর। এদিকে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। বিপদ যাতে কিছুটা হলেও এড়ানো যেতে পারে তার জন্য জরুরী বৈঠক ডেকেছেন তিনি। গুতেরেস বলেছেন, ডব্লুএমও যে বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ১.৫ কমিয়ে আনলেও সমুদ্রপৃষ্ঠে জলস্তর কমিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবুও প্রতি পদে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। এবারে জ্বালানির ওপরে নির্ভরশীল দেশগুলিকে বলা হচ্ছে সৌরশক্তিকে বেশি করে ব্যবহার করা যাতে জ্বালানি ব্যবহার কম হতে পারে। জ্বালানিকে ব্যবহার কমিয়ে নিয়ে এসে সৌরশক্তির ব্যবহারের দিকে নজর বেশি করে দিতে হবে। আগামি দিনের পেট্রো পণ্যের ওপরে ব্যবহার কমিয়ে ফেলতে হবে। ব্যাটারি চালিত মোটর গাড়ি থেকে শুরু করে ফ্রিজ এবং রেফ্রিজেটর ওয়ারকন্ডিশন এর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করলে গেলে বনজঙ্গল কেটে সাফ করা চলবে না। নদীতে বাঁধ দেওয়ার আগে চিন্তা করতে হবে নদীর স্বাভাবিক চলার গতি যাতে বাধা প্রাপ্ত না হতে পারে। যেসব নদীতে পলি পড়তে শুরু করে দিয়েছে সেগুলিকে পরিস্কার করা এবং নদী পথের চলাচলকে স্বাভাবিক রাখা। কংক্রিট ঘর বাড়ি নির্মাণ করার আগে কতখানি বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে তার পর্যালোচনা করা। বহুতল বাড়ি তৈরি করা থেকে বিরত থাকা। পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে যা যা করণীয় তাই আগে তৈরি করতে হবে। তারপরে চলতে থকবে নগরোন্নয়ন। পরিবেশকে বিপন্ন করে শহর গড়ে তোলা মানেই হল মরণকে ডেকে আনা। শুধু নিজের নয়, গোটা শহরবাসীদের ।জলবায়ুর পরিবর্তনে মুম্বই, কলকাতা এবং নিউ ইর্য়ক নিরাপদে নেই তার পূর্বাভাষ দিতে শুরু করেছে দ্য ওয়ার্ল্ড মেটিয়োরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লুএমও) ।তারা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে ধীরে ধীরে জলের তলায় মিলিযে যেতে পারে নিউ ইর্য়ক, কলকাতা এবং মুম্বই কলকাতা। কলকাতা মাত্র পাঁচ বা চার ফুট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা রয়েছে মুম্বইয়ের শহরের। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলে গ্লোবাল সি লেভেল রাইজ অ্যাড ইটস এমপিক্লেশন নামে একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে হিমবাহগুলির আয়তন আশাতীতভাবে দ্রুত কমতে শুরু করে দিয়েছে যা ভবিষ্যতের জন্য বিরাট বিপদ ডেকে আনছে। কারণ এর সঙ্গে সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করে দিয়েছে ব্যাঙ্কক, ঢাকা, জার্কাতা, লাগোস, কায়রো, নিউ ইর্য়ক, লস আঞ্জেলেস, কোপেনহেগেন, মুম্বই এবং মাপুতোর মধ্যে উপকূলবর্তী শহরগুলি। সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

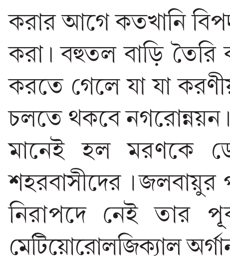

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি ।।।।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। শক্তিকে গ্রহণ করে কোনও পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ধর্মের জয়ী সব সময়ে। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে।

বিশ্ব সঙ্গীত দিবস ঃ সুরকার পরিচালক সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

(বিশ্ব সঙ্গীত দিবস। ভারতের বহু খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী রয়েছেন। তাঁদেরকে নিয়ে আলোচনা করার মতো বিস্তৃত পরিসর নেই। সেই কারণে বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গীতের দিক নিয়ে শুধু আলোচনা করা হল)

সত্যজিৎ রায় শুধু ছবি নির্মাণ করতেন না।ছবি মধ্যে প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সুর সৃষ্টি করতেন। আবার প্রয়োজন হলে ভারত বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে এসে তাঁর ছবিতে সঙ্গীত সংযোজন করতেন। বহু খ্যাতনামা শিল্পীর গান ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করতেন। তিনি যেমন দক্ষ চিত্রশিল্পী যেমন ছিলেন, পাশাপাশি আবার তিনি ছিলেন দক্ষ সুরকারও। তাঁর পরিচালিত বহু চলচ্চিত্রে তিনি যেমন স্বয়ং নিজে সুর দিয়েছেন পাশাপাশি আবার সুরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন কীভাবে এবং কোন ধরনের সুর তৈরি করতে হবে। এই গুণটা পেয়েছিলেন তিনি যখন শিশু ছিলেন। তখন তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বেহালা বাজাতেন। শুধু বেহালা তিনি বাজাতেন না তা নয়, তানপুরাও তিনি বাজাতে পারতেন। তবলাও ভালো বাজাতেন পারতেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ঠাকুরদার যন্ত্র সঙ্গীতের গুণটা পেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। ছোটবেলা থেকে ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোরে যন্ত্রগুলোর ওপরে একটি প্রবল আগ্রহ ছিল। উপেন্দ্র কিশোর প্রেসের কাজ করে যখন সময় পেতেন সন্ধ্যা বেলায় তিনি সঙ্গীতের চর্চা করতেন। শিশু সত্যজিৎ রায় ঠাকুরদার পাশে বসে সেই সব যন্ত্র সঙ্গীতের সুর শুনতেন এবং তা মনের গভীরে গ্রথিত করে রাখতেন। শিশুরা যা একবার দেখে এবং শোনে তা চিরকাল ধরে মনে রাখে। সেটা ভুলে যায় না। সেই কারণে পরিণত বয়সে ঠাকুরদার কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা ছবি তৈরি করতে কাজে আসে। সত্যজিৎ রায়ের বেশির ভাগ চলচ্চিত্রে কোন স্থানে কীভাবে যন্ত্র সঙ্গীতকে ব্যবহার করতে হবে তারও নির্দেশ তিনি দিতেন। তিনি স্বয়ং বেহালা থেকে শুরু পিয়ানো পর্যন্ত বাজাতে পারতেন। এমনকী ভালো তবলা বাদক ছিলেন। অবাক হয়ে যাই একজন ব্যক্তির পক্ষে এতগুলো বিষয়ে দক্ষতা কীভাবে এলো। তিনি কীভাবে সেগুলোকে গ্রহণ করে মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছিলেন। বিশ্ব মানের চলচ্চিত্র পরিচালক হতে গেলে শুধু ছবি নির্মাণ করলেও চলবে না তাকে সত্যজিৎ রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে হবে। সত্যজিৎ রায় ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন। সেই কারণে তাঁর চলচ্চিত্র অমর অক্ষয় হয়ে রয়েছে। একনও এখনও 'পথের পাঁচালি' সুপারহিট। দর্শকেরা বলেন, বহুবার পথের পাঁচালি দেখেছি। যত দেখি ততই নতুন মনে হয়। এখানে সত্যতিৎ রায়ের সার্থকতা। সুরকার হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের দক্ষতার কথা বলতে গেলেই তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষা জীবনের কথা এসে পড়বে। তখন কবিগুরু সব ছাত্রদের সব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা শুধু আঁকা শিখবে, গান শিখবে না, লিখতে শিখবে না সেটা কখনও হয় না। কবিরুগু তখন সব ছাত্রদের ডেকে নিয়ে এসে তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাওয়াতেন। সাহিত্য রচনা করা শেখাতেন। সত্যজিৎ রায় সেই কারণে তিনি একাধারে অন্যতম সেরা সাহিত্যিক , চিত্রশিল্পী, পরিচালক এবং সুরকার হতে পেরেছেন। একটি ছবিকে পুর্ণতা দেওয়ার জন্য একজন দক্ষ পরিচালকের যেসব গুণ থাকা দরকার তা কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে ছিল। তিনি সেগুলোকে প্রয়োগ করেছেন তাঁর ছবি নির্মাণ কালে। 'পথের পাঁচালি' ছবিতে সুরকার ছিলেন রবিশঙ্কর। তিনি রবিশঙ্করের হাতে তুলে দিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালি'র প্রতিটি দৃশ্যের জন্য সুর সৃষ্টি করতে। কিন্তু তিনি নেপথ্যে থেকে রবিশঙ্করকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনও সুর কোথায়

কতখানি প্রয়োগ করতে হবে এবং কী ধরনের সুর সৃষ্টি করতে হবে। রবিশঙ্কর তাঁর একক প্রতিভাবলে কিন্তু পথের পাঁচালিতে সুর সৃষ্টি করলেও সেগুলোর খানিকটা রদলবদল ঘটিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশে রবিশঙ্কর সেইভাবে সুর সৃষ্টি করেছিলেন। সুরে কোথাও যদি বেচাল হতো সঙ্গে সঙ্গে সত্যজিৎ রায় তা ধরে ফেলতেন এবং শিল্পীকে সঠিক নির্দেশ দিতেন সুরটিকে ঠিকভাবে পরিবেশন করতে। কবিগুরুই সত্যজিৎ রায়ের প্রকৃত শিক্ষক। কবিগুরুকে শিক্ষক হিসাবে পেয়ে তিনি চিরকালের জন্য জগৎ শ্রেষ্ঠ হতে পেরেছেন। সাহিত্যে, সঙ্গীতে এমনকী চিত্রশিল্পীতে কবিগুরু বিকল্প যেমন আজও দেখতে পাওয়া যায় না ঠিক তেমনি চলচ্চিত্র জগত থেকে শুরু করে সঙ্গীত সুর ও সহিত্য সৃষ্টিতে সত্যজিৎ রায়ের বিকল্প এখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু সত্যজিৎ রায় নিজেকে চলচ্চিত্রকার হিসাবে প্রকাশ করতে বহু সময় নিয়েছেন। আগে নিজেকে তিলে তিলে তৈরি করেছেন। নিজেকে গড়েছেন। তারপরে তিনি ছবি নির্মাণ করতে নেমেছেন। যার ফলে আজকে তাঁর ছবি আন্তর্জাতিক মানের হতে পেরেছে। 'সোনার কেল্লা', 'হীরক রাজার দেশে' এবং 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবি গুলির কথা ধরা যাক। সংক্ষেপে 'গুগাবাঘা' তিনি ভুতের দৃশ্য গ্রহণকালে যে ধরনের সুর সৃষ্টি করে গিয়েছেন তা বলতে গেলে অনবদ্য। এমনকী এই ছবিতে তিনি গানগুলোর সরও সৃষ্টি করেছেন। 'দেখ রে নয়ন মেলে, ওরে বাবা দেখো চেয়ে, এক যে ছিল রাজা, ও মন্ত্রীমশাই, ভুতের রাজা দিলবর, মহারাজা তোমারে সেলাম, পায়ে পড়ি বাঘমামা ইত্যাদি গানগুলোর সুর সৃষ্টি করেছেন সত্যজিৎ রায়। তিনি ৩৬টি ছবি নির্মাণ করেছিলেন। প্রায় প্রতিটি ছবিতে সত্যজিৎ রায় কোনও না কোনও ভাবে নিজের সুরকে প্রয়োগ করেছেন। বিশেষ করে যন্ত্র সঙ্গীতের সুরকে। ছবির দৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তিনি সুর সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন। দক্ষতা দেখিয়েছেন কীভাবে ছবি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে সুর সৃষ্টি মধ্যে দিয়ে। চলচ্চিত্রে সুর হচ্ছে একটি অন্যতম অপিহার্য অংশ। একে বাদ দিয়ে ছবি নির্মাণ করা একেবারে অসম্ভব। লণ্ডনে থাকার সময়ে ১৯৪৮ সালে ভিত্তোরিও ডি সিকার পরিচালিত 'দ্য বাই সাইকেল থিবস' ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বাংলায় ছবি করবেন। তিনি চার্লি চ্যাপলিনের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি অক্সফোর্ড থেকে সম্মানিত ডক্টরেট লাভ করেন।

'সিকিম' ছবিতে তিনি যন্ত্র সুরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে স্থানীয় সুরের একটি মেলবন্ধন রত্মেয়ছে সেখানে। সেই কারণে ছবির প্রতিটি দৃশ্যগ্রহণ প্রাণবন্ত হয়েছে এবং দর্শকদের বারবার ছবিটাকে দেখতে ছুটে গিয়েছে। ছোটদের জন্য তৈরি করা প্রতিটি ছবিতে তিনি স্বয়ং যন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে সুর সৃষ্টি করেছেন দৃশ্যগ্রহণেরে সঙ্গে সামনযস্য রেখেছেন। সত্যজিৎ রায় যেখ ানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সোনা ফসল ফলিয়েছেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি নতুন সৃষ্টির পথিক। তাঁকে আবিস্কারক বলা যেতে পারে। ছবির মধ্যে দিয়ে নতুনত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সত্যজিৎ রায়ের মূল লক্ষ্য। ছবি মধ্যে সত্যের আবিস্কার করাই ছিল সত্যজিৎ রায়ের আদর্শ। 'জলসা ঘর' ছবিতে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ সুর দেন এই ছবিতে। কী ধরনের সুর দিতে হবে তা নিয়ে ওস্তাদজীর সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর নির্মিত ছবিতে বহু সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সত্যজিৎ রায়। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' বইয়ের প্রচ্ছদ করেছিলেন। পিতা সুকুমার রায়ের বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি অঙ্কিত করেন। 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'সুকুমার রায়' এবং 'ইনার আই' তথ্যচিত্রেও তিনি নিজের তৈরি করা যন্ত্র সঙ্গীতের সুরকে ব্যবহার করেছেন। জীবনের প্রতিটি পদে পদে ঠাকুরদা, পিতা এবং কবিগুরুকে অনুসরণ করেছেন যার ফলে তিনি বিশ্ববন্দিত হন। তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আজকে যুগের শান্তিনিকেতন নয়। আশ্রমিক শান্তিনিকেতন। তখনও কবিগুরু তখন শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ। শান্তিনিকেতনের প্রতিটি ছাত্র সব দিক দিয়ে যাতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার দিকে বিশেষ নজর দিতেন। কোথাও শিক্ষার কোনও খুঁত থাকলে তিনি সংশোধন করার চেষ্টা করতেন। আশ্রমিক শিক্ষা গ্রহণকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রার্থনাসভায় অংশ গ্রহণ করতেন। কবিগুরু সঙ্গীতাসারে সবার নিমন্ত্রণ থাকতো। সেখানে যেমন ছাত্ররা উপস্থিত হতো পাশাপাশি সেখানকার শিক্ষকেরাও উপস্থিত থাকতেন এবং সবাই সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছেন সত্যজিৎ রায়। সেই কারণে সত্যজিৎ রায় সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে নিজেকে পরিচিত করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এটা শুধু ভারতের গর্ব নয়। এটা আবার শান্তিনিকেতনের গর্বও বলা যেতে পারে। বিশ্ব সঙ্গীত দিবস হিসাবে আমাদের দেশে বহু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ভারতীয় সঙ্গীতে সম্পদ সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের নামকে আমাদের একবার এই দিনে স্মরণ করা উচিত। ভারতের সঙ্গীতের ইতিহাস মহাভারতের চেয়ে বিশাল। সকলের নাম আলাদা করে উল্লেখ করা সম্ভব হল না। তবে যে সব শিল্পীরা ভারতীয় সঙ্গীত জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি আমাদের থাকলো অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা।

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কয়েকটি রথের কথা

মাহেশের রথের সূচনা করেছিলেন ১৩০০ সালে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারি। তারপর থেকেই এই রথ প্রতি বছর বের হয়। বাংলার বিখ্যাত রথ এটি। পুরীর রথের পরই বাংলার মহেশের রথের বেশ খ্যাতি রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই রথ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এই রথতে কেন্দ্র করে তাঁর উপন্যাসে একটি চরিত্র রচনা করেছিলেন। রাধারানী মহেশের রথে ফুলে মালা বিক্রি করতে এসেছিল। তখ ন রথের দিন বৃষ্টি হতো। সেই বৃষ্টি মধ্যে ভিজে রাধারানী ফুলের মালা বিক্রি করছিলেন। শ্রীরামপুরের এই রথ দেখতে বহু বিদেশিরা এখ ানে উপস্থিত হন। চৈতন্যদেবও এই রথ দেখেছিলেন। তিনি এই রথের রশি টেনেও ছিলেন। তিনি এই অঞ্চলকে 'নব নীলাচল' বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন। ১২৫ টন ওজনের ৫০ ফুট উচ্চতা। রথটির চূড়ায় নীলকণ্ঠ পাখি বসে থাকে বলে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। পুরীতে রথ শুরু হলে এই নীলকণ্ঠ পাখিটি পুরীর দিকে রওনা হয়। আর তখনই মাহেশের ৬ চূড়া ও ১২টি লোহার চাকার রশিতে টান পড়ে। এ বছর ৬২৭ তম মাহেশের রথযাত্রা। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদানন্দ গুপ্তিপাড়ার শুরু করেছিলেন। এই রথের সূচনাকালেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ৫২টিপদের ৪০ কুইন্টাল রান্না লুট হয়ে যায়। এই লুণ্ঠিত খাদ্য সবার মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। এই রকম ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা ভারতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। গুপ্তিপাড়ার রথকে 'বৃন্দাবন জিউ' এর রথ বলা হয়ে থাকে। কলকাতার পরেই হুগলি হচ্ছে রথের অঞ্চল। হুগলি জেলার রাজবলহাটের রথযাত্রার বৈশিষ্ট হল জগন্নাথ, বলরাম সুভ্রতার বিগ্রহের বদলে রথে রাধাকৃষ্ণ ও গৌর নিতাই প্রতিষ্ঠিত। রথের বারোটি চাকা রযেছে। লোহার শিকল দিয়ে টানা হয়। ১৭৭৬ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজবাড়ির রানি জানকী দেবী রথযাত্রার সুচনা করেন। এই রথকে ঘিরে মেলা ও উৎসব শুরু হয়। প্রথমে রথের উচ্চতা ছিল ৬ ফুট। রথটি তৈরি করতে তখন ব্যয় হয়েছিল ৬৪ হাজার টাকা। পরে রথটির সংস্কার করা হয়েছিল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর কাঁঠালপাড়াতে রথকে দেখতে পাওয়া যায়। এই রথটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর

দাদা। রথটি নির্মাণ তাঁর দাদা নির্মাণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র রথ উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন। রথটি তৈরি করে মা দুর্গাসুন্দরীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। পরে এই রথকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমের রথ নামে খ্যাতি লাভ করে। আজও কাঁঠালপাড়ায় এই রথযাত্রাকে ঘিরে বিরাট মেলা বসে। বর্ধমান জেলার আমাদপরের রথও বিখ্যাত। সেখানকার চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাসিন্দারাও রথযাত্রায় সামিল হয়ে থাকে। চৌধুরীদের গৃহদেবতা রাধামাধব। রাধামাধবকে পুজো করে নেওয়ার পরে তাঁকে রথে চাপিয়ে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করানো হয়। এবার এই দিন থেকে চৌধুরীর বাড়ির দুর্গাপুজোর প্রতিমা কাঠামোর পুজো হয়ে থাকে। ১৭৭৪ সালে চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জে রথযাত্রার সূচনা হয়। যাদবেন্দ্রনাথ ঘোষ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন। চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জ থেকে বের হয়ে তালডাঙায় মাসির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন প্রভু জগন্নাথ। রথকে ঘিরে মেলাও বসে। যদুবাবুর রথ নামেই পরিচিত চন্দননগরের এই উৎসবটি। হুগলির দশঘড়াতে শুরুতেই ছিল তিনটি রথ। উড়িশার কর্ণপুরের দেবকিশোরী রাজবংশের উত্তরসূরি সদানন্দদেব দ্বাদশ শতকে এই রথের সূচনা করেন। একাধিকবার এই রথ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। রথকে ঘিরে বহু মামলাও হয়েছিল। পরে বিশ্বাস পরিবারের উদ্যোগে এই রথ কিছুটা হলেও ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। ডানকুনি গরলগাছার রথের শুরু করেছিলেন সেখানকার মুখোপাধ্যায় পরিবার। মুখার্জি পরিবারের দুর্গা পুজো যেমন ধুমধাম করে পুজো হয়ে থাকে রথযাত্রায় সেই রকম ধুমধাম করে পালন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। উৎসবকে কেন্দ্র করে সাতদিন ধরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কলকাতায় একন ইসকন রথযাত্রা নাম করতে শুরু করেছে। বহু বিদেশি ভক্তরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। মুখ্যমন্ত্রী এই রথের সুচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। উল্টোরথ পর্যন্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ইসকনের রথটি থাকে। নবদ্বীপ থেকেও বহু প্রাচীন রথ বের হয়। সেখানে বহু রথের মধ্যে প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে চৈতন্যদেব থাকেন। নবদ্বীপ বাসিন্দাদের কাছে রথ যাত্রা এদকি বিশেষ উৎসব হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। তার কারণ নবদ্বীপের বাসিন্দা পণ্ডিত চৈতন্যদেব স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ দেবের ভক্ত ছিলেন। ইসকনের প্রধান মন্দির হচ্ছে নবদ্বীপে। বহু ভক্তরা এটাকে নয়া নবদ্বীপ হলে গ্রহণ করে থাকে। নবদ্বীপ একন দুইভাগে বিভক্ত। প্রাচীন নবদ্বীপ এবং নয়া নবদ্বীপ। প্রাচীন নবদ্বীপ বাসিন্দারা আবার ইসকনের রথকে মান্যতা দিতে রাজি নয়। তারা বলে নবদ্বীপ বলতে একটাই। দ্বিতীয় কোনও নবদ্বীপ থাকতে পারে না। তবে এটা সত্য যে চৈতন্যদেবকে আন্তর্জাতিক দরবারে নিয়ে গিয়েছে ইসকন। সারা বিশ্ব জুড়ে ইসকনের শাখা অফিস এবং মন্দির রয়েছে।

মনটা তৈরি করে আসি

(পূর্বের অংশের পর) লঙ্কা চোখে ছানি পড়ল, ঝাপসা হয়ে উঠলো চারিদিক। অনেক চেষ্টা করে ঝাউবনের দিকে দৃষ্টি ঘোরালাম, কিন্তু দীঘায় ঝাউবন কই? ওদিকে কাকু হাঁটু মুড়ে, কাকিমার দিকে ক্যামেরা তাক করে পজিশনে। কাকিমার ইনস্ট্রাকশন ভেসে এল,'ফোনটা নিচু করে ধরবে। পথমে আমার পায়ের গড়ালিগুলান তুলবে, দিয়ে অমন করেই ধরে রাখবে, আমি দুরে সরে সরে যাব, তুমি কিন্তু লড়বেনি, দিয়ে আমি আবার কাছে সরে সরে এসব। বুইলে?'শুরু হল নতুন এক অধ্যায়। এ ঢেউয়ের কাছে সমুদ্রের ঢেউও তুচ্ছ।পরবর্তী প্রায় আঠারো মিনিট ধরে নানা রকমের নৃত্যগীত পরিবেশিত হল। কখনও ভদ্রমহিলা ময়ূর হয়ে উঠছেন, ক্যামেরা কে পিছনে রেখে পশ্চাদ্দেশ তথা পুচ্ছ নাচাতে নাচাতে সামনে পিছনে পিছনে সামনে নির্দিষ্ট ছন্দে চলন গমন করলেন। পরক্ষনেই কোমর পর্যন্ত সর্বাঙ্গ স্থির রেখে শুধু উর্ধাঙ্গের অস্থির আঃেদালন। কখনও এস আকৃতি হয়ে ঢেউয়ের তালে গড়িয়ে পড়ছেন, কখনও ডব্লু আকারে খিলখিলিয়ে উঠছেন। ৩০ সেকেন্ড করে ভিডিও হচ্ছে, ফিরে এসে কাকুকে ধমকাচ্ছেন,'ক্যানে, ফনটা সজা করে ধরে রাখতে পাচ্চনি? কিছুই শিখনি নাকি? বুড়া হয়ে মত্তে যাচ্চ এখনও ভিডিও কত্তে পাচ্চনি?'ভদ্রলোক হ্যান্ডব্যাগ থেকে ইনহেলার বের করে ডজনখানেক পাম্প নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করলেন। ভদ্রমহিলা মোবাইলের লেন্স কে সামনে রেখে ঘর মোছার স্টাইলে হাতের তালু ঘোরাতে রইলেন। আবার পাঁই করে এক ঘাড় থেকে আরেক ঘাড়ে চুলগুলো ঘুরিয়ে নিয়ে ঠোঁট কামড়ে ঘাড় নাচিয়ে হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে হেসে উঠলেন। কখনও দুটো হাত বাড়িয়ে যেন জড়িয়ে ধরতে চায় এমন পোজে ছুটে ছুটে কাকুর দিকে এগিয়ে, আবার মুহুর্তের মধ্যে স্যাট করে ঘুরে গিয়ে পিছন দেখাতে দেখাতে পিছিয়ে যাচ্ছেন। মোটামুটি চোখের সামনে করিণা করিশ্মা জুহি কাজল থেকে শুরু করে হালের উরফি পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সভয়ে উঠে দাঁড়ালাম, সেই দ্বিতীয় ভদ্রমহিলাকে ক্রশ করে আরও দুটো পিলার পেরিয়ে টেনশন নিয়ে বসলাম।ওদিকে ভদ্রমহিলার সমুদ্র নাচ শেষ, এবার বালি নাচ শুরু। ভদ্রলোক সমুদ্রকে বাম দিকে রেখে মোবাইল ধরে দাঁড়িয়ে, ভদ্রমহিলা হাঁটু মুড়ে বসে ভেজা বালিগুলো হাওয়ায় ওড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছেন। দু তিনটে ভিডিওর পর ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে কিছু একটা ইঙ্গিত করলেন, ভদ্রমহিলা দ্বিতীয় ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে কিছু বললেন। কথাবার্তা শুনতে পাইনি, তবে দেখলাম দ্বিতীয় ভদ্রমহিলা চোখে মুখে প্রচন্ড বিরক্তির ভাব নিয়ে আমার পাশের পিলারে এসে বসলেন। যতটুকু বুঝতে পারলাম, মনে হয় ভিডিও তোলার সময় দ্বিতীয় ভদ্রমহিলা লেন্সে চলে আসছিলেন, তাই তাঁকে সরে যেতে অনুরোধ করেছেন কাকিমা।এদিকে ঢেউ বালি অতিক্রম করে পিলার ছুঁতে চায়। একদম ধারের পিলারগুলো ফেলে আরও দু তিনটে ধাপ ওপরে উঠে আসি, সেই দ্বিতীয় ভদ্রমহিলাও। ওদিকে কাকু কাকিমা নৃত্যে অবিচল। ইতিমধ্যে আমি মল্লিকা শেরওয়াত, মালাইকা সহ শ্রাবন্তি শুভশ্রীও দেখে ফেলেছি। কিন্তু ঢেউ ক্রমশ মাত্রা ছাড়াচ্ছে, বাধ্য হয়ে দুজনে আমাদের কাছাকাছি উঠে এলেন। কাকু ইনহেলারের চারনম্বর পাম্প কমপ্লিট করে মোবাইল নিয়ে রেডি, কাকিমা একটা নাচ করেই আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

হেরিটেজ

অরবিন্দ এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম নেতা বিপ্লবী অরবিন্দ এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭২ সালে। পিতার নাম ছিল কৃষ্ণধন ঘোষ। তিনি সরকারি সার্জন এবং ব্রাহ্ম সমাজের সমর্থক ছিলেন। অরবিন্দের মাতার নাম ছিল স্বর্ণলতা দেবী। অরবিন্দরা তিন ভাই এদের নাম যথাক্রম বিনয়ভূষণ, মনমোহন এবং বারীন্দ্র কুমার। তাঁর বোনের নাম ছিল সরোজিনী। ১৮৭৯ সালে পরো পরিরাবটি বিলাতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। সেখানেই অরবিন্দ শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। তবে তার আগে তিনি দার্জিলিং এর একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি হন। লণ্ডনে অরবিন্দ যেখানে বসবাস করতেন সেটাও ব্রিটিশ সরকার ব্লু প্লাক বসিয়ে হেরিটেজ আখ্যা দিয়েছে। লণ্ডনে ৪৯ সেন্ট স্টিফেন্স অভিনিউতে অবস্থিত একটি বাড়িতে বসবাস করতেন অরবিন্দ। পরে ভারতের ফিরে এসে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। অরবিন্দ কলকাতায় এসে থাকার সময়ে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে বসবাস না করে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। তারপরে তিনি গ্রে স্ট্রিটে বসবাস করেন। ১৯০৮ সালে তাঁকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করে। আলিপুর বোমা

মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন। তাঁর কেমব্রিজের কিংস কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৫ সালে তিনি আলিপুর বোমা মামলা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। এক বছর জেলে থাকার পর তিনি রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে যান। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন। তিনি ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। এই অরবিন্দ ভবনটিকে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের বেতার কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই কারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভবনটিকে অধিগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অরবিন্দ ভবন ট্রাস্টি বোর্ড তা নাকচ করে দিয়েছে। যদিও বাংলাদেশ সরকার এখনও আশাবাদী যে এই ভবনটি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু বর্তমান ভারত সরকার কিছুতেই অরবিন্দ স্মৃতি বিজরিত ভবনটিকে বাংলাদেশের সরকারের হাতে তুলে দিতে রাজি নয়। বর্তমানে এই ভবনটি দেখভাল করছেন অরবিন্দ ভক্ত বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতায় যেখানে যেখানে অরবিন্দ বসবাস করেছেন সেখানেই স্মৃতি ফলক নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি, বসুমতী পত্রিকা অফিস, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, গ্রে স্ট্রিট সহ আরও বেশ কয়েকটি স্থানে অরবিন্দ ভবনের পক্ষ থেকে স্মৃতি ফলক লাগানো হয়েছে।

গনিখানকে শ্রদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গনিখান চৌধুরীর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভোট প্রচারে নামলেন কংগ্রেসের জেলা পরিষদের প্রার্থী লিজা খাতুন। মালদার রতুয়া ২ ব্লকের ২৩ নম্বর জেলা পরিষদ আসনের জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী লিজা খাতুন। বুধবার দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে মালদার রূপকার তথা প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গনিখান চৌধুরীর মাজারে পৌঁছান। সেখানেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে। পাশাপাশি মালদার পিরানা পীরের মাজারে পৌঁছে প্রার্থনা করা হয়। আর এভাবেই শুরু করলেন প্রচার পর্ব। সাধারণ মানুষের কাছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি সহ মিথ্যে প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে প্রচার চালাবেন বলে জানালেন তিনি। এর সাথে কংগ্রেস জেলা পরিষদের ক্ষমতায় আসলে এলাকার যে সার্বিক উন্নয়ন করতে পারবে সে বিষয়েও বার্তা রাখলেন প্রার্থী লিজা খাতুন। মানুষের জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে জেলাজুড়ে কংগ্রেসের যাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়জয়কার হয় তার জন্য দল সর্বত্রই সঠিকভাবে কাজ চালাবে আগামী দিনে সেই বার্তা দেন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ঈশা খান চৌধুরী।

বাজ পড়ে মৃত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ মালদার পুরাতন মালদা এবং মোথাবাড়ি এলাকায় বাজ পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ২ যুবকের। ঘটনায় আহত আরও একজন। জানা যায় বুধবার বিকেলে পুরাতন মালদা থানার মুচিয়ার আদমপুর এলাকায় বাড়ির পাশেই থাকা বাগানে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ চৌধুরী নামে এক যুবক। ঠিক সেই সময় বাগানে বাজ পড়লে গুরুতর আহত হন ওই যুবক। এরপর তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে বুধবার বিকেলে মালদার মোথাবাড়ি থানার বাবলা পাঠানপাড়া এলাকায় নজরুল শেখ এবং রাজেশ শেখ দাদাভাই মিলে আম পাড়তে গিয়েছিলেন একটি বাগানে। আম গাছের ওপরে ছিলেন নজরুল শেখ, নিচে ছিলেন তার ভাই রাজেশ শেখ। ঠিক সেই সময় বাজ পড়ে আহত হন দাদা-ভাই দু'জনেই। এরপর তাদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা দাদা নজরুল শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় আহত ভাই রাজেশ শেখ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

খড়্গপুরে রেলমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ২১ জুন ঃ খড়গপুর স্টেশনে রেলের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার খড়গপুর স্টেশনে আসেন। যান রিলে প্যানেল রুমে। খতিয়ে দেখেন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম। ফিরে এসে খড়গপুর স্টেশনে ফুড প্লাজার সামনে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করেন। তিনি জানান, খড়গপুর স্টেশনকে এশিয়ার মধ্যে সর্ব সুধিধাযুক্ত উন্নতমানের অত্যাধুনিক স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এতবড় স্টেশনকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হবে। খড়গপুর শহরের সঙ্গে জুড়ে থাকা এই স্টেশনে বেশ কিছু কাজ হবে। তবে এরজন্য বেশ কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখতে হচ্ছে। রেলমন্ত্রী জানান, এশিয়ার মধ্যে সবথেকে বড় ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম রয়েছে খড়গপুরে। যাত্রী সুরক্ষার সব ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এরজন্য যা যা করার রেল তা করছে। রেলমন্ত্রীর সাথে ছিলেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ, বিধায়ক হিরণ ও রেলের আধিকারিকরা।

বীরভূম বিজেপির অন্দরে নির্বাচনী কোন্দল

প্রার্থী বাছাইয়ে টাকার খেলা

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২১ জুন ঃ প্রার্থী বাছাইয়ে টাকার খেলা, অভিযোগ করছেন সিউড়ি এক মণ্ডল সভাপতি। খোদ মণ্ডল সভাপতির এমন অভিযোগ জেলা বিজেপির কঙ্কালসার দেহ সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। বীরভূম বিজেপির অন্দরে নির্বাচনী কোন্দলে শাসকদল অনেকটাই ফ্রন্টফুটে। বিজেপির এই গোষ্ঠী কোন্দলের মূল কারণ প্রার্থী বাছাইয়ে স্বজনপোষন ছাড়াও টাকার খেলা, এমন অভিযোগ উঠছে তাদের দলের অভ্যন্তরে। জেলা কার্যালয়ে বিজেপির প্রার্থীর পদপ্রার্থী গোরাচাঁদ দাস এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াইয়ের হাতাহাতি। বিজেপি প্রার্থী হিসেবে সাত মাস আগেই সিউড়ি এক ব্লকের কড়িধ্যার ১৩ নং পঞ্চায়েত সমিতির আসনে গোরাচাঁদ দাসের নাম দলীয় স্তরে ঠিক হওয়ার পর দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে যায়। দেওঘর থেকে ফিরে তিনি জানতে পারেন তৃণমূল বহিস্কৃত রাজীব চট্টোপাধ্যায়কে ওই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে। তারপর দলীয় কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের সামনেই দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াইয়ের উপর চড়াও হন গোরাচাঁদ বাবু। প্রতীক না পেয়ে গোরাচাঁদবাবু সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের ১৩ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির আসনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। একই অভিযোগ ওই মণ্ডলের বিজেপি সহ সভাপতি দীপালি সাঁতরা পালের। মহিলা মোর্চার নেত্রী তিনি। তাঁকেও একইভাবে প্রার্থী না করায় বিজেপির দলীয় কোন্দল চরমে। তিনি জানান, নির্দল হিসাবে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দলের প্রার্থীকেই তিনি পরাজিত করবেন। যদিও প্রতীক বিলির দায়িত্বে কে ছিলেন তা কোনও জেলা কার্যকর্তা বলতে চাইছেন না। জেলা সহ সভাপতি দীপক দাসের নাম উঠে এলেও, কেউ দায় স্বীকার করছেন না। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা এই মুহূর্তে কোনো ফোন ধরছেন না। কড়িধ্যা মণ্ডল সভাপতি উদয় হাজরা বলেন, যা করেছেন জেলা সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই এবং জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট প্রতিমা দাসকে টিকিট দেওয়া হয় নি। ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিলা নেত্রী দীপালী সাঁতরা পালকে দেয় নি। কিষাণ মোর্চার সম্পাদক তরুণ দলুইকে টিকিট দেয় নি। মণ্ডল কমিটির সঙ্গে বা আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা করে নি। দীর্ঘদিনের নেতা গোরাচাঁদ বাবুকেও প্রার্থী করে নি। আমাকেই ১৮ নং আসনে প্রার্থীর প্রতীক না দেওয়ায় নাম তুলে নিলাম। এই সব বিভিন্ন কারণে দল এখন চরম ক্ষোভের মুখে। শ্যামসুন্দর গড়াই টাকার খেলায় মেতেছেন। তিনি নিজে কড়িধ্যায় তিনটি প্রার্থী দিয়েছিলেন দলের পুরাতন কর্মী বাদ দিয়ে। তাহলে তারা প্রত্যাহার করলো কেন?

প্রকাশ্যে কংগ্রেস কর্মীদের মারধর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যদিও আদালতের নির্দেশ মানার বদলে আইনের খেলা খেলে চলেছে সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কিন্তু জেলায় জেলায় পরিস্থিতি যে কী ভয়াবহ তা ফের টের পাওয়া গেল বুধবার। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের পর বুধবার লাগোয়া বীরভূমে তৃণমূলী বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হলেন কংগ্রেস প্রার্থীর আত্মীয়রা। প্রার্থীর চিহ্ন জমা দিয়ে বিডিও অফিস থেকে ফেরার সময় তাদের পিটিয়ে আধমরা করল দুষ্কৃতীরা। এদিন ময়ুরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের উলকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুনাগ্রামে ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ ময়ুরেশ্বর ২ নম্বর ব্লক অফিস থেকে মহিলা কংগ্রেস প্রার্থীরা দলীয় প্রতীক জমা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় উলকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান সামসোর আলম মোল্লা স্থানীয় দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীর দুই দেওরকে বেধড়ক মারধর করে। মারধরে ঘটনস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন দু'জন। এরপরই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়ুরেশ্বর থানার পুলিশ। আহতদের ময়ুরেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। আক্রান্তদের এক আত্মীয় জানিয়েছেন, আমরা আগে তৃণমূল করতাম। সম্প্রতি কংগ্রেসে যোগদান করেছি। সেই আক্রোশেই আমাদের ওপর হামলা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধানের নেতৃত্বে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমার ২ ভাইকে মেরে আধমরা করে দিয়েছে। দিনে দুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর করেছে। তারা এখন রাস্তায় পড়ে আছে। আমরা এর বিচার চাই। রাজ্যে কোনও বিরোধী দল করা যাবে না কেন? কেন বিরোধীদের নিরাপত্তা দেবে না পুলিশ? প্রশ্ন আক্রান্তদের।

একটানা বৃষ্টিপাতে বন্যা পরিস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২১ জুন ঃ একটানা বৃষ্টিতে আলিপুরদুয়ার শহরে ডিমা নদীর চরে কোথাও কোমর জল, কোথাও হাঁটু জলের তলায় বাসিন্দারা। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বাসিন্দাদের উদ্বেগ তো রয়েছে, তার চাইতে বড় সমস্যা জলে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির বিদ্যুতের মিটার জল ছুঁই ছুঁই করছে। সেখান থেকে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে, সে ব্যাপারে প্রশাসনের পদক্ষেপ করার দাবি জানালেন বাসিন্দারা। প্লাবিত এলাকায় নৌকায় চেপে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকার। তিনি বানভাসি বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যার কথা জানতে চান, সেইসময় স্থানীয় বাসিন্দারা জল ছুঁই ছুঁই ইলেকট্রিক মিটার নিয়ে তাঁদের উদ্বেগের কথা মহকুমা শাসককে জানান। এসডিও বিপ্লব সরকার বলেন, বিষয়টি তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনছেন। টানা কয়েকদিন বর্ষণের ফলে আলিপুরদুয়ার শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কালজানি, ডিমা নদী ফুঁসছে। পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি হলে নদীর চর এলাকার আরও বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক নয় বলে প্রশাসনের আধিকারিক দাবি করেছেন। তাঁরা জানান, পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। যদিও প্লাবিত এলাকার বাসিন্দারা বলেন, পানীয় জল এবং রান্না করে খাবার খেতে তাঁরা যথেষ্টই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

উন্নয়ন চেয়ে ভোট বয়কটের ডাক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুন ঃ রাস্তা চাই না হলে ভোট নাই। ব্রিজ চাই না হলে ভোট নাই। জল চাই না হলে ভোট নাই। রাস্তা, ব্রীজ, জলের দাবিতে জলপাইগুড়িতে পথ অবরোধ। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধে শামিল। গ্রামের কোন উন্নয়ন হয়নি এই অভিযোগ তুলে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধে শামিল ৮ থেকে ৮০ সকলেই। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি-মন্ডল ঘাট রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

খুন ঘিরে রণক্ষেত্র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুন ঃ এক ব্যক্তি্র খুনের ঘটনার অভিযোগকে ঘিরে রণক্ষেত্র নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা এলাকা। এশিয়ান হাইওয়েতে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় সুধীর নাগাশিয়া নামে এক ব্যক্তি্র ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। অভিযোগ, গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে সামান্য বচসার জেরে দুষ্কৃতিরা খুন করে ওই ব্যক্তিকে। এরপরই বুধবার সকাল থেকে দোষীদের শাস্তির দাবিতে হাতিঘিসা এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকাবাসীরা। যার ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। হাতে তীর ধনুক নিয়ে ও রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভে, সামিল হন এলাকাবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তারা পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। স্থানীয়দের দাবি, এশিয়ান হাইওয়ের পাশে থাকা দোকানগুলিতে চলে মদের কারবার। যার জেরে আশকারা পাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। সোমবার সকালে মোটরসাইকেলে করে চার বছরের ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলেন তিনি। গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। যার জেরে তাঁকে খুন হতে হয়। বুধবার সকালে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারির দাবিতে নকশালবাড়ির বিজয়নগর চা বাগান এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করেন স্থানীয়রা। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। স্থানীয়দের দাবি, ওই দোকানগুলিতে মদ বিক্রি হয়। আর সেজন্যই এলাকায় রোজ দুষ্কৃতীদের দাপট বাড়ছে। পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয় না। বেশ কয়েক ঘণ্টা এলাকায় উত্তেজনা ছিল। বেলা বাড়লে অবরোধ ওঠে।

পর্যটক শুনশান

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২১ জুন ঃ গত কয়েকদিনে ব্যাপক গরমে রেহাই নেই জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষের। তাপমাত্রা এই মুহূর্তে ৪০ ছুঁই ছুঁই। এর দরুন জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামে টুরিস্ট স্পটগুলি পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে। দিঘা, মন্দারমনিতে যখন পর্যটকদের ভিড় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন রাজ্যের অন্যপ্রান্তে পর্যটকদের দেখাই মিলছে না। ইতিমধ্যে এই গরমের ফলে ব্যাপক অস্বস্তিতে পড়ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। গত কয়েকদিন ধরে ঝাড়গ্রাম জেলায় সেভাবে বৃষ্টি না হওয়ায় গরমের তীব্রতা বেড়েই চলেছে। একপ্রকার হাসফাঁস করছে সাধারণ মানুষের জনজীবন। এই গরমে পর্যটকহীন ঝাড়গ্রামের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র চিল্কিগড় কনক দুর্গা মন্দির। হাতে গোনা দু'একটা লোক। যেখানে শীতকালে ব্যাপক ভিড় হয় এই চিল্কিগড় কনক দুর্গা মন্দিরে।

ভোটের লড়াইয়ে মুখোমুখি হলেন মামা-ভাগ্নে

দুরন্ত বার্তা, ময়ুরেশ্বর, ২১ জুন ঃ 'মামা-ভাগ্নে সোদর কুটুম'। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে মামা ও ভাগ্নে কেউ এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়বে না। একই পরিবারের মামা তৃণমূল প্রার্থী। আবার ভাগ্নে বিজেপি প্রার্থী। এই ছবি দেখা গেছে ময়ুরেশ্বর এক ব্লকের ঝিকোড্ডা পঞ্চায়েতে। ওই পঞ্চায়েতের রাউতাড়া সংসদে দুই জনেই প্রতিদ্বন্দ্বী। ঝিকোড্ডা পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান রথীন সরকার বলেন, গৌতম মণ্ডলের একটি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি আছে এলাকায়। পেশায় ব্যক্তিগত মালিকানায় আলুর দোকানের ম্যানেজার। বাড়ি গোপরাউতাড়া গ্রামে। কোটাসুর উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল পরিচালন সমিতির সম্পাদক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। এই যে একই পরিবারের দুই ভিন্ন মেরুর দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি মামা ও ভাগ্নে। কেউ বলতে পারবে, তৃণমূল কাউকে বাধা দিয়েছে? গৌতম মণ্ডল জানান, জামাইবাবুর হাত ধরে আমার রাজনীতিতে হাতেখড়ি। এদিকে গৌতম বাবুর ভাগ্নে স্বপন দত্ত বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন একই সংসদে। এলাকার মণ্ডল সভাপতি সম্পদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওই সংসদে বিজেপি প্রার্থী স্বপন দত্তের বাবা একজন পুরাতন বিজেপি কর্মী। একই পরিবার থেকে দুই ভিন্ন আদর্শের দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মামা-ভাগ্নে। কেউ তো বাধা দেয় নি। স্বপন দত্ত তাঁর আরেক মামার লেদ মেশিনের মিস্ত্রী। স্বপন বাবু বলেন, বাবার ইচ্ছেতে দাঁড়িয়েছি। এরজন্য মামা-ভাগ্নে সম্পর্কে কোনো আঁচ লাগবে না। আমাদের যথারীতি আড্ডা হয়। নিজ নিজ দলের আদর্শে লড়াই হবে। কোনো অশান্তি নেই। গৌতমবাবু ভাগ্নের কথা সমর্থন করে বলেন, আমাদের মারামারি করার দরকার নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন করেছেন সারা বাংলায়। সেটুকু মানুষের কাছে তুলে ধরলে, জয় নিশ্চিত। তার জন্য না লাগবে লাঠি, না সোঁটা, না অন্য কিছু। মামা গোপরাউতাড়া, বিপ্রাউতাড়া, মীরপুর ও হুড়কিতে ছোট ছোট প্রচার শুরু করেছেন। ভাগ্নেও পিছিয়ে নেই। পথে দেখা হতেই ভাগ্নে মামার রসিকতার আলাপনে মেতে উঠছে সবপক্ষ। এযেন অন্যচিত্র।

মুখ্যমন্ত্রীর ফোনে ভোলবদল হুমায়ুনের

এজাজ আহম্মেদ, ভরতপুর, ২১ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শাওনি সিংহ রায়কে তাঁর পদ থেকে সরানোর জন্য মঙ্গলবার ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। জেলা সভাপতি শাওনি সিংহ রায়কে তাঁর পদ থেকে সরানোর জন্য মঙ্গলবার ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের সভানেত্রীর বিরুদ্ধে মিছিল করে, বিধায়ক তার নিজের জনপ্রিয়তা প্রকাশ্যে আনবেন। ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার দশটা বাজতেই ভোল বদল করেতে দেখা গেল। মুর্শিদাবাদের সালারের পেট্রোল পাম্প মোড় থেকে বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে বিশাল মিছিল বের হয়। বুধবার হুমায়ুন কবীর সাংবাদিকদের বলেন, গতকাল যেভাবে রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভে, রাগে চ্যালেঞ্জ করে বসেছিলাম। ৭২ ঘন্টার মধ্যে সভাপতি শাওনি সিংহ রায়কে সরানোর কথা বলেছিলাম। চেয়ারম্যান অপূর্ব সরকারকে অপদার্থ বলেছিলাম। এই ওদ্ধত্যপূর্ণ রাগে কথা বলার জন্য নেত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। নেতৃত্বের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ব্লক সভাপতি চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যেখানে তৃণমূলের প্রতীক পায়নি কোথাও নৌকা, টেবিল, কোথাও চেয়ার প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়বেন আমাদের কর্মীরা। অবহেলিত প্রতীক না পাওয়া কর্মীদের পাশে থাকব। মুর্শিদাবাদের মানুষের কাছে আবেদন করছি, আগামী ২৭ জুন বহরমপুর স্টেডিয়ামে বিকেল তিনটের সময় অবহেলিত তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে তোলাবাজদের বিরুদ্ধে বিশাল জমায়েত করব। ৫০ হাজার মানুষ সেদিন উপস্থিত হবেন। এরপরও হুমায়ুন হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, গুরুত্ব না পাওয়া কর্মীদের জমায়েত করে দেখাব। মানুষের গুরুত্ব আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি। আমার সোজা কথা, অন্যায় হলে, অবিচার হলে তার প্রতিবাদ আমি করব। প্রতীক না পাওয়া কর্মীদের পাশে আমি থাকব। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক মহলের মতে, হুমায়ুন কবীরের ভোলবদলের ঘটনা নতুন নয়। এর আগে একাধিকবার তিনি দলবদলও করেছেন। কখনও কংগ্রেসে ছিলেন। কখনও বিজেপিতে ছিলেন। কখনও তৃণমূলের হয়ে লড়েছেন। তবে ভোলবদল করলেও বিশাল জমায়েত করে ক্ষমতা জাহিরের প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি তিনি দলকে ফের দিয়ে রেখেছেন।

১৫ শয্যাযুক্ত মহিলা আরপিএফ ব্যারাকের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৫২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ ঃ ১৬-০৬-২০২৩। ... টেন্ডার নং.ঃ ২৭-এপি-II-২০২৩। ... http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কোচবিহারে নির্মাণ কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৫৯/ডব্লু-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৩। ... টেন্ডার নং.ঃ ২৪-এপি-II-২০২৩। ... টেন্ডার মূল্যঃ ₹১,৩৫,২৩,৮২২.৩৬/-; বায়না মূল্যঃ ₹২,১৭,৬০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫.০০ ঘটিকায় এবং খোলা ১৪-০৭-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘটিকায়। ... http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ... www.ireps.gov.in ... (HWH-107/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

@EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

সংশোধনী নং. ৬৩২৩ আরজিসি০৬

তারিখ ঃ-২০.০৬.২০২৩

চতুর্থ সংশোধনী

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ একটি সংশোধনী জারি করেছেন যার টেন্ডার নং. ৬৩২৩আরজিসি০৬ প্রকাশিত হয়েছে যার ইপিএস টেন্ডার নোটিস নং. ২৩ / ২৪ তারিখ ১১-০৪-২০২৩।

টেন্ডার নং.	বিবরণী	থেকে	পর্যন্ত
৬৩২৩ আরজি সি০৬	ইএমডি	৫৯৮০১০	৬২১০০০
	নতুন প্রেরক পরিমান	বর্তমান	সংযুক্ত
		বর্তমান	সংযুক্ত

টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। 536/23 (D)

www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

সংশোধনী নং. ৩০২৩২৬২১এ

তারিখ ঃ-২০.০৬.২০২৩

প্রথম সংশোধনী

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ উল্লেখিত সংশোধনী জারি করেছেন টেন্ডারের শর্তাবলী পরিবর্তন এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তন ইপিএস-বিজ্ঞাপিত টেন্ডার নং. ৩০২৩২৬২১এ বকেয়া তারিখ ২৭.০৬.২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে যার ইপিএস টেন্ডার নোটিস নং. ২৩ / ৩৬ তারিখ ৩০-০৫-২০২৩।

টেন্ডার নং. ঃ ৩০২৩২৬২১এ (ই-আরএ), বিবরণী ঃ বিশেষ শর্তাবলী সিকিউরিটি জমার ক্ষেত্রে, বন্ধের তারিখ ঃ ২৭.০৬. ২০২৩ থেকে পরিবর্তিত ১১.০৭.২০২৩ পর্যন্ত। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

859/23 FA

Chandernagore Municipal Corporation

1) Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-10(e)/2023-24, DT-21.06.2023

Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/10, DT-21.06.2023

Various Developments of Municipal Areas

For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Engineer

Chandernagore Municipal Corporation

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE SHARE CERTIFICATES NOS.104479, 137713, 231801, 309280, 499418, 781919 – 781920, 1541814 – 1541820 FOR 274 ORDINARY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH BEARING FOLIO NO 16/24274 AND DISTINCTIVE NOS. 14236626 – 14236680, 4341847 – 4341851, 19952128 – 19952133, 23901952 – 23901958, 41180019 – 41180061, 75524441 – 75524491, 141658903 – 141659039 OF ITC LIMITED STANDING IN THE NAMES OF MR. V PRAMOD AND MR.V S KUMAR HAVE BEEN REPORTED LOST AND THAT AN APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATES IN RESPECT THEREOF HAS BEEN MADE TO THE COMPANY'S INVESTOR SERVICE CENTRE, ITC LIMITED VIRGINIA HOUSE 37, J.L NEHRU ROAD, KOLKATA -700071 TO WHOM OBJECTION, IF ANY, AGAINST ISSUANCE OF SUCH DUPLICATE SHARE CERTIFICATES SHOULD BE MADE WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE.

THE PUBLIC ARE CAUTIONED AGAINST DEALING IN ANY MANNER WITH THESE SHARES.

1st corrigendum for cancellation of NIT
N.I.T No.: 03 of 2023-2024
HCSD-III

Name of Work: i) Pre-monsoon maintenance of road and culverts at different road under section-III of HCSD-III under HCD, PWD in the district of Hooghly during the year 2023-2024. **Reason:** Cancelled due to unavoidable circumstances.

Sd/- Assistant Engineer, P.W.D.
Hooghly Construction Sub-Divn No:-III
Baliguri, Tarakeswar, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **তমোঘ্ন দে,** পিতা প্রয়াত তপন দে, নিবাস ইই-২০১/৮, সৌরভ আবাসন হাউসিং সোসাইটি, ইই ব্লক, সেক্টর ২, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১ হারিয়ে ফেলেছেন আসল নথিবদ্ধ দলিল যার নং. ০৬৫৫৬ সাল ২০০৩, এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি বিধাননগর (পূর্ব) থানায় তারিখ ২০-০৬-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ১৩২৮। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ০৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID for Purchase of Premium SUV Car Tarakeswar Municipality:

Sl. No	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
Purchase of Premium SUV Car Tarakeswar Municipality				
1	2023_MAD_543488_1	22.06.23	12.07.23	14.07.23

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Tarakeswar Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage/item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/23-24/09 (1st Call)

Name of the work: **Renovation of structural joists for supporting pump shaft of DWF pumps at Duttabagan DPS under S&D Department.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,11,434.90.** Earnest money: ₹ **4,400.00.** Period of completion: **21 days.** Bid submission start date (online): **21.06.2023 at 2 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **30.06.2023 at 2 p.m.** Date of opening of technical bid: **03.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2023 at 2 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/23-24/08 (1st Call)

Name of the work: **Removal of silt & foul materials from SWF inlet chamber & SWF sump chamber including stanking arrangement at Duttabagan DPS.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,52,785.80.** Earnest money: ₹ **9,400.00.** Period of completion: **45 days.** Bid submission start date (online): **23.06.2023 at 2 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **01.07.2023 at 2 p.m.** Date of opening of technical bid: **04.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **23.06.2023 at 2 p.m.**

(3) NIT No. : KMC/DR/PBPS/E/04/2023-24

Name of the work: **Repairing, overhauling & heat varnishing including restoration of faulty slipring unit with allied works of 300 KW HT Motor Unit No. 1 at DWF Station of PBPS(Dr.)/S&D.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **2% of quoted rate.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **01.07.2023 up to 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.06.2023 (1.30 p.m.).** The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The CME (SWM), KMC invites tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/SWM-II/HQ/001/2023-24

Tender ID: **2023_KMC_543360_1.** Name of the work: **Manufacturing and fitting-fixing of load body container and other items including damage caused by accident, if any, on 10 nos. Battery Operated Hydraulic Dumper (BOHD) under Borough-IX replacing old containers.** Estimated amount: **Open.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **01.07.2023 up to 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.06.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Mechanical), Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/PB/SUMON3/23-24

Name of the work: **Cleaning, sweeping and maintenance of compound premises within Asphaltum Department, P.B.** Estimated cost (Excluding GST & Contingency): ₹ **4,66,752.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **05.07.2023 at 1 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/PB/SUMON200/22-23

Name of the work: **Picking up and removing old bituminous road surface by mechanical means and transporting the cutting material from various roads within the KMC juridiction under Road Mechanical Department.** Estimated cost: ₹ **4,71,924.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **04.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (Mechanical), Roads, KMC invites online quotation in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ASPH/P.B./SAB-Q1/2023-24

Name of the work: **Supply & fitting, fixing of different type of bearings, V-belts etc. for pollution control device for DM-50 plant & repairing of hand cutter at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **19.06.2023 up to 6 p.m.** Bid opening date and time for technical proposal: **05.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.06.2023 (6 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/S_D/NONADANGA/03/2023-24 (1st Call)

Name of the work: **Reformation of MS strainer for its dilapidated condition at main incoming sewer channel & other allied works at Nonadanga Drainage Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **2,33,280.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **05.07.2023 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **23.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The Director General (Market), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/MKT/PPB/01/2023-24 (1st Call)

Name of the work : **Renovation of Market Office at PPB Market under Ward No.-130.** Estimated cost (Including GST & CESS) : ₹ **1,38,201.00.** Earnest money : ₹ **2,800.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **01.07.2023 - 5 p.m.** Date and time of opening of bid: **04.07.2023 - 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.06.2023 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(PS)/BRXI/104/01/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Improvement Vivek Nagar Vivek Sangha KMC Park in Ward No.-104.** Estimated cost: ₹ **1,99,705.43.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **01.07.2023 - 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **23.06.2023 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The OSD & EO Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DYCE(PS)/I/05/03/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Installation of statue of Sri Shailajananda Mukhopadhyay in the Park at Indra Biswas Road in Ward No.-05, BR-I.** Estimated cost: ₹ **1,91,120.98.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **01.07.2023 - 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **21.06.2023 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (Central), KMC invited e-tender for the following work (Submission of bid through online):

NIT No. : EE/WS/C/MAN/13/5/2023-2024

Name of the work: **Restoration of F.W. supply at 13/P/1, Arif Road & 7/1, Gurudas Dutta Garden Lane and its surrounding areas by replacing 100 mm dia, service main in Ward No.-13.** Tentative Estimated amount: ₹ **4,99,191.78.** Earnest money: ₹ **9,984.00.** Time of completion: **20 days.** Last date & time of online submission of tender: **01.07.2023 at 1 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

(313/23-24)

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

২৭ বছর পর ভারতে আয়োজিত হবে মিস ওয়ার্ল্ড, লড়াইয়ের ময়দানে ১৩০ টি দেশের সুন্দরীরা

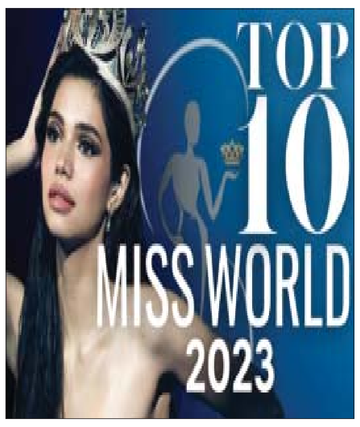

ভারতে আয়োজিত হবে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা। প্রায় তিন দশক পর হচ্ছে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা। ঘোষণা করলেন মিস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ট সংগঠনের সিইও জুলিয়া মোরলে। নভেম্বরেই এই অনুষ্ঠান হবে বলে জানা গিয়েছে। আর সেখান থেকেই ঐশ্বর্য রাই, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, যুক্তা মুখী, মানুষি ছিল্লারদের উত্তরসূরি বেছে নেওয়া হবে। এর আগে ১৯৯৬ সালের ২৩ নভেম্বর ভারতে আয়োজিত হয়েছিল মিস ওয়ার্ল্ড। সেবারে ৮৮ জন প্রতিযোগীকে হারিয়ে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেরার মুকুট পরেছিলেন গ্রীসের সুন্দরী ইরেন স্ক্লিভা। ভারতীয় সুন্দরী রানি জয়রাজের বিজয় রথ থেমেছিল পঞ্চম স্থানে। শোনা যাচ্ছে, এবারেও নভেম্বর মাসেই ৭১তম বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা হবে। তারিখ ও স্থান ক'দিন পরই জানা যাবে। এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩০। অর্থাৎ একশোরও বেশি দেশ থেকে সুন্দরী আসবেন ভারতে। সেরার লড়াইয়ে যোগ দেবেন প্রত্যেকে। গতবার বিশ্বসুন্দরী হয়েছেন পোল্যান্ডের কারোলিনা বিয়েস্কা। তিনিও এখন ভারতে রয়েছেন। প্রতিযোগিতার গুরুত্ব বিভিন্ন জায়গায় বোঝাচ্ছেন। জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস ধরে এই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলবে। তাতে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন। নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দেবেন। সমাজসেবামূলক কাজও করবেন। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে সেরা সুন্দরী বেছে নেওয়া হবে।

সুন্দর, উজ্জ্বল ত্বক পেতে শুরু করুন এই যোগাসন

যোগাসনের উপকারিতা সম্পর্কে আমরা সকলেই কিছু না কিছু জানি। শাস্ত্রেও যোগাসনের বর্ণনা রয়েছে বলে জানা যায়। শরীর সুস্থ রাখতে ও মন শান্ত করার ক্ষেত্রে, এটি হল সবচেয়ে কার্যকর উপায়। নিয়মিত যোগাসন করলে শরীর, মন ও আত্মার উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, পাশাপাশি যোগাসন ত্বকের ক্ষেত্রেও খুবই উপকারি। অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা, মানসিক ও শারীরিক চাপ, দূষণ, ধুলোময়লা, ত্বকের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে ত্বকে দাগ, ব্রণ, র‍্যাশ, রিঙ্কেলস- এর মতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। সঠিক নিয়ম মেনে যোগাসন করলে আপনি এই সমস্যাগুলি থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারেন। তাহলে দেখে নিন সুন্দর, উজ্জ্বল ত্বক পেতে কোন কোন যোগাসন করবেন।

১) সর্বাঙ্গাসন- এটি 'সোল্ডার পোজ' হিসেবে জনপ্রিয়। এই আসনে, কাঁধের উপর শরীরের সমস্ত ওজন রাখা হয় এবং পা দু'টো জোড়া করে উপরের দিকে থাকে। হাতের উপর ভর দিয়ে দু'টো পা জোড়া ও সোজা অবস্থায় যতদূর পারবেন উপরে তুলুন। তারপর হাত দু'টো কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে কোমরের দু'পাশে ধরুন। কোমর ও পা সোজা অবস্থায় উপরে তুলে রাখুন। কেবলমাত্র কনুই থেকে হাতের উপরের অংশ, কাঁধ, ঘাড় ও মাথার পেছন দিকটা মাটিতে থাকবে। এই আসনটি করলে, মুখের রক্ত চলাচল উন্নত হয়, যা পিম্পল, রিঙ্কেলস ও ত্বকের নিস্তেজতা থেকে মুক্তি মেলে এবং ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে। **২) উত্থানাসন**- এই আসনটি স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে, সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এটি ত্বকের কোষগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনীয়

পুষ্টি সরবরাহ করে, ফলে ত্বক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই আসনে দেহের উপরের অংশ সামনের দিকে বেন্ট করা হয়। হাঁটু ভাঁজ হয় না। **৩) হলাসন**- এটি 'লাঙল বা হাল পোজ' নামেও পরিচিত। চিত হয়ে শুয়ে পা দুটোকে জোড়া রেখে মাথার পেছনের দিকে মাটিতে লাগান। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক রাখুন। হাত মাটির ওপরেই সোজাভাবে রাখুন। এটি স্বাস্থ্যকর এবং ঝলমলে ত্বক পাওয়ার জন্য অন্যতম সেরা আসন। এই আসনটি হজম প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়তা করে। **৪) ত্রিকোনাসন**- 'ত্রিভুজ পোজ' নামে জনপ্রিয় এই আসনটি করলে ত্বকে বেশি করে অক্সিজেন সরবরাহ হয়, যা ত্বককে তরতাজা রাখে। একদম সোজা হয়ে দাঁড়ান। এবার দুই পা একটু ফাঁক করুন। হাত দুটো কাঁধ বরাবর উঁচু করুন। খেয়াল রাখবেন যাতে হাতের তালু নিম্নমুখী থাকে। এবার পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীর সোজা রেখে ধীরে ধীরে ডান দিকে বাঁকা করুন। ডান দিকে বাঁকিয়ে হাত দিয়ে ডান পায়ে পাতা স্পর্শ করতে চেষ্টা করুন। অপর হাত ওপরের দিকে সোজা করে তুলে রাখুন। এভাবে প্রথমে ডানদিকে, পরে একই পদ্ধতিতে বামদিকে করুন। তবে খেয়াল রাখবেন, এই ব্যায়াম করার সময় যেন হাঁটু একটুও না ভাঙে।

৫) ভুজঙ্গাসন- 'কোবরা পোজ' নামে জনপ্রিয় এই আসনটি, ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারি। প্রথমে উপুড় হয়ে দুটি পা জোড়া করে সোজা রেখে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুই পাশে রাখুন এবং হাতের তালু মাটিতে লেগে থাকবে। হাতের ওপর ভর করে মাথা ওপরে তুলুন। বুক মাটি থেকে ওপরে উঠবে। কোমর থেকে পায়ে পাতা পর্যন্ত মাটিতে থাকবে। পা জোড়া অবস্থায় সোজা থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। এই আসনটি স্ট্রেস, ক্লান্তি এবং মানসিক চাপ কমাতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এই আসন শরীর থেকে টক্সিন বের করে ত্বককে স্বাস্থোজ্জ্বল করে তুলতে বিশেষভাবে সহায়ক।

৬) উষ্ট্রাসন- এই আসনটি 'ক্যামেল পোজ' নামে জনপ্রিয়। এই আসনের ক্ষেত্রে, হাঁটু গেড়ে বসে, পিছনের দিকে বেন্ট হয়ে পায়ের গোড়ালি হাত দিয়ে ধরা হয় এবং এই আসনে বুক ও মুখ উপরের দিকে থাকে। এই আসনটি করলে রিবকেজ খোলে এবং অক্সিজেন সরবরাহের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে। এছাড়াও, হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করতেও সক্ষম এবং ব্রণপিম্পলের মতো সমস্যা দূর করতেও বিশেষভাবে সহায়তা করে।

৭) তদাসন এই আসনটি 'মাউন্টেন পোজ' হিসেবেও পরিচিত। এই আসনের ক্ষেত্রে হাত উপরের দিকে প্রসারিত করা হয় এবং পায়ে আঙুলের ওপর শরীরের সমস্ত ওজন রেখে, শরীরের ভারসাম্যতা বজায় রাখা হয়। এই আসনটি একাগ্রতা বৃদ্ধি করতে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে নিয়ন্ত্রণ আনতে, বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই আসনটি শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয় এবং ত্বককে স্বাস্থ্যকর ও উজ্জ্বল করে তুলতে সহায়তা করে।

ব্রণর কালো দাগ দূর হবে টমেটোর গুণেই! দেখে নিন কী ভাবে ব্যবহার করবেন

টমেটো খাবারের স্বাদ বাড়ায় যেমন, ঠিক তেমন ত্বকের যত্নেও কিন্তু ম্যাজিকের মতো কাজ করে! টমেটোর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি। যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ত্বকের নানা সমস্যার সমাধানও করে। মুখের তৈলাক্ত ভাব, ট্যান, মৃত কোষ অপসারণে সাহায্য করে টমেটো। টমেটোতে থাকে লাইকোপিন নামক এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বকের প্রদাহ কমায় এবং ব্রণ প্রতিরোধ করে। টমেটো অ্যাসিডিক প্রকৃতির হওয়ার কারণে ত্বকের পিএইচ লেভেলের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। ব্রণ ও ব্রণের দাগ হালকা করতেও টমেটোর জুড়ি মেলা ভার! ব্রণের দাগ হালকা করতে টমেটোর কিছু ফেস প্যাক। **টমেটো এবং মধুর ফেস প্যাক**- একটা পাকা টমেটো মিক্সিতে পেস্ট করে নিন। এর সঙ্গে মেশান ১ টেবিল চামচ মধু। পুরো মুখে এই মিশ্রণ লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। **টমেটো এবং অ্যালোভেরা ফেস প্যাক**- টমেটো এবং টাটকা অ্যালোভেরা জেল একসঙ্গে মিক্সিতে বেটে নিন। এই পেস্টটি মুখে লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। **টমেটো এবং পাতিলেবুর ফেস প্যাক**- টমেটো ছোটো ছোটো টুকরো করে মিক্সিতে পিষে নিন। একেবারে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্টে মেশান ১ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস। ১৫ মিনিট মুখে লাগিয়ে রাখুন প্যাকটি। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। **টমেটো এবং পেঁপের ফেস প্যাক**- টমেটো এবং পাকা পেঁপে মিক্সিতে পেস্ট করে নিন। একেবারে মিহি করে পেস্ট করবেন। পুরো মুখে সমান ভাবে লাগান এই পেস্ট। ১৫-২০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। **টমেটো এবং মুলতানি মাটির ফেস প্যাক**- টমেটোর রস বার করে নিন। এর সঙ্গে মেশান ১ টেবিল চামচ মুলতানি মাটি। মুখে এই প্যাকটি লাগিয়ে শুকোতে দিন। তারপর জলে ধুয়ে ফেলুন। এরপর অবশ্যই ময়শ্চেরাইজার লাগাবেন।

সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে উদ্‌যাপিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

মালিগাঁও, ২১ জুন ঃ ২১ জুন, ২০২৩ তারিখে সমগ্র উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে উপযুক্ত পদ্ধতিতে উদ্‌যাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস।

যোগের গুরুত্ব ও মানব স্বাস্থ্যে এর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে, সবগুলি ডিভিশনে ও ওয়ার্কশপে যোগ অনুশীলন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। 'আর্ট অব লিভিং' গুয়াহাটি সেন্টারের সহযোগিতায় উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের যোগ দিবস পালন কর্মসূচির আয়োজন মালিগাঁওস্থিত রেলওয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে করা হয়েছিল। এন. এফ. রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। রেলওয়ে আধিকারিকরা ও কর্মচারীরা নিজেদের পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ডিভিশনগুলির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন এবং অফিসগুলিতেও যোগ দিবস পালন করা হয়।

তাপপ্রবাহ নিয়ে পুনরায় বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ মাত্রাতিরিক্ত গরমে দুর্বিষহ অবস্থা বিহার, পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। তাপপ্রবাহে নাজেহাল অবস্থা ওড়িশা, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা ও ঝাড়খণ্ডেও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানসুখ মান্ডভিয়া বুধবার এই রাজ্যগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে তাপপ্রবাহ সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন। তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, ভার্চুয়ালি অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী পি পওয়ার। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণও। বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া টুইট করে জানান, তাপপ্রবাহ-সহ যে কোনও ধরনের দুর্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টার গুরুত্ব তুলে ধরে হয়েছে। তিনি আরও জানান, সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতভাবে নিশ্চিত করতে পারি, দাবদাহের কারণে কোনও মৃত্যু হবে না। এছাড়াও তাপপ্রবাহের গুরুতর প্রভাব কমাতে প্রতিরোধমূলক প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য রাজ্যগুলিকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেট্রো রেলের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন

কলকাতা, ২১ জুন ঃ আজ ২১.০৬.২০২৩ তারিখে মেট্রো রেলে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করল। এই বছরের আন্তর্জাতিক যোগ

দিবসের থিম ছিল বসুধৈব কুটুম্বকমের জন্য যোগ। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেল সহ সমস্ত বিভাগীয় প্রধান, অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই উপলক্ষ্যে সকালে অফিসার্স ক্লাব, টালিগঞ্জে একটি যোগ সেশনে অংশ নিয়েছিলেন। শ্রী রেড্ডি সকলকে ফিট এবং সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন যোগ অনুশীলন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আজ সকালে পূর্বপশ্চিম মেট্রোর সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে একটি যোগ সেশন পরিচালিত হয়েছিল। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এবং মেট্রো রেল কর্মকর্তা ও কর্মীরা এই অধিবেশনে যোগ অনুশীলন করেন। নোয়াপাড়া কার ডিপো কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করেন। তারা একটি সুস্থ জীবন বজায় রাখতে এবং একতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নোয়াপাড়া কারশেডে আয়োজিত আরেকটি যোগ সেশনে অংশ নিয়েছিলেন।

নতুন টার্গেট ভারতের, ২০২৪-এর মধ্যে তৈরি হবে এফ-৪১৪ ইঞ্জিন সহ তেজস মার্ক- ।। প্রোটোটাইপ

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ঃ ঐতিহাসিক ভারত-মার্কিন এফ- ৪১৪ জেট ইঞ্জিন চুক্তির প্রাক্কালে, অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ADA) এবং হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (HAL) দুজনেই ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে তেজস মার্ক ২ ফাইটার তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ২০২৪ শেষ নাগাদ জিই-৪১৪ চালিত প্রোটোটাইপ বের করার পরিকল্পনা করছে এডিএ। জিই -৪১৪ ইঞ্জিন, যা ইউএস কংগ্রেসের অনুমোদনের পরে ১০০ শতাংশ ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি (TOT) এর অধীনে ভারতে তৈরি করা হবে। এটি শুধুমাত্র তেজস মার্ক ।। নয় বরং টুইন-ইঞ্জিন অ্যাডভান্সড মাল্টি-রোল কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট (AMCA-I) এবং টুইন-ইঞ্জিন ডেক-ভিত্তিক ফাইটার (TEDBF) কেও শক্তি জোগাবে। ৮৩ এফ -৪০৪-চালিত তেজস মার্ক তৈরি করে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করার পরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য মার্ক ।। ফাইটারের

কমপক্ষে ছয়টি স্কোয়াড্রন তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে ভারত। আটটি এফ -৪১৪ জেট ইঞ্জিন ইতিমধ্যে ADA সংগ্রহ করেছে। এর ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে, এবং ইতিমধ্যে IAF নকশা অনুমোদন করেছে। এজেন্সি পরীক্ষা এবং অপারেশনাল ক্লিয়ারেন্সের জন্য ২০২৪ সালের শেষের মধ্যে মার্ক ।। প্রোটোটাইপ রোল আউট করবে। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তার জাতীয় নিরাপত্তা দল 'মেক ইন ইন্ডিয়া' পদ্ধতিতে এফ -৪১৪ ইঞ্জিন সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে, তাই HAL আসন্ন চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত। এই PSU শুধুমাত্র জিই ইঞ্জিন তৈরিতে ফোকাস করবে। এর কারণ ভারতে অন্তত ৫০০ টিরও বেশি বিমানের ইঞ্জিন তৈরি করতে হবে। এটা বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাল বেঙ্গালুরু বিভাগ এবং নাসিক বিভাগকে জিই-এর সহযোগিতায় এই ইঞ্জিনের উৎপাদন শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। ভারতে রাশিয়ান SU-৩০ MKI অ্যাসেম্বলির জন্য টার্বোফ্যান ইঞ্জিন বার্ন করার পর AL ৩১ FP তৈরি করেছে। এইজন্য HAL- এর ইতিমধ্যেই বিমানের ইঞ্জিন তৈরির অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্ক IA- এর উৎপাদন লাইন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর HAL মার্ক ।। ফাইটারের পাশাপাশি জিই-৪১৪ ইঞ্জিনের উৎপাদনে পুরোপুরি মনোযোগ দেবে। আমেরিকান প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল ইলেকট্রিক এবং HAL ২২ জুলাই এফ - ৪১৪ ইঞ্জিন তৈরির জন্য একটি মউ স্বাক্ষর করবে এবং ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সামনে যন্ত্র বিনিময় করবে। যদিও DRDO- এর অধীনে ADA আত্মবিশ্বাসী যে এটি সময়মতো মার্ক ।। ডেলিভারি করবে, এখন HAL-এর উপর চাপ থাকবে PSU-এর কর্মীদের সামনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শক্তি জোগাতে। যদিও ইঞ্জিনটি GE-HAL দ্বারা উৎপাদিত হতে হবে, সরকার আইএএফ-এর দেওয়া সময়সীমার মধ্যে মার্ক ।। ফাইটার তৈরি করার জন্য একটি বিশেষ-উদ্দেশ্যযুক্ত যানের কথা ভাবতে পারে।

মণিপুর হিংসার নেপথ্যে কি মায়ানমারের অনুপ্রবেশকারীরা

ইম্ফল, ২১ জুন ঃ জাতিদাঙ্গায় এখনও জ্বলছে মণিপুর। হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হেচ্ছে তবুও তা হচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত হিংসায় নিহত একশোরও বেশি মানুষ। এহেন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বাড়িয়েছে মণিপুর সরকারের এক রিপোর্ট। সেখানে বলা হয়েছে, রাজ্যে মায়ানমার থেকে অনুপ্রবেশ ঘটছে। প্রায় ২ হাজার অনুপ্রবেশকারী রয়েছে রাজ্যটিতে। সম্প্রতি মণিপুর হিংসা নিয়ে একটি রিপোর্ট দাখিল করেছে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ে বিজেপি সরকার। উদ্বেগ বাড়িয়ে ক্যাবিনেট সাবকমিটির ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, মায়ানমার থেকে আসা প্রায় ২ হাজার অনুপ্রবেশকারী রয়েছে মণিপুরে। ভারতের জমিতে রীতিমতো গ্রাম বানিয়ে ফেলেছে তারা। সরকারের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট শিবিরে যেতে চাইছে না তারা। জনজাতি বিষয়ক এবং পাহাড় উন্নয়ন মন্ত্রী লেটপাও হাওকিপের নেতৃত্বে থাকা সাব কমিটির রিপোর্টে আরও বলা হয়ে, ২৯ মার্চ ও ১ এপ্রিল সেনাপতি ও চূড়াচাঁদপুর জেলায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁরা। সবমিলিয়ে ২৪ এপ্রিল দাখিল করা ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজ্যের ৪১টি এলাকায় ২ হাজার ১৮৭ জন অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, মণিপুরে সক্রিয় রয়েছে প্রায় ২৫ টি কুকি জঙ্গি গোষ্ঠী। একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার মতে, এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিচ্ছে চিন ও আইএসআই। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত আটশোরও বেশি অত্যাধুনিক রাইফেল ও এগারো হাজার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও, পাহাড়ে রয়েছে মাদকচক্রের ঘাঁটি। মায়ানমার হয়ে সেই মাদক পৌঁছে যায় গোটা বিশ্বে। মণিপুরে বিভিন্ন জনজাতি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, এটা সেখানকার ইতিহাস বলছে। এর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী লড়াই চালিয়েছে এই রাজ্যের নাগা-তাঙ্খুল উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। কংগ্রেস আমলে নাগা-তাঙ্খুল সম্প্রদায়ে প্রতিনিধি রিশাং কেইশিং দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পাহাড় এলাকার নাগা গ্রামগুলিতে ঘুরলে বোঝার উপায় নেই যে, আদৌ এই অঞ্চলগুলি দেশের সীমানার মধ্যে কি না। আইজ্যাক ও মুইভার এনএসসিএন- এর অনুগামীরা এসব অঞ্চলে কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে রয়েছে। কুকিমেতেই সংঘর্ষে গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অশান্ত মণিপুর। 'মেতেই' সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতির তফসিলি জাতির স্বীকৃতির দাবি নিয়ে আন্দোলন ওই ছোট্ট রাজ্যে নাগা - কুকি জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পালটা প্রত্যাঘাতের জন্ম দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১২০ জনের। আহতের সংখ্যা হাজারের বেশি। ঘরছাড়া কয়েক হাজার মানুষ। কিছুদিন আগেই শান্তি ফেরাতে মণিপুর সফর করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যদিও তারপরেও পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। বেশ কিছু এলাকায় নতুন করে সংঘর্ষ ছড়িয়েছে। মণিপুর ট্রাইবাল ফোরাম নামের রাজ্যের কুকি সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠনের দাবি, নিহতদের মধ্যে ৭০ জনই তাদের সমাজের অন্তর্গত। আহতদেরও বেশিরভাগই কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কুকিদের জীবন রক্ষায় ব্যর্থ। তাই কুকিদের জীবন বাঁচাতে সেনা শাসন ছাড়া উপায় নেই। ওই সংস্থাটির তরফে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে দাবি করা হয়, অবিলম্বে মণিপুরকে পুরোপুরি সেনার হাতে তুলে দেওয়া হোক।

অমরনাথ যাত্রা, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত বিএসএফঃ ডিআইজি সি পাল

জম্মু, ২১ জুন ঃ আগামী ১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, তার আগে পুণ্যার্থীদের অভয় দিলেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর ডিআইজি। তিনি বুধবার বলেছেন, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জওয়ানরা জম্মু ও কাশ্মীরের অমরনাথ যাত্রার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। বুধবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে সুচেতগড়ের অক্টেরিও বর্ডার ফাঁড়িতে আয়োজিত যোগ চর্চা ও অনুশীলনে অংশ নেন বিএসএফ জওয়ানরা। এই অনুষ্ঠানের ফাঁকেই বিএসএফ-এর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল সি পাল বলেছেন, আমরা চাই আমাদের সৈন্যরা সুস্থ থাকুক এবং দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করুক। আমরা আমাদের দৈনন্দিন রুটিনে যোগব্যায়ামকে অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং এটি আমাদের সৈন্যদের চাপমুক্ত থাকতে সাহায্য করে। এরপরই তিনি বলেন, অমরনাথ যাত্রা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত বিএসএফ।

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দুই বিদেশী নাগরিক আটক

আগরতলা, ২১ জুন ঃ ত্রিপুরায় অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দুই বিদেশী নাগরিককে আটক করেছে আমতলী থানার পুলিশ। পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে একটি মোবাইল সহ বেশ কিছু ভুয়ো আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড উদ্ধার করেছে। আমতলি থানার পুলিশ পিন্টু বিশ্বাস জানিয়েছেন, আজ অশ্বিনী মার্কেট এলাকায় ঘোরাফেরা করার সময় দুইজন সন্দেহভাজন বিদেশী নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছিল। পুলিশী জেরায় তাঁরা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেল ২১.৬.২০২৩ তারিখে পূর্ব রেল ইন্ডোর স্টেডিয়াম, বেহালা, কলকাতায় প্রদীপ জ্বালিয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচির সূচনা করছেন।

রাজস্থানে দলিত তরুণীকে গণধর্ষণ করে খুন, পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা

রাজস্থান, ২১ জুন ঃ রাজস্থানে দলিত তরুণীকে অপহরণ করে গণধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ উঠল বলে খবর মিলেছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, কোচিং সেন্টারে যাতাযাতের পথে অপহরণ করা হয় ওই তরুণীকে। গণধর্ষণের পর হত্যা করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় অভিযুক্ত হয় ২ পুলিশকর্মী সহ পাঁচ জন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে বলে খবর মিলেছে। পুলিশকর্মীদের সাসপেন্ড করেছে রাজস্থান পুলিশ। সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ঘটনাটি বিকানেরে। বিকানেরের খাজুওয়ালা এলাকায় কোচিংয়ে পড়তে যেতেন ২০ বছরের তরুণী। ছক কষে গত মঙ্গলবার তাঁকে অপহরণ করে এক যুবক। সঙ্গী ছিলেন দুই কনেস্টবল। এরপর অন্য এক যুবকের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পাঁচজন মিলে ধর্ষণ করা হয় তরুণীকে। এরপর খুন করা হয তাঁকে। অভিযোগ, খাজুওয়ালার একটি সিনেমা হলের সামনে তরুণীর দেহ ফেলে রেখে চলে যায় অভিযুক্তরা। তরুণীর পরিবার থানায লিখিত অভিযোগ করলে ঘটনার তদন্তে নামে স্থানীয় পুলিশ। পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হযে। অভিযুক্ত দুই কনস্টেবলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হয়েছে তরুণীর পরিবার সহ স্থানীয় মানুষজন।

ওয়েট ব্যাঙ্কে হামাস জঙ্গির গুলিতে নিহত ৪, জ্বলছে ইজরায়েল

ইলাই, ২১ জুন ঃ আবার রক্তাক্ত হল ইজরায়েল। ওয়েট ব্যাঙ্কে প্যালেস্তিনীয় বন্দুকবাজের গুলিতে নিহত হল চারজন। নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে মারা গিয়েছে দুই হামলাকারীও। এই ঘটনার পর পালটা আক্রমণের হুমকি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সূত্রের খবর, অধিকৃত ওয়েট ব্যাঙ্কের ইলাই অঞ্চলে একটি পেট্রোল পাম্প ও একটি রেস্তরাঁয় হামলা চালায় দুই প্যালেস্তিনীয় বন্দুকবাজ। অত্যাধুনিক রাইফেল থেকে নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে তারা। ওই হামালায় এক কিশোরসহ ইজরায়েলের চার নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারা গেছে, এক সশস্ত্র পথচারীর গুলিতে খতম হয় এক হামলাকারী। পালিয়ে গেলেও শেষরক্ষা করতে পারেনি তার সঙ্গী। টুবাস শহরের কাছে ইজরায়েলি বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়। এই হামলার দায স্বীকার করেছে হামাস। দুই নিহত বন্দুকবাজের তাদের সদস্য বলে দাবি করেছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন। সোমবার জেনিনে ইজরায়েলি সেনার হামলা নিতেই এই বদলা বলে দাবি করেছে তারা। উল্লেখ্য, গত সোমবার অধিকৃত ওয়েট ব্যাঙ্কে অভিযান চালায় ইজরায়েলের বাহিনী। জেনিন অঞ্চলে ওই অভিযানে প্রাণ হারান সাতজন। প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্যদপ্তর হামলার কথা স্বীকার করলেও নিহত ও আহতদের পরিচয় জানাযনি। জেনিনের ডেপুটি গভর্নর, কামাল আবুআলরাব জানান, প্রথমে জেনিনের শরণার্থী শিবিরে আক্রমণ হয়। এরপর নমাজ শেষ হওয়ার পরই শহরে হামলা চালায় ইজরায়েলের সেনা। ওই সময় সেখানে প্রচুর সংখ্যায় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৯৬৭ সালে ছ'দিনের যুদ্ধের (সিক্স ডে ওযার) পর থেকেই ইজরায়েল ওয়েট ব্যাঙ্ক দখল করে নেয় ইজরায়েল। তারপর থেকেই সংঘাত আরও বেড়ে যায়। অধিকৃত এলাকায় একের পর এক অভিযান চালায় তেল আভিভ। এক পরিসংখ্যান মতে, চলতি বছর এখনও পর্যন্ত ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনের লড়াইয়ে হিংসার বলি হয়েছেন প্যালেস্তাইনের ১৬১ জন নাগরিক। ২১ জন ইজরায়েলিও।

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার তিনটি প্রাচীন মূর্তি

কিশনগঞ্জ, ২১ জুন ঃ বিহারের কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন কানহাইয়া জি স্তূপ বা টিলার পাশের একটি জমি থেকে তিনটি অতি প্রাচীন শ্রী বিষ্ণুর, বিষ্ণু বাহন গোরু ও লক্ষ্মী দেবীর কষ্টি পাথরের মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে মাটি খুঁড়ে ওই তিনটি মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারের পরই প্রাচীন মূর্তিগুলি পোয়াখালী থানার পুলিশ মহকুমা শাসক অমিতাভ কুমার গুপ্তার নির্দেশে রাতে হেপাজতে নেয়। মূর্তিগুলি উদ্ধারের পর ঘটনাস্থলে ভারত ও নেপালের মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে। তিনটি মূর্তি পরিষ্কারের পরে গ্রামবাসীরা পুজো অর্চনাও শুরু করেছে। বুধবার ওই অঞ্চলের প্রবীণদের বক্তব্য, কানহাইয়া জি স্তূপের উপর বর্তমানে যে প্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরটি রয়েছে। সেটা ছাড়াও ছোট কানহাইয়া জি স্তূপে আরেকটি মন্দির ছিল। এই তিনটি মূর্তি সেই মন্দিরেই ছিল। কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। আর মূর্তিগুলি মাটি চাপা পড়ে যায়। ব্যাপক বিবাদের পরে পুলিশ গ্রামবাসীদের সঙ্গে চুক্তি করে তিনটি মূর্তি হেপাজতে নেয়। বর্তমানে তিনটি মূর্তি বর্তমানে কানহাইয়া জি স্তূপের উপর বিষ্ণু মন্দিরে রাখা হয়েছে। মহা ধুমধামে পুজো অর্চনা চলছে। বুধবার মহকুমা শাসক অমিতাভ কুমার গুপ্তার বক্তব্য, প্রশাসন বিশেষ পদক্ষেপ নেবে।

Name Change

I, ANURADHA AHUJA (old name) D/O SUBHASH AHUJA, residing at 11/11A, Mayfair Road, East End Gardens, Block-L, Flat 1B, PO-Ballygunge, PS-Karaya, Kolkata- 700019 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RITIKA MENDA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/06/2023. ANURADHA AHUJA and RITIKA MENDA both are same and one identical person.

Name Change

I, RAKESH AGARWALA (old name) S/O BISWAMBHAR AGARWALA residing Urbana Bl T4 7 th Floor 0703, 783, Anandapur, Madurdhah, Kolkata- 700107 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RAKESH AGARWAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/06/2023. RAKESH AGARWALA and RAKESH AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change

I, AFROZ FAIYAZI (old name) D/O FAIZ ALAM, residing at Q-606/3B, Slaughter House Road, Garden Reach, Kolkata-700024 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AFROZ FAIZ, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/06/2023. AFROZ FAIYAZI and AFROZ FAIZ both are same and one identical person.

Name Change

I, JURAN GHOSH (old name) S/O – LATE SUDHIR GHOSH, residing at Garia Govt. Colony, T.S. Road, PO-Boral, PS- Narendrapur, South 24 Pgs, Pin-700154 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JUREN GHOSH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/06/2023. JURAN GHOSH and JUREN GHOSH both are same and one identical person.

Name Change

I, ASHOK SAHOO (old name) S/O SHANKAR SAHOO residing at 14/A Uttar Prasad Nagar, Rabindra Sarani, Hazinagar, Barrackpore, Pin-743135 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHOK KUMAR SAHOO, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/06/2023. ASHOK SAHOO and ASHOK KUMAR SAHOO both are same and one identical person.

Name Change

I, TIMIR ACHARJEE (old name) S/O Late Ramesh Chandra Acharjee, residing at 3/13A, Jadav Garh, Haltu, PO-Haltu, Kolkata-700078 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TIMIR KANTI ACHARJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/06/2023. TIMIR ACHARJEE and TIMIR KANTI ACHARJEE both are same and one identical person.

Name Change

I, SANCHITA AGARWALA (old name) W/O RAKESH AGARWAL residing at Urbana Flat 703, 7 th Floor, 783, Anandapur, PO-EKT, Kolkata-700107 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SANCHITA AGARWAL, videan affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/06/2023. SANCHITA AGARWALA and SANCHITA AGARWAL both are same and one identical person.

ভোট দিলে জরিমানা, দশ হাজার টাকা জরিমানার নিদান দিয়েছেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ ভোট দিলে দিতে হবে জরিমানা। দশ হাজার টাকা জরিমানার নিদান দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামে সালিশি করে গ্রামবাসীরা এমন নিদান দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি মালদার গাজল ব্লকের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। এই অঞ্চলে বড় জগদীশপুর, দোআঁশ এলাকায় নেই কোন পাকা রাস্তা। সামন্য বৃষ্টিতেই চলাফেরার অযোগ্য হয়ে ওঠে এই রাস্তা। দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশী সময় ধরে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয় নি। নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। পুকুরের জল একমাত্র ভরসা। বহুবার আবেদন করা হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে গাজল ব্লকে। আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি। ভোট আসলেই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। ভোট মিটতেই কথা রাখেন না কেউ। তাই এবার গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। সালিশি করে নিদানও দিয়েছেন গ্রামবাসীরা কেউ ভোট দিতে গেলে দিতে হবে ২০ হাজার টাকা জরিমানা। এলাকার বাসিন্দা সন্তোষী মন্ডল বলেন এমন পরিস্থিতি দীর্ঘদিনের। তাই এবার এমনই ভাবনা। গ্রামের আরো এক বাসিন্দা বলেন, ৪৫ বছর ধরে বসবাস করছি। চারিদিকে বড় বড় ঝা চকচকে রাস্তা হয়েছে। কিন্তু তাদের গ্রামের হাল আজও ফেরে নি। বর্ষাকালে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে এএ পথ দিয়ে চলতে। আজ তাই পথে নেমেই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

চোপড়ার মৃত সিপিআইএম নেতাকে শিলিগুড়িতে শেষ শ্রদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুন ঃ ১৫ জুন মনোনয়ন দিতে যাওয়ার সময় বাম ও কংগ্রেসের মিছিলে গুলি চালানোর ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল চোপড়া। এই ঘটনায় আহত সিপিআইএম কর্মী মনসুর আলমের মৃত্যু হল শিলিগুড়ির বেসরকারি নার্সিংহোমে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সিপিআইএমের নেতৃত্ব। জানানো হল শেষশ্রদ্ধা। ঘটনার পর আহত সিপিআইএম কর্মী মনসুর আলম ও তার কাকা নৈমূল হককে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। মনসুর আলমকে প্রথমে শক্তিগড়ের একটি নার্সিংহোমে ও পরে খালপাড়ার নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ছয়দিন লড়াই করার পর মঙ্গলবার গভীর রাতে মৃত্যু হল মনসুর আলমের। অন্যদিকে নৈমূল হক বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন সিপিআইএম কর্মী মনসুর আলমের মৃত্যুর খবর পেয়েই নার্সিংহোমে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান সিপিআইএম- এর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, অশোক ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব ও সমর্থকরা। জানা গেছে বিকেলে ময়নাতদন্তের পর তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে এদিন মৃতদেহ নার্সিংহোম থেকে বের করার পরেই সিপিআইএম - এর তরফে মৃতকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই বিষয়ে বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য্য বলেন, সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী পঞ্চায়েতের যে অধিকার তা নিয়ে সংগ্রাম চলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাদের হাতে আমাদের মনসুর আলম শহীদ হল। এর দায় সম্পূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের।

চিরেকায় নবম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন

চিত্তরঞ্জন, ২১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৩ আজ ২১.০৬.২০২৩ তারিখে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন ফ্যাক্টরিতে (চিরেকা) 'হর অঙ্গন যোগের জন্য যোগ এবং বাসুধৈব কুটুম্বকম' থিমে পালিত হয়েছে যোগের মাধ্যমে সুস্থ থাকার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছে যোগের উপযোগিতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুসরণ করেছে। এই উপলক্ষ্যে রেলওয়ে শহরের বিভিন্ন নির্ধারিত স্থানে যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এতে কমন ইয়োগা প্রোটোকল (সিওয়াইপি) অনুসরণ করে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং যোগ ব্যায়াম করেন। রেল বোর্ডের নির্দেশে, সকালে চিত্তরঞ্জন ক্লাবে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে, শ্রী দেবী প্রসাদ দাশ, জেনারেল ম্যানেজার চিরেকা এবং চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভাপতি ডাঃ অবঞ্জলি সতপতীর উপস্থিতিতে। প্রধান বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মকর্তারা যোগ ব্যায়াম করেন। এছাড়াও, রেলওয়ে সেক্টরের ওয়ার্কস অফিস, স্টিল ফাউন্ড্রি, চিকিৎসা ভবন, কারখানা লোকো এবং ডানকুনি, চিরেকার একটি সহায়ক ইউনিটে দুটি জায়গায় যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে বিপুল সংখ্যক চিরেকা কর্মীরা অংশ নিয়ে যোগ দিবসের উদ্দেশ্য সফল করেন। শিবিরে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগব্যায়াম অনুশীলন করানো হয় যোগ বিশেষজ্ঞ দ্বারা। এর সাথে, আরপিএফ চিরেকা উইং দ্বারা আর্চারি অ্যাকাডেমিতে যোগ শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে সকল দপ্তরের প্রধান ও চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, কর্মকর্তা- কর্মচারীরা তাদের পরিবারের সদস্যসহ অংশগ্রহণ করেন। সংবাদ সম্পাদকের কাছে জনসংযোগ বিভাগ, চিরেকা চিত্তরঞ্জন কর্তৃক ইস্যু করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব রেলের যোগ দিবস পালন

গোরক্ষপুর, ২১ জুন ঃ উত্তর- পূর্ব রেলের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে, ২৩ জুন, ২০২৩ তারিখে, পার্সোনেল বিভাগের তত্বাবধানে, গোরখপুর সদর দফতর এবং তিনটি বিভাগ, প্রধান স্টেশন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং এই সমস্ত স্থানে যোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ডিজেল লবি মহাব্যবস্থাপক, উত্তরপূর্ব রেলওয়ে শ্রী চন্দ্র বীর রমনের নেতৃত্বে বিভাগীয় প্রধান, মহিলা কল্যাণ সংস্থার সদস্যরা, রেলওয়ে সিনিয়র অফিসার এবং তাদের পরিবার গোরখপুর সদর দফতরে রেলওয়ে অফিসার ক্লাবে যোগাসন করেন। মহাব্যবস্থাপক শ্রী রমন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। একইভাবে, রেলওয়ে আধিকারিক, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা বৃহৎ আকারে অংশ নিয়েছিলেন এবং গোরক্ষপুরের মাল্টিডিসিপ্লিনারি মেথড ট্রেনিং সেন্টারে দক্ষ যোগ প্রশিক্ষকদের তত্বাবধানে যোগব্যায়াম অনুশীলন করেছিলেন। যোগ প্রশিক্ষক জনাব আমিরুদ্দিন খান এবং আরাধনা সিং যোগ এবং কু-প্রদর্শন করেন। দর্শিকা ও ভারতী গবেষণা করেছেন। মহাব্যবস্থাপক মিঃ চন্দ্র বীর রমন বলেন, যে যোগব্যায়াম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং একজন ব্যক্তি তার কাজগুলি চাপমুক্ত করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যোগব্যায়ামকে প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন, যোগব্যায়ামকে তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে, রেলকর্মীদের উচিত নিজেদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রেখে নিরবচ্ছিন্ন রেল চলাচলে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যোগব্যায়াম প্রশিক্ষক জনাব আমিরুদ্দিন খান বলেন, যোগাসনের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এটি শরীরকে সুস্থ রাখে এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি করে না। যোগের মাধ্যমে অনেক রোগ প্রতিরোধের কথাও জানান তিনি। তিনি বলেন, যোগাসনের উদ্দেশ্য হলো আমাদের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। যোগ ব্যায়ামের সময়, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে প্রাণায়াম এবং অন্যান্য ধরনের যোগ অনুশীলন করেন। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন শ্রীমতি রচনা শ্রীবাস্তব। যোগ দিবসে, সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়াম, রেল প্রোটেকশন ফোর্স ট্রেনিং সেন্টার এবং মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুরে যোগ ব্যায়াম করা হয়েছিল। নর্থ ইস্টার্ন রেল বয়ে অ্যান্ড গার্লস ইন্টার কলেজ এবং সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা যোগব্যায়াম করেন।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে আবার বিতর্ক রাজনৈতিক মহলে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ জুন ঃ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে আবার বিতর্ক রাজনৈতিক মহলে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ তার ফেসবুক একাউন্টে লিখেছেন দীপক ভট্টাচার্য্য সহ ১২ জন অঞ্চল সভাপতি ও অন্যান্য নেতাদের কাছে আমার দাবি বিরোধী শূন্য ব্লক চাই। উদয়ন গুহর এই ফেসবুক পোস্টের পর স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধীদের অভিযোগ নির্বাচনে অশান্তি সৃষ্টি করতেই নির্বাচনের আগে উদয়ন গুহ এই উস্কানিমূলক ফেসবুক পোস্ট করেছেন। মনোনয়নপত্র জমার দিন থেকে শুরু করে স্ক্রুটনির দিন পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে, সেই জায়গায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি এবং অঞ্চল সভাপতিদের উদয়ন গুহের এই ধরনের নির্দেশ এলাকায় আরও অশান্তি বাড়াবে বলে দাবি বিরোধীদের। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, উদয়ন গুহ ভয় পাচ্ছে। প্রথমেই বিজেপি প্রার্থীরা যাতে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারে তার জন্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী গোটা উত্তরবঙ্গ ছেড়ে শুধু দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকে পড়েছিল যাতে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারে। কিন্তু তারপরেও বিজেপি সেখানে প্রার্থী দিয়েছে। সেখানে নির্বাচন হবে। আর বিজেপি সেখানে অনেক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবে। আর সেই কারণেই উদয়ন গুহ এই ধরনের পোস্ট করছে। যদিও এই বিষয়ে উদয়ন গুহ জানিয়েছেন, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে আমার দলের কর্মীদের উজ্জীবিত করবো, তাদের টার্গেট ঠিক করে দিবো এতে অস্বাভাবিকের কি রয়েছে? আমাদের কর্মীরা যেভাবে কাজ করছে যেভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব মানুষের জন্য কাজ করছে প্রতিটি এলাকায় উন্নয়ন করছে তাতে এটা আশা করায় অন্যায় কি রয়েছে। আমার সেই আশাটাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছি।

দুর্নীতিগ্রস্ত এবং খুনের দায়ে অভিযুক্তদের টাকার বিনিময়ে প্রার্থী করেছে জেলা সভাপতি এবং প্রতিমন্ত্রী, শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুন ঃ তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক ব্যানার্জি নবজোয়ার যাত্রায় এসে নির্দেশ দিয়েছিলেন বুথের কর্মীদের গুরুত্ব দিতে হবে। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোকেদের প্রার্থী করতে হবে। কিন্তু প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর ক্রমশঃ ভাঙন ধরছে তৃণমূলের অন্দরে। নেতা থেকে শুরু করে কর্মীরা দল ছাড়ার হিড়িক পড়ে গেছে শাসক শিবিরে। টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রির একাধিক অভিযোগ উঠছে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। এবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে বড়োসড় ভাঙন তৃণমূলে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে দুর্নীতি-গ্রস্ত এবং খুনের দায়ে অভিযুক্তদের প্রার্থী করার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে দলত্যাগ করলেন মালদা জেলা পরিষদের বিদায়ী সদস্যা মমতাজ বেগম, তার স্বামী তথা তৃণমূল নেতা আমিনুল হক, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী বন ও ভূমি কর্মাধক্ষ্য আদিত্য মিশ্র সহ প্রায় দুই শতাধিক তৃণমূল কর্মী। যোগদানকারীদের অভিযোগ মন্ত্রী রহিম বক্সী এবং বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রি করেছেন। তৃণমূল কর্মী উজ্জ্বল দাস খুনের ঘটনায় যারা অভিযুক্ত তাদেরকে প্রার্থী করেছেন। তাই তারা দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করলে। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক মোস্তাক আলমের নেতৃত্বে হয় এই যোগদান কর্মসূচি। যদিও এই যোগদানকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি তারা দলের সব সুযোগ সুবিধা নিয়ে আজ দলকে বদনাম করছে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে জেলা রাজনৈতিক মহলে। যোগদানকারী বিদায়ী জেলা পরিষদ সদস্যা মমতাজ বিবি বলেন, আমরা দলটা ভালোবেসে করেছি। কিন্তু এখানকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী তাজমুল হোসেন দল শেষ করে দিলেন। টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রি করেছেন। তৃণমূল নেতা আমিনুল হক বলেন, যারা তৃণমূল কর্মী খুনের দায়ে অভিযুক্ত তাদেরকেই প্রার্থী করছে। দলে একনায়ক তন্ত্র এবং দুর্নীতি চলছে। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আজ কংগ্রেসে যোগ দিলাম। আদিত্য মিশ্র জানান, দলের মধ্যে লুঠতরাজ এবং মাফিয়া রাজ চলছে। এই বছর তৃণমূলের ফলাফল খুব খারাপ হবে। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আলম বলেন, আজ তৃণমূল থেকে নেতৃত্ব সহ প্রায় ২০০ কর্মী কংগ্রেসের যোগ দিয়েছে। মানুষ তৃণমূলের প্রতি বিতশ্রদ্ধ। তৃণমূল এবার ভোট লুট করতে এলে মানুষ জবাব দেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বিশ্বভারতীতে মহিলা গবেষক নিগ্রহের ঘটনায় পদক্ষেপের পথে

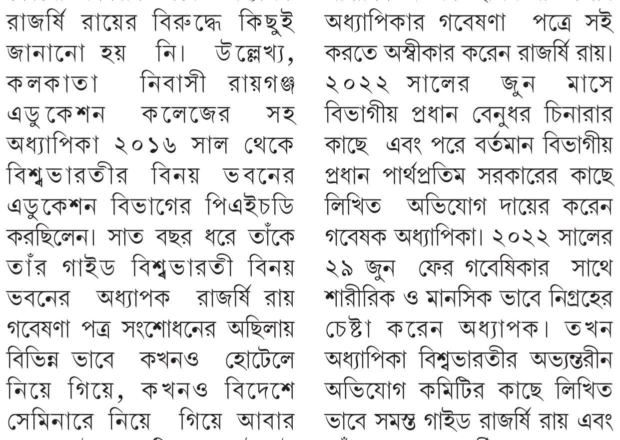

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২১ জুন ঃ বিশ্বভারতীতে এক গবেষক মহিলাকে উপর্যুপরি শারীরিক নিগ্রহের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্বভারতীকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছে, বিশ্বভারতী কি পদক্ষেপ নিয়েছে। পাশাপাশি, অধ্যাপক সংগঠনের দুই পদাধিকারী অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য এবং কৌশিক ভট্টাচার্য্যকে জ্ঞাতার্থে সেই বিষয়ে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। চলতি বছরের ১৫ জুন পাঠানো এই চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আণ্ডার সেক্রেটারি অঞ্জু মোহন গোলহোত্রা অধ্যাপক সংগঠনের দুই পদাধিকারী অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য এবং কৌশিক ভট্টাচার্য্যের ইমেইল মাধ্যমে ৮ জুন অভিযোগ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন। অধ্যাপক সংগঠনের অভিযোগ, উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মহিলা গবেষক শ্লীলতাহানি অভিযোগে অভিযুক্ত অধ্যাপক রাজর্ষি রায়ের অপরাধকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটির স্পষ্ট উল্লেখ সত্ত্বেও অভিযুক্ত অধ্যাপক রাজর্ষি রায়ের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। অভিযোগ, অধ্যাপক রাজর্ষি রায় আটাশ দিনের বেশি জেল হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও, সার্ভিস রুল অনুযায়ী তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়নি। অথচ, সহকর্মীদের কথায় সাসপেণ্ড নোটিশ ধরান তিনি। যদিও, বিশ্বভারতীর তরফে জন সংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিশ্বভারতী মিডিয়া রিপোর্ট দেখে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। প্রশাসনের তরফে এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি ভাবে অধ্যাপক রাজর্ষি রায়ের বিরুদ্ধে কিছুই জানানো হয় নি। উল্লেখ্য, কলকাতা নিবাসী রায়গঞ্জ এডুকেশন কলেজের সহ অধ্যাপিকা ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের এডুকেশন বিভাগের পিএইচডি করছিলেন। সাত বছর ধরে তাঁকে তাঁর গাইড বিশ্বভারতী বিনয় ভবনের অধ্যাপক রাজর্ষি রায় গবেষণা পত্র সংশোধনের অছিলায় বিভিন্ন ভাবে কখনও হোটেলে নিয়ে গিয়ে, কখনও বিদেশে সেমিনারে নিয়ে গিয়ে আবার কখনও ট্রেনে, স্কুটি বা প্রাইভেট গাড়ির মধ্যে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং এমনকি শারীরিক নিগ্রহও করেন। অধ্যাপক রাজর্ষি রায় গবেষিকা অর্থাৎ নিগৃহীত অধ্যাপিকাকে বিভিন্ন হুমকি সহ গবেষণায় অসহযোগিতা করতে থাকেন। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করায় অধ্যাপিকার গবেষণা পত্রে সই করতে অস্বীকার করেন রাজর্ষি রায়। ২০২২ সালের জুন মাসে বিভাগীয় প্রধান বেনুধর চিনারার কাছে এবং পরে বর্তমান বিভাগীয় প্রধান পার্থপ্রতিম সরকারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গবেষক অধ্যাপিকা। ২০২২ সালের ২৯ জুন ফের গবেষিকার সাথে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নিগ্রহের চেষ্টা করেন অধ্যাপক। তখন অধ্যাপিকা বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীন অভিযোগ কমিটির কাছে লিখিত ভাবে সমস্ত গাইড রাজর্ষি রায় এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মী অধ্যাপক যারা এই কাজে তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, সেই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ করেন।

তৃণমূলের পতাকা ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাঁকুড়ায়

অনিরুদ্ধ, বাঁকুড়া, ২১ জুন ঃ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। রাস্তার ধারে টাঙানো তৃনমূলের দলীয় পতাকা ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার ধুলাই চৌমাথা এলাকায়। সূত্রের খবর, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ধুলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলাই চৌমাথা এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এবং তার আশেপাশে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য একাধিক দলীয় পতাকা লাগান তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। এমনকি দলীয় কার্যালয়ে দেওয়াল লিখনের জন্য চুন তৈরি করে রাখা ছিল তৃণমূলের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা তৃণমূলের সেই দলীয় পতাকাগুলি ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দেয়। এমনকি গোলা চুনের পাত্রটিও ড্রেনে ফেলে দেয় । যা নিয়ে শুরু হযেছে শাসক বিরোধী তরজা। ঘটনার কথা থানায় জানানো হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। তৃণমূলের অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য এই ধরনের কার্যকলাপ করছে বিজেপি এই নিয়ে অভিযোগ করে ধুলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান শেখ হাফিজুল বলেন, রাতের অন্ধকারে চোরের মতো এই কাজ করেছে বিজেপি। ওদের জনসমক্ষে আসার ক্ষমতা নেই। আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে না পেরে উঠে এখন আমাদের দলীয় পতাকা, চুন এসব নর্দমার জলে ফেলে দিচ্ছে। এতে ওদের কি লাভ হচ্ছে! এসব করে কি নির্বাচনে ওরা জিততে পারবে! মানুষ সব দেখছেন। ওরা যতই নোংরামো করুক, মানুষ এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকেই বেছে নেবেন। সোনামুখী ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, এটা যে বিজেপিরই কাজ সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই সোনামুখীতে বিজেপি সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আমাদের দলের কর্মীদের, প্রার্থীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। অন্যদিকে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী জানান, এই ধরনের নোংরা রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় বিজেপি। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সোনামুখী এলাকায় বিজেপি এতটাই ভালো জায়গায় রয়েছে যে এবারের ভোটে খুব ভালো ব্যবধানে আমরা জিতব। আমাদের দলের কোনও কর্মী এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। এলাকায় তৃণমূলের অনেক গোষ্ঠী রয়েছে। তাঁদের গিয়ে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে এই কাজ কারা করেছে।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে আবার উত্তপ্ত হয়ে গীতালদহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো দিনহাটার গীতালদহ। এদিন সকাল ১১টা নাগাত নির্দল প্রার্থীর দাদা জামিরুল হক কে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জানা যায় বুধবার সকালে ওই নির্দল প্রার্থী হামিদুল হকের দাদা জামিরুল হক বাড়ির বাইরে বের হন। তখন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা তার উপর চড়াও হয় এবং ব্যাপক মারধর করে এমনটাই অভিযোগ জামিরুল হকের। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গীতালদহ ফাঁড়ির পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ জামিরুল হক কে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে জামিরুল দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। জামিরুলের স্ত্রী জানান আমার স্বামীকে তৃণমূলের দুস্কৃতীরা মারধর করেছে। জামিরুল জানান, আমার ভাই এলাকায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছে। আমি রাজনীতির আগে- পিছে নেই। জামিরুল হক জানান, আমি সকালে বাড়ি থেকে বাইরে বের হলে সেই সময় তৃণমূলের দুস্কৃতীরা আমাকে মারধর করে। পুলিশি সহায়তায় পরে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

প্রচুর ব্রাউন সুগার সহ আটক মহিলা, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুন ঃ খাবারের দোকানের আড়ালে চলছিল ব্রাউন সুগারের চোরা ব্যবসা। ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়েছে শিলিগুড়ির ৩১ নং জাতীয় সড়কের শালুগাড়ার থুথতে বাজার এলাকায়। জানা গিয়েছে, শালুগাড়া বাজার এলাকায় খাবারের দোকানের আড়ালে ব্রাউন সুগার ছোট ছোট ক্যাপসুলের মতো বানিয়ে বিক্রি করত। বেশ কয়েক মাস ধরেই এই অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছিল এক মহিলা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আজ সেই অবৈধ ব্যবসার পর্দা ফাঁস করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে পাকরাও করে অভিযুক্ত মহিলাকে । সাথে দোকানের ভেতর থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত মহিলার নাম গীতা শেরপা। NDPS আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

জেলায় যথাযথ মর্যাদার সাহায্যে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালিত হলো জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটির পক্ষ থেকে বুধবার এক প্রভাত ফেরীর পাশাপাশি প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী সংস্থার পক্ষ থেকে পুরসভার কাউন্সিলর সহ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে রাজযোগ মেডিটেশনের সহ যোগ ব্যায়াম সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এদিন জলপাইগুড়িতে বিশেষ দিনটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে ব্রহ্মা কুমারী সংস্থার পাশাপাশি বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটির তরফে একটি প্রভাত ফেরীর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের সারাদিন ব্যাপী নানান কর্মসূচির। বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটির পক্ষ থেকেও একটি প্রভাত ফেরীর পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিশেষ দিনটি যথাযথ সম্মানের সহিত পালন করেন এবং সাধারণ মানুষকে যোগাসনের গুরুত্ব নিয়েও নানারকম প্রচার চালানো হয়।

ভিশন ২০৪৫ নিয়ে মেয়রের সঙ্গে বৈঠক এসজেডিএ চেয়ারম্যানের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুন ঃ শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নে ভিশন ২০৪৫ প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। সেই উদ্দেশ্যেই বুধবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প নিয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। শহরকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে ভিশন ২০৪৫ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেই বিভিন্ন কাজ করা হবে। বুধবার, সেই লক্ষ্যেই শিলিগুড়ির পিডব্লুডি ইন্সপেক্সন বাংলোতে মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে বৈঠক সারলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। উন্নয়নের কাজ কিভাবে হবে এবং ২০৪৫ শিলিগুড়ি কোন জায়গায় পৌঁছাবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন কলকাতার একটি সংস্থার সদস্যরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এদিন বৈঠক শেষে সৌরভ চক্রবর্তী জানান বর্ধমান রোডে অবস্থিত অসমাপ্ত ফ্লাইওভারের কাজ দ্রুত শেষ করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে বিকল্প রাস্তা তৈরির কাজ দ্রুত শুরু হবে। ইস্টার্ন বাইপাস এলাকার রেলগেটে যানজটের সমস্যা মোকাবিলায় ফ্লাইওভার তৈরি করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

তিস্তা ও জলঢাকা নদীতে হলুদ সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুন ঃ গত ১৭ তারিখ থেকে টানা ND ৩১ জলঢাকায় অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতার পাশাপাশি ১৮ তারিখ থেকে দোমহনি তিস্তা বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত এবং মেখলিগঞ্জের অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি বলেই জানা যায় বুধবার জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে। অতি বৃষ্টিপাতে মহীরুহের ভূতল সজ্জা, বন্ধ যাতায়াত। রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহর, ভোর হতেই গাছ পরে বন্ধ শিলিগুড়ি - জলপাইগুড়ি যাতায়াতের পথ। মঙ্গলবার রাত থেকে শক্তি বাড়িয়ে ছিলো বর্ষা, অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছিলো জলপাইগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড, বুধবার ভোরের আলো ফুটতেই সামনে এলো বিপর্যয়ের দৃশ্য, জলপাইগুড়ি শহর থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াতের পথে শান্তি পাড়ায় রাস্তার ওপর পরে রয়েছে বিশালাকৃতির গাছ। ঘুর পথে চলছে যানবাহন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা নিত্য যাত্রী রিনা বণিক জানান, হঠাৎ করেই গাছটি রাস্তার ওপর পরে গেলো এখন বাধ্য হয়েই ঘুরপথে যেতে হচ্ছে, সময় লাগছে এটাই দুর্ভোগ। অপর এক স্থানীয় বাসিন্দা সুবীর সাহা বলেন, গত কয়েক দিন ধরে যে পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় বড় গাছটি রাস্তার ওপরে হেলে পড়েছে, আপাতত রাস্তা বন্ধ। গাছ কেটে পরিস্কার করলে দীর্ঘক্ষণ পর যাতায়াত স্বাভাবিক হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

Controlling Officer/EWS, KMC invites e-tender for the under mentioned work :

NIT No. : EWS/REP/NZ/01/2023-24

Name of the work : **Improvement of lighting system and allied works at foundry shop at EWS Department;** Estimated Cost : ₹ **2,96,034.00;** Earnest Money : ₹ **5,950.00;** Last date and time of submission of bid (Online) : **04.07.2023 (12.30 pm);** The bid forms and other details are available on and from **23.06.2023 at 4.30 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : LTG/72/36/V/Z-II/23-24

Name of the work : **Repairing & replacement of street lighting system at North Sealdah Rd & other sites in Ward No. 36;** Estimate Amount : ₹ **1,99,996.04;** Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(2) NIT No. : LTG/73/37/V/Z-II/23-24

Name of the work : **Repairing & replacement of street lighting system at Baithakkhana Rd & other sites in Ward No. 37;** Estimate Amount : ₹ **1,99,935.24;** Earnest Money : ₹ **4,000.00.**

(3) NIT No. : LTG/74/36/V/Z-II/23-24

Name of the work : **Renovation of street lighting system at Beliaghata Rd & other places in Ward No. 36;** Estimate Amount : ₹ **4,99,923.74;** Earnest Money : ₹ **10,000.00.**

(4) NIT No. : LTG/75/37/V/Z-II/23-24

Name of the work : **Improvement of street lighting system at Surya Sen St. & other sites in Ward No. 37;** Estimate Amount : ₹ **4,99,700.53;** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Period of Completionn : **30 days (For Sl. No. 1 to 4);** Last date and time of submission of bid : **07.07.2023 upto 4 pm (For Sl. No. 1 to 4);** The bid forms and other details are available on and from **23.06.2023 at 6 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

Executive Engineer (WS)/IGWTP, KMC invites e-tender for the following works **(Submission of Bid through Online).**

(1) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/035/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Maintenance of surrounding utilities areas of new 20MGD WTP at IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **2,50,510.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **5,100.00;** Time of completion : **240 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/036/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Maintenance of surrounding areas of 'D' and 64inch dia Tallah-Palta Water Transmission main valve chamber for operation at IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **2,31,509.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **5,000.00;** Time of completion : **240 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/037/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Maintenance of the high tension cable yard premises at the South-Eastern part of the 33KV Sub-Station Building at IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **2,89,345.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Time of completion : **120 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/038/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Maintenance of the 1st point HT power receiving switch room and adjacent lavatory beside gate No.- 3 under IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **2,89,789.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Time of completion : **120 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/039/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Maintenance of HT switch gears at 2nd point switch room under IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **4,83,259.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Time of completion : **20 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/040/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Restoration of 1.1KV grade power receiving distribution panel having interconnectivities between TR-7 (100KVA) and TR-12 (500KVA) as exists within the 2nd point switch room, IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **4,44,727.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Time of completion : **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/041/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Maintenance of the liquid resistance controller for HTM No.-1 and 3 of intake-1, IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **4,99,007.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Time of completion : **40 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/042/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Maintenance and refilling of oil lubricants of HT pumps at intake station No.-1 under IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **4,88,689.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Time of completion : **60 days.**

(9) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/043/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Repairing of the leakage back wash header at the entry point towards filter bed outlet gallary of Module-5, IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **2,93,348.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Time of completion : **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/EE/IGWTP/044/23-24 dt. 19.06.2023

Name of work : **Maintenance of the areas within FST by cleaning & removal of Water Weeds, Jhaji, Hyacinths etc. along the Gate No.-3 at IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **4,79,816.00 (Including GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Time of completion : **90 days;** Cost of tender & tender documents : **Nil (For Sl. No. 1 to 10);** Last date & time of online submission of tender : **18.07.2023 upto 1 pm (For Sl. No. 1 to 10);** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only.** KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. **(For Sl. No. 1 to 10).**

CORRIGENDUM

(A) NIT No. : KMC/VI/053/004/2023-2024/D, (B) NIT No. : KMC/VI/061/004/2023-2024/R/Bustee, (C) NIT No. : KMC/VI/060/005/2023-2024/R/ Bustee of Engg. Deptt. (C), Br.-VI published in this Newspaper (Key No. 293/23-24) on 17.06.2023 Estimated cost of Sl. No. 1 should be read as ₹ **4,91,091.00** instead of ₹ 4,91,092.00, Sl. No. 3 should be read as ₹ **3,99,189.00** instead of ₹ 3,99,190.00, Sl. No. 5 should be read as ₹ **3,99,004.00** instead of ₹ 3,99,005.00.

NIT No. : KMC/EE_PS/V/45/1/23-24 of P&S Deptt. published in this Newspaper (Key No. 254/23-24) on 10.06.2023 Last date and time of submission of bid of Sl. No. 1 should be read as **24.06.2023 at 1 pm** instead of 17.06.2023 at 1 pm. 311/23-24

শরীর-মনকে সতেজ রাখতে যোগার বিকল্প নেই, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বার্তা সচিন-লক্ষ্মণদের

নয়াদিল্লি, ২১ জুনঃ যোগাসনের প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। নিয়মিত যোগচর্চা করলে শরীর রোগমুক্ত থাকে। শরীরে ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রচুর মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করার জন্য নিয়মিত যোগা করেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের একাধিক তারকাও নিয়মিত যোগাসন করেন। আজ ২১ জুন। সারা বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে যোগ দিবস। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে শরীর ও মনকে সতেজ রাখার জন্য বিশেষ বার্তা দিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর থেকে শুরু করে অজিঙ্ক রাহানেরা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কী কী বার্তা দিলেন শেহওয়াগ-লক্ষ্মণরা? ভারতীয় কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের যোগচর্চার অভ্যাসের কথা কারও অজানা নয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে নিজের ২টি ছবি শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় মাস্টার ব্লাস্টার লেখেন, 'শরীর ও মনের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য যোগচর্চা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।' একইসঙ্গে সচিন তাঁর অনুরাগীদের কাছে জানতে চান, তাঁদের প্রিয় যোগাসন কোনটি? আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রাক্তন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেছেন। একইসঙ্গে তিনি জানান, নিজেদের বোঝার ও চেনার জন্য আয়না হিসেবে কাজ করে যোগ। তাঁর কথায়, 'বিশ্বকে দেওয়া ভারতের অন্যতম উপহার হল যোগ।' ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ নিজের একটি শীর্ষাসন করার ভিডিয়ো ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করেছেন। এবং সকলকে যোগ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শেহওয়াগের পাশাপাশি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রজ্ঞান ওঝা বৃক্ষাসনের ছবি শেয়ার করে সকলকে যোগ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এবং মানসিক চাপ কমাতে ও সুস্থ জীবনযাপন করতে যোগকে বেছে নিতে বলেছেন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে একটি সুইমিং পুলের ধার থেকে যোগচর্চা করার ছবি শেয়ার করে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অজিঙ্কে রাহানে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর যোগাসনে মগ্ন নিজের ২টি ছবি দিয়ে টুইটারে লিখেছেন, 'যোগ শুধুমাত্র শরীরে শক্তিই জোগায় না, একইসঙ্গে আত্মা ও মনকেও সতেজ করে।'

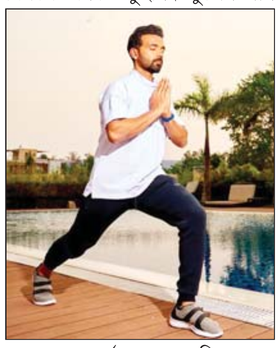

বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন দেশের মেয়েরা

হংকং, ২১ জুনঃ ইমার্জিং উইমেন্স এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন ভারত। এক ম্যাচ খেলেই ফাইনালে পা রেখেছিল ভারতীয় মেয়েরা। ইমার্জিং এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয় ভারত ও বাংলাদেশ। বৃষ্টি বিঘ্নিত হংকংয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে হারিয়ে দেওয়া বাংলাদেশ। বুধবার ফাইনাল ম্যাচে বৃষ্টি আর বাধা হয়নি। সুষ্ঠুভাবেই পড়শি দেশের টাইগ্রেসদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়া এ টিম। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লো স্কোরিং ফাইনাল ম্যাচ ৩১ রানে জিতে নিয়েছেন শ্বেতা শেরাওয়াত, তিতাস সাধুরা। ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নিলেন দুই স্পিনার মন্নত কাশ্যপ এবং শ্রেয়াঙ্কা পাটিল। জুটিতে ৭টি উইকেট নিয়েছেন। ফাইনালে উইকেট পেলেন বাংলার তিতাসও। ফাইনালে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেন ইন্ডিয়া এ

ক্যাপ্টেন শ্বেতা শেরাওয়াত। ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ভারতের স্কোরবোর্ডে ওঠে ১২৭ রান। সর্বাধিক ২৯ বলে ৩৬ রান দীনেশ বৃন্দার। পাঁচটি চার ও একটি ছয় রয়েছে তাঁর ইনিংসে। ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান কনিকা আহুজার (২৩ বলে অপরাজিত ৩০ রান)। ক্যাপ্টেন শ্বেতার অবদান ২০ বলে ১৩ রান। বাংলাদেশের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন নাহিদা আখতার ও সুলতানা খাতুন। চ্যাম্পিয়ন হতে বাংলাদেশের মেয়েদের সামনে লক্ষ্য ছিল ১২৮ রানের। তবে রান তাড়া করতে নেমে প্রথমেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বাংলাদেশ। ১.৫ ওভারে ওপেনার দিলারা আখতারকে ফেরান মন্নত কাশ্যপ। এরপর ৫০ রানের মধ্যে পাঁচটি উইকেট হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ। ১০০ রানের গণ্ডিও পার করতে পারেননি বাংলাদেশের মেয়েরা। শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, মন্নত কাশ্যপ, কণিকা আহুজাদের দাপটে ৯৬ রানে গুটিয়ে যায় প্রতিপক্ষ। ২০তম ওভারে তিতাস সাধুর বলে সঞ্জিদা আফতার মেঘলা ফিরতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে দেশের মেয়েরা। শ্রেয়াঙ্কা ৪, মন্নত ৩ ও কণিকা দুটি উইকেট নিয়েছেন। গোটা টুর্নামেন্টে ফাইনাল-সহ মোট দুটি ম্যাচ খেলেই চ্যাম্পিয়নের ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরছেন তিতাসরা।

সেনেগালের কাছে হেরে ব্রাজিল কোচ বললেন, 'অনেক কিছু শিখেছি'

লিসবন, ২১ জুনঃ ব্রাজিলের দুর্দশা চলছেই। বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার পর ব্রাজিল এখন পর্যন্ত খেলেছে ৩ ম্যাচ। এই সময়ে ব্রাজিলের জয় মাত্র ১টিতে। সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় স্থায়ী কোনো কোচই খুঁজে পাচ্ছে না ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন। অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন, সেই রামন মেনেজেসও সাফল্য এনে দিতে পারছেন না। তাঁর অধীন গিনির বিপক্ষে জিতে জয়ের পথে ফেরা দলটা

গতকাল পর্তুগালের লিসবনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে সেনেগালের কাছে হেরেছে ৪-২ গোলে। সেনেগালের হয়ে জোড়া গোল করেছেন চোটের কারণে বিশ্বকাপ মিস করা সাদিও মানে। ২০১৫ সালের পর এই প্রথমবার ২ গোলের ব্যবধানে হেরেছে ব্রাজিল। ২০১৪ বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এই প্রথম ৪ গোল হজম করেছে তারা। অথচ এই ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে গিয়েছিল ব্রাজিল। ম্যাচের ১১ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ক্রসে হেডে দলকে এগিয়ে নেন লুকাস পাকেতা। ২২তম মিনিটে সমতা ফেরায় সেনেগাল। গোলটি করেন সেনেগাল ফরোয়ার্ড হাবিব দিয়ায়ো। ৫২ মিনিটে নিজেদের জালেই বল জড়ান মার্কিনিওস। সেনেগালের হয়ে বাকি দুটি গোল করেন মানে, যার একটি এসেছে পেনাল্টি থেকে। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিন ম্যাচে এমন দুই হার নিঃসন্দেহে চাপের মুখে ফেলেছে মেনেজেসকে। তবে এই কোচ অবশ্য এমন হারকে দেখছেন শেখার উপলক্ষ হিসেবে। ম্যাচ শেষ সংবাদ সম্মেলনে মেনজেস বলেছেন, ''সাহস রাখাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আজকের ম্যাচটা আমরা জয় দিয়ে শেষ করতে পারতাম। তবে ফুটবল আপনি জিতবেন, না হয় শিখবেন। আমরা অনেক কিছু শিখেছি, এটা এই দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ব্রাজিলের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে।'' ব্রাজিল মূলত দায়িত্ব দিতে চায় রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে। যদিও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটিতে চুক্তির মেয়াদ শেষ করতে চান। তাই ব্রাজিল কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েও 'না' করে দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত আনচেলত্তি ব্রাজিলের কোচ হতে যাচ্ছেন বলে সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো'কে নিশ্চিত করেছেন সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ। কিন্তু আনচেলত্তি এখনই নেইমার-ভিনিসিয়ুসদের দায়িত্ব নিচ্ছেন না। ২০২৪ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি আছে তাঁর। এরপরই ব্রাজিলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেবেন তিনি। সে ক্ষেত্রে আগামী সেপ্টেম্বরে হতে যাওয়া বিশ্বকাপ বাছাইয়েও ব্রাজিলের দায়িত্বে থাকবেন অনূর্ধ্ব-২০ দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রাজিলকে শিরোপা জেতানো ৫০ বছর বয়সী মেনেজেস।

দুশোতম ম্যাচে পর্তুগালকে জিতিয়ে নায়ক রোনাল্ডো

রেকজাভিক, ২১ জুনঃ আন্তর্জাতিক ফুটবলে দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডটা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো আগেই নিজের করে নিয়েছেন। গত মার্চে লিখটেনস্টেইনের বিপক্ষে ইউরো ২০২৪ বাছাইপর্বে কুয়েতি ফুটবলার বদর আল মুতওয়ার ১৯৬ ম্যাচ খেলার রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। গতকাল ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে খেললেন ২০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। উপলক্ষটা স্মরণীয় করে রেখেছেন গোল করে দলকে জিতিয়ে। ইউরো ২০২৪ বাছাইপর্বে গতকাল আইসল্যান্ডকে পর্তুগাল হারিয়েছে ১-০ গোলে। ম্যাচের ৮৯ মিনিটে রোনাল্ডোর পা থেকে আসে গোলটি। এটি ছিল আল-নাসরে তারকার ১২৩ তম আন্তর্জাতিক গোল। যদিও গোলটি বৈধ ছিল কি না, সেটি জানার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। প্রথমে তাঁর গোলটি অফসাইড বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন রেফারি, তবে ভিএআর দেখে অফসাইডের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়া হয় গোল। আইসল্যান্ড গতকাল পর্তুগালের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিছুতেই তাদের রক্ষণ ভেদ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তবে

ম্যাচের ৮১ মিনিটে পর্তুগালের গনসালো ইনাসিওকে বাজেভাবে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে আইসল্যান্ডের থর উইলুমসন মাঠ ছাড়লে দশজনের দল হয়ে যায় আইসল্যান্ড। এর আগেই অবশ্য গোল পেতে পারত আইসল্যান্ড। প্রথমার্ধে দুটি ভালো সুযোগ নষ্ট করেছে তারা। প্রথমার্ধে বেশির ভাগ সময়ই প্রাধান্য বিস্তার করে খেলেছে আইসল্যান্ড। তবে দ্বিতীয়ার্ধে পর্তুগাল ম্যাচের নিয়ন্ত্রণটা নিয়ে নেয়। ভালো কিছু সুযোগও তৈরি করে। এর ফল হিসেবেই ৮৯ মিনিটে রোনাল্ডোর ওই গোল। এই জয়ে ইউরো বাছাইয়ে নিজেদের গ্রুপে শীর্ষে আছে পর্তুগাল। ৪ ম্যাচের সব কটিতে জিতে তাদের পয়েন্ট ১২। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্লোভাকিয়া পর্তুগালের চেয়ে পিছিয়ে ২ পয়েন্টে। গতকাল তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে লিখটেনস্টাইনকে। দেশের হয়ে ২০০তম ম্যাচ খেলে দারুণ উচ্ছ্বসিত রোনাল্ডো। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, ''এটা দুর্দান্ত একটা অর্জন আমার কেরিয়ারে। সত্যিই অনন্য অর্জন।'' রোনাল্ডো অবশ্য সবচেয়ে বেশি খুশি নিজের ১২৩ তম গোলটি দিয়ে দলকে জেতাতে পেরে, ''এই ম্যাচে আমার গোলে আমার দল জিতেছে। এটা আমার ২০০ ম্যাচ খেলার অর্জনের চেয়েও বিশেষ।''

কলম্বিয়ার কাছে হেরে জার্মান কোচ বললেন, 'কিছুই বলার নেই'

জার্মান ফুটবলের অমানিশা কেবল যেন দীর্ঘই হচ্ছে। আশার আলোর কোনো চিহ্ন এখনও দেখা যাচ্ছে না। দুঃসময়ের চক্রে থাকা চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এবার হেরে গেছে কলম্বিয়ার কাছে। ম্যাচ শেষে সেই হতাশা লুকালেন না জার্মানির কোচ হান্সি ফ্লিক। পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যাতেও তিনি পেলেন না বলার মতো খুব বেশি কিছু।

জেসেনকিরচেন, ২১ জুনঃ জার্মানির মাঠে মঙ্গলবার প্রীতি ম্যাচটিতে ২-০ গোলের জয় পায় কলম্বিয়া। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৪তম মিনিটে গোল করে লাতিন দলকে এগিয়ে নেন লুইস দিয়াস। ৮২তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান হুয়ান কুয়াদ্রাদো। গত বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়া জার্মানি এখনও নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে। এক বছরই পরই ইউরো খেলবে তারা আয়োজক হিসেবে। কিন্তু দল এখনও দিশাহীন। গত সপ্তাহে শেষ দিকে দুই গোল করে তারা কোনোরকমে ৩-৩ সমতায় শেষ করতে পারে ইউক্রেনের

বিপক্ষে। গত শুক্রবার পোল্যান্ডের কাছে হেরে যায় ১-০তে। এরপর এই হার। বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্বিতীয় সফল দলটি সব মিলিয়ে সবশেষ ৫ ম্যাচে জিতেছে কেবল ১টিতে। সবশেষ ১১ ম্যাচে তাদের জয় ৩টি মোটে। ২০২১ সালে দায়িত্ব পাওয়া ফ্লিকের কোচিংয়ে একদমই ধারহীন জার্মানি। তার ওপর চাপ তাই বাড়ছে ক্রমাগত। কলম্বিয়ার কাছে হারের পর কোচ বললেন, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফল মেলেনি এ ম্যাচে। ''অবশ্যই আমি ভীষণ হতাশ যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলাম, তা করে দেখাতে পারিনি। কিছু কিছু ব্যাপার আমরা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা উল্টো ফল দিয়েছে।'' জার্মানির খেলায় আগের সেই ধার ও প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়া মানসিকতার প্রতিফলন পড়ছে না অনেক দিন ধরেই। দলে আত্মবিশ্বাসের অভাবও। ফ্লিক তা স্বীকার করে নিলেন। তবে সামনে তাকিয়ে কোচ শোনালেন আশার বাণী। ''কী আর বলতে পারি? এই মুহূর্তে কিছু বলার মতো যুক্তি আমাদের নেই। আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে, ভুল থেকে শিখতে হবে। এই চক্র আমাদের ভাঙতে হবে। সেপ্টেম্বরে আমাদের ভিন্ন পারফরম্যান্স বয়ে আনতে হবে। তখন আমরা ভিন্ন একটি দলকে দেখতে পারব এবং ফলও আসবে। আমরা নিশ্চিত যে, খুব ভালো একটি দল ও ভালো সব ফুটবলার আমাদের আছে।''

স্কালোনির আর্জেন্টিনাকে সামনের দিনে যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখিত হতে হবে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত রবিবার বিশ্বকাপ জয়ের ছয় মাস পূর্তি উদযাপন করেছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের পর এরই মধ্যে চারটি প্রীতি ম্যাচও খেলে ফেলেছে লিওনেল মেসিরা, জিতেছেন প্রতিটিতেই। বলা যায়, জয়রথ ধরে রেখেই দারুণভাবে ছুটছে 'আলবিসেলেস্তে'রা। তবে বিশ্বকাপ জয়ের উৎসবের ঘোর সম্ভবত কাটিয়ে ওঠার সময় এসেছে এখন। অতীতের সুখস্মৃতিকেই সঙ্গে নিয়েই প্রস্তুত হতে হবে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়। ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ পুনরুদ্ধার করে আর্জেন্টিনা প্রথম প্রীতি ম্যাচ খেলে পানামার বিপক্ষে। সেই ম্যাচ ২-০ গোলে জেতেন মেসিরা। পরের ম্যাচে কুরাসাওয়ের বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জিতেছে ৭-০ গোলে। এরপর সম্প্রতি এশিয়া সফরে অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জয়ের ব্যবধান ২-০। তবে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা দলের সঙ্গে করা এই পারফরম্যান্সে আত্মতৃপ্তিতে ভোগার সুযোগ নেই। কাতার বিশ্বকাপের সাফল্য ধরে রাখতে কার্যকর পরিকল্পনা নিয়েই সামনে এগোতে হবে স্কালোনিকে। এরই মধ্যে কাতার বিশ্বকাপ দিয়ে একটি চক্র পূরণ করেছেন আর্জেন্টাইন এই কোচ। সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তির লক্ষ্য নিয়ে এখন দ্বিতীয় চক্রের পরিকল্পনা সাজাতে হবে স্কালোনিকে। নতুন চক্রে স্কালোনির সামনে চূড়ান্ত লক্ষ্য বিশ্বকাপ হলেও এর আগে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পার করতে হবে তাঁকে। যেখানে স্কালোনির দলের জন্য প্রথম ধাপ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। আর্জেন্টিনার এই চ্যালেঞ্জ শুরু হবে সেপ্টেম্বরে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। আগামী বিশ্বকাপে বদলে যাচ্ছে ফরম্যাট। নতুন ফরম্যাটে ৩২ দলের পরিবর্তে ৪৮টি দল বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাবে। ফলে বিশ্বকাপে লাতিন আমেরিকা থেকে সরাসরি অংশ নেওয়া দলের সংখ্যাও বাড়বে। ২০২৬ বিশ্বকাপে কনমেবল থেকে সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে ৬ দল। আর একটি দল সুযোগ পাবে আন্তমহাদেশীয় প্লে অফ খেলার। তাই বিশ্বকাপের দল বিবেচনায় অন্য সময়ের চেয়ে এবার কোয়ালিফাইয়ের পরীক্ষাটা কিছু সহজই হবে। তবে নিজের দল নিয়েই বেশ কিছু পরীক্ষা অপেক্ষা করছে স্কালোনির জন্য। আর স্কালোনির জন্য দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে, আগামী বছরের কোপা আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট দিয়েই মূলত আর্জেন্টিনা দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

আর্জেন্টিনা দলে বর্তমানে বেশ কিছু নতুন খেলোয়াড় আসতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে এশিয়ান সফরে অভিষেক হয়েছে আলেসান্দ্রো গারনাচো ও ফাকুন্দো বুয়োনানোত্তের মতো দুই তরুণের। যাঁদের দুজনেরই বয়স এখনো মাত্র ১৮-এর ঘরে। কাতার বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে খেলা ফাকুন্দো মেদিনাকেও আবার দলে ডেকেছেন স্কালোনি। এ ছাড়া নতুন-পুরোনো মিলিয়ে আরও কয়েকজন খেলোয়াড়কে দলে ডেকেছেন আর্জেন্টিনা কোচ। সামনের দিনগুলোতে আরও বেশ কয়েকজন নতুন তারকার আবির্ভাব ঘটতে পারে আর্জেন্টাইন শিবিরে। নতুনদের এই উত্থানের কারণে সামনের দিনগুলোতে আর্জেন্টিনা দলের সমন্বয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে স্কালোনির নতুন চ্যালেঞ্জ হবে বিশ্বকাপের সাফল্যের চক্র ভেঙে তরুণ এবং প্রতিভাবানদের জন্য দলে জায়গা তৈরি করা। সামনের দিনে স্কালোনি এই কাজ কতটা দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন তার ওপর নির্ভর করছে আর্জেন্টিনার সাফল্য-ব্যর্থতার অনেকটাই। বিশ্বকাপের পর আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী তারকাদের চাহিদাও এখন তুঙ্গে। দলবদলে তাঁরা এখন দারুণ গুরুত্ব পাচ্ছেন। কেউ কেউ এরই মধ্যে দলবদল সেরেও ফেলেছেন। এনজো ফার্নান্দেজ যেমন বিশ্বকাপের পর বেনফিকা থেকে ইংলিশ ক্লাব চেলসিতে গেছেন। ব্রাইটন ছেড়ে অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার গেছেন লিভারপুলে। থিয়াগো আলমাডাকে নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে এসি মিলান ও নাপোলি, যিনি বর্তমানে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব আটলান্টায় খেলেন। অন্য দিকে হেলাস ভেরোনা থেকে ধারে আনা জিওভানি সিমিওনেকে পাকাপাকিভাবে রাখতে চায় নাপোলি। আর বেনফিকাও নাকি এখন চুক্তি নবীকরন করতে চায় নিকোলাস ওতামেন্দির সঙ্গে। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে ক্লাব বদলে পিএসজি থেকে মেসি চলে গেছেন ইন্টার মায়ামিতে। জুভেন্তাস ছাড়ার ঘোষণা করে দি মারিয়া এখন নতুন ক্লাবের অপেক্ষায় আছেন। সামনের দিনে দলবদলে গন্তব্য বদলাতে পারে আরও কয়েকজনের। খেলোয়াড়দের এই ক্লাব বদলানোর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব পড়বে জাতীয় দলেও। খেলার ধরন, পরিবেশ ও গুরুত্ব সবকিছু বদলে যাবে। স্কালোনি সেসবের সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নেন তার ওপরও নির্ভর করছে অনেক কিছু। তবে স্কালোনির সামনে যে নামটি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, সেটি আর কারও নয়, স্বয়ং মেসির। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক এশিয়া সফরে এসে কথা বলেছেন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। যেখানে ২০২৬ সালে বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন তুলে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এখন অনেক 'যদি', 'কিন্তু' ওপর নির্ভর করছে মেসির ভবিষ্যৎ। মেসি অবশ্য, নীতিগতভাবে পরের বিশ্বকাপ না খেলার কথা বলেছেন। এ পরিস্থিতিতে স্কালোনিকে বিকল্প মাথায় রেখেই পরের বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবতে হবে। যেহেতু মেসি সরাসরি না বলে দেননি, তাই আর্জেন্টাইন কোচকে এখন দুটি পথই খোলা রেখে সামনে এগোতে হবে। মেসি থাকলে দলকে সাজাতে হবে একভাবে। আর মেসি যদি শেষ পর্যন্ত আর দলে না থাকেন, তাহলে স্কালোনিকে বেশ সূক্ষ্মভাবে সব কিছু নিয়ে ভাবতে হবে। এই মুহূর্তের বাস্তবতা হচ্ছে, মেসির বিকল্প পাওয়া সম্ভব নয়। তাই অন্তত যাঁকে ঘিরে দল খেলবে, এমন কাউকে বেছে নিতে হবে স্কালোনিকে। এ ছাড়া দি মারিয়াসহ অন্য যেসব খেলোয়াড়ের জাতীয় দলে দীর্ঘ ভবিষ্যৎ নেই, তাঁদের স্থায়ী বিকল্পও খুঁজে নিতে হবে আর্জেন্টাইন কোচকে। স্কালোনির জন্য আরেকটি ব। সমস্যা তৈরি করতে পারে-সাফল্যের ক্লান্তি। দীর্ঘ সময় শিরোপা খরায় থেকে ক্ষুধার্ত ছিল আর্জেন্টিনা। গত কয়েক বছর কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা এবং সর্বোপরি বিশ্বকাপ জিতে চক্র পূরণ করেছে তারা। ফলে দলটির মাঝে এখন ভর করতে পারে সব কিছু পেয়ে যাওয়ার ক্লান্তি বা ক্ষুধাহীনতা। সব মিলিয়ে সামনে অপেক্ষমাণ এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্কালোনি কী উদ্যোগ নেন, সেটিই এখন দেখার অপেক্ষা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501